প্রকাশক :
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা-২
প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
প্রথম প্রকাশ : জুন, ১৯৮৬
প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : আসাদুজ্জামান

মুদ্রণে :
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা-২
যোগাযোগের ঠিকানা :
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা-২
জি পি ও বক্স নং-৮৫০
দূরালাপন : ৪০৫৩৩২
শো-রূম :
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১
PRISONER OF ZENDA
By : Anthony Hope
Trans. Neaz Morshed

প্রিজনার অভ জেনডা

অ্যানটনি হোপ
রূপান্তর :
নিয়াজ মোরশেদ

পাবলিক
স্থাপিত-১৮৯৭
খুলনা

স্যার অ্যানটনি হোপ হকিন্স-এর জন্ম ১৮৬৩ সালে। শিক্ষা-জীবন শেষ করে তিনি আইনজীবী হিসেবে পেশাগত জীবন শুরু করেন। ১৮৯৪ সালে লেখেন 'দ্য প্রিজনার অভ জেনডা'। প্রকাশের সাথে সাথে বইটি এত জনপ্রিয় হয় যে তিনি আইন ব্যবসা ছেড়ে লেখাকেই পেশা হিশেবে নেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। অ্যানটনি হোপ নাম নিয়ে অনেকগুলি উপন্যাস রচনা করেন তিনি। কিন্তু সেগুলোর ভেতর মাত্র একটা 'রুপার্ট অভ হেন-জাউ' 'দ্য প্রিজনার অভ জেনডা'র মতো সাফল্য লাভ করে। রুরিতানিয়া নামক কল্পিত এক দেশে রুডল্ফ র‍্যাসেনডিল নামের এক যুবকের রোমান্টিক অভিযানের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে দুটি বইয়েই।

উমেশচন্দ্র পাবলিক লাইব্রেরী
(স্থাপিত-১৮৯৭)
খুলনা

এক

রোয আমার ভাইয়ের স্ত্রী, মানে ভাবী। চমৎকার মহিলা। আমার প্রায় সমবয়সী। আমাদের বাড়ির বৌ হয়ে আসার পর কখনো তাকে রাগতে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। কিন্তু সেদিন সকালে, নাশতার সময়, রুদ্রমূর্তি দেখলাম তার। ভয়ানক রেগে গেছে ভাবী। আমার ওপরেই।

'রুডল্ফ,' খেতে খেতে আচমকা শুরু করলো ভাবী, 'এতো আলসে কেন তুমি? উনত্রিশ বছর হয়ে গেল বয়েস, এখনো কোনো কাজে কম্মে লাগলে না। আর কতদিন গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়াবে বল তো? জীবনটাকে এমনিভাবে নষ্ট করার মানে আছে?'

ক'দিন ধরেই বলছে ভাবী, কিছু একটা করো, কিছু একটা করো, আর কতদিন এমন বেকার ঘুরে বেড়াবে—আমি কানে তুলিনি। দু'-একবার রাগের ভঙ্গি করেছে, গ্রাহ্য করিনি। তাই বলে সত্যি সত্যি রেগে যাবে কখনো ভাবতে পারিনি। তাই হঠাৎ করে ওর এই রুদ্র-মূর্তি দেখে ভড়কে গেলাম আমি। সহসা কোনো জবাব দিতে পারলাম না। ভাবী আবার বললো, 'উনত্রিশ বছর বয়েসে মানুষ কত উন্নতি

করে ফেলে, জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। আর তুমি, এখনো ভব-ঘুরে, বেকার। সেনাবাহিনীতে একবার কাজ নিলে, ক'দিন পরেই ছেড়ে দিলে। কেন? বলবে, ভালো লাগছিলো না। বেশ, ভালো লাগে এমন একটা কাজ আবার জুটিয়ে নিচ্ছো না কেন?'

থামলো রোষ ভাবী। এই সুযোগে আমি বললাম, 'শোনো, ভাবী, কাজ করার দরকারটা কি আমার? পৈতৃক সূত্রে যা পেয়েছি তাতে সারা জীবন হেসে খেলে চলে যাবে। আমার ভাই লর্ড বার-লেসডন দেশের একজন গণ্যমান্য মানুষ। তাঁর সূত্রে সমাজে আমার একটা প্রতিষ্ঠা আছে। তার ওপরে আমার ভাবী চমৎকার এক মহিলা। অসামান্য···।'

'শোনো, রুডল্ফ!' প্রায় ধমক দিয়ে আমাকে থামিয়ে দিলো ভাবী। 'শোনো! ওসব মনভুলানো কথায় আর যে-ই ভুলুক আমি ভুলছি না। এবার কিছু একটা তোমাকে করতেই হবে। যা-ই হোক, যেমন কাজ-ই হোক, করতে হবে তোমাকে। দয়া করে আর বসে থেকো না। এই যে জীবনের এতগুলো বছর অপচয় করলে, ···কেন? একবার ভাবো তো', কী তুমি হতে পারতে এই সময়ে!'

নিঃশব্দে কফির পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে ভাবতে লাগলাম আমি। হঠাৎ করে আজ এমন ক্ষেপে গেল কেন রোষ ভাবী? আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগগুলো করলো তাতে সত্যের পরিমাণ কতটুকু? সত্যিই কি এতদিন আমি অহেতুক সময় নষ্ট করেছি? ভালো করে ভেবে দেখলাম। না, ভুল বলেছে ভাবী। আমি নষ্ট করিনি জীবনটাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করেছি জার্মান ভাষা নিয়ে। ইংরেজির মতোই নিখুঁত ভাবে আমি জার্মান বলতে

পারি। ফ্রেঞ্চ ভাষাও মোটামুটি জানি। দেশে বিদেশে প্রচুর ঘুরেছি। যেখানে যেখানে গিয়েছি সেখানকার মানুষ, তাদের জীবনযাত্রা, আচার ব্যবহার সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেছি। তলোয়ার চালাতে পারি ভালো, ঘোড়ায় চড়াতেও আমার মতো ওস্তাদ এ তল্লাটে খুব কমই আছে বলে আমার ধারণা। তাহলে? আমি জীবনটাকে অপচয় করলাম কি ভাবে? না, ভুল বলেছে ভাবী। কিন্তু সেকথা কি এখন ওর মুখের ওপর বলা সম্ভব?—যেরকম রেগে আছে! না, থাক, ও ওর মতো বলে যাক, আমি আমার যা করার করবো।

এই সময় আমার ভাই রবার্ট খাওয়ার ঘরে ঢুকলো।

'বাহ্, আমাকে ছাড়াই দেখি তোমরা খেয়ে নিচ্ছো,' হাসি মুখে বললো সে। তার পরই চোখ পড়লো ভাবীর গোমড়া মুখের দিকে। 'ব্যাপার কি, রোষ? অমন হাঁড়ির মতো মুখ করে আছো!'

'তোমার সাধের ভাইটাকে একটু জ্ঞান দান করছিলাম। আর কত-দিন এমন হাত পা কোলে করে বসে থাকবে? সারাটা জীবন ঘোড়া দৌড়ে আর তলোয়ার খেলে কাটাবে নাকি?'

'ঠিক ঠিক।' গম্ভীর হওয়ার চেষ্টা করলো রবার্ট। 'ঠিক বলেছো। অনেক দিন ধরে আমিও ভাবছি, একথা। যাক, আর দুশ্চিন্তা করতে হবে না তোমাকে, ওর জন্যে ভালো একটা কাজ যোগাড় করেছি।'

'কাজ যোগাড় করেছো! আমার জন্যে।' সবিস্ময়ে আমি বল-লাম। 'কি কাজ?'

'আমার মনে হয় কাজটা তোর ভালোই লাগবে। আমার পুরনো বন্ধু স্যার জ্যাকব বরোডেইল খুব শিগগিরই রাষ্ট্রদূত হচ্ছেন। সহ-কারী হিশেবে উনি তোকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন।'

'কোথায় যাচ্ছেন স্যার জ্যাকব ?'

'রুরিতানিয়ায়।'

শুনে খুশি হয়ে উঠলাম আমি। রুরিতানিয়া মধ্য ইউরোপের একমাত্র দেশ যেখানে আমি কখনো যাইনি। কাজ কর্ম যা-ই হোক, স্যার জ্যাকবের সাথে গেলে নতুন একটা দেশ দেখা হবে, এই চিন্তাই আমাকে উৎফুল্ল করে তুললো। রবার্টের দিকে তাকিয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কবে যাচ্ছেন স্যার জ্যাকব ?'

'মাস ছয়েকের মধ্যেই।'

মুখে কিছু প্রকাশ করিনি তবু আমার মনের ভাব টের পেলো বোধহয় ভাবী। বললো, 'তুমি যাচ্ছো ওঁর সঙ্গে, তাই না, রুড-ল্ফ ?'

মনে মনে প্রায় ঠিক করে ফেলেছি কাজটা নেবো, তবু ভাঁট দেখাতে ছাড়লাম না।

'এখনই বলতে পারছি না, ভেবে দেখি,' আমি জবাব দিলাম।

'কাজটা ভালো লাগবে তোর,' বললো রবার্ট। 'নতুন একটা অভিজ্ঞতাও হবে। যদি যোগ্যতা দেখাতে পারিস, বলা যায় না, একদিন তুইও হয়তো রাষ্ট্রদূত হয়ে যাবি।'

শুনে আমার চেয়ে ভাবীই বেশি খুশি হলো। রাগ কোথায় চলে গেছে ! আবার আগের সেই সদাহাস্যময়ী, স্নেহশীলা রোয ভাবী হয়ে উঠেছে। মিনতি ভরা কণ্ঠে বললো, 'এ সুযোগ ছেড়ো না, রুডল্ফ। ...আমার মুখ চেয়ে কাজটা নাও !'

যখন হাসে, অপূর্ব দেখায় ভাবীকে। হেসে যদি কিছু বলে আমি ফেলতে পারি না ওর কথা। আজও সে অবস্থা। কিন্তু এই মুহূর্তে

রাগ পাছ না ভেবে এমন একটা প্রতিশ্রুতি দিই কি করে ? তাছাড়া আমার ওপর রাগ দেখিয়েছে, আমার বুঝি রাগ নেই ?

'ভেবে দেখি,' আবার বললাম আমি। একটু চুপ করে থেকে যোগ করলাম, 'মনে হয় কাজটা পছন্দ হবে আমার। হ্যাঁ, ছ'মাসের ভেতর স্যার জ্যাকব যদি বলেন, আমি হয়তো যাবো তাঁর সাথে।'

'এই তো, লক্ষী ভাইটি আমার !' পরম স্বস্তির সাথে বললো ভাবী।

আমার ভাই কিছু বললো না। তবে মুখ দেখে বুঝলাম, ও খুশি হয়েছে আমার সিদ্ধান্ত শুনে। গল্পগুজব করতে করতে খাওয়া শেষ করলাম আমরা।

তারপরই দেখা দিলো সমস্যাটা : এই ছ'মাস আমি করবো কি ? যেমন চলছে, তলোয়ার খেলে, ঘোড়ায় চড়ে কাটিয়ে দেবো, না অন্য কিছু করবো ? অন্য কিছু হলে, কি ?

প্রথমেই মনে এলো বেড়াতে যাওয়ার কথা। সত্যি বলতে কি বেড়ানোতে যে আনন্দ পাই তা অন্য কোনো কাজে আমি পাই না। বেড়ানো মানে তো শুধু এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাওয়া, বা গাছপালা, পাহাড়-পর্বত দেখা নয়। আমার কাছে বেড়ানোর অর্থ অন্য কিছু। যেখানে যাই সেখানকার মানুষ সম্পর্কেই আমি বেশি কৌতূহলী। নতুন একটা জায়গায় গেলে কত রকমের যে নতুন মানুষের দেখা পাওয়া যায় !

ঠিক করলাম, বেড়াতেই যাবো আমি। কিন্তু কোথায় ?

হঠাৎই খেলে গেল বুদ্ধিটা মাথায়। রুরিতানিয়ায়ই যাই না কেন ?

কাজ করতে যাওয়ার আগে দেশটা সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা নিয়ে নিলে মন্দ কী? তাছাড়া কয়েক সপ্তার মধ্যেই ওখানকার তরুণ রাজা পঞ্চম রুডল্ফ-এর অভিষেক হবে। অনুষ্ঠানটা নিশ্চয়ই খুব জাঁকজমকপূর্ণ এবং উপভোগ্য হবে। নিশ্চয়ই উৎসবের সাজে সাজবে সারা দেশ। রাস্তায় রাস্তায় গান হবে, নাচ হবে, বর্ণাঢ্য আনন্দ মিছিল হবে তরুণ তরুণীদের। আনন্দের মেলা বসে যাবে সারা রুরিতানিয়ায়। নতুন রাজার অভিষেকের সময় রাজ্যে এমনই হয়।

হ্যাঁ, সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম, পঞ্চম রুডল্ফ-এর অভিষেক দেখার জন্যে রুরিতানিয়ার রাজধানী স্ট্রেলসাউতে যাবো আমি।

যেই ভাবা সেই কাজ। সঙ্গে সঙ্গে লেগে গেলাম বাঁধাছাঁদার কাজে। ভাই বা ভাবীকে কিছু বললাম না আমার পরিকল্পনার কথা। কোথাও বেড়াতে গেলে সাধারণত আমি বলে যাই না, কোথায় যাচ্ছি। ওরাও জিজ্ঞেস করে না। এবার করলো।

আমার জিনিসপত্র গোছগাছ করা দেখে ভাবী জানতে চাইলো, 'আবার কোথায় যাওয়ার মতলব করেছো?'

'আলপ্‌স্ অঞ্চলে,' জবাব দিলাম আমি। 'হেঁটে হেঁটে ঘুরবো পাহাড়ী এলাকায়।'

'উহ, রুডল্ফ তোমাকে নিয়ে যে কি করি! আবার নষ্ট করে আসবে কয়েকটা দিন।'

'নষ্ট কেন বলছো?...ওখানকার মানুষদের জীবন সম্পর্কে একটা বই লিখবো আমি...।'

'সত্যিই লিখবে!' সঙ্গে সঙ্গে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো ওর মুখ। 'খুব

ভালো একটা কাজ হবে, তাই না, রবার্ট? খামোকা না ঘুরে বই লেখা?—খুব ভালো।'

'হ্যাঁ,' বললো আমার ভাই। 'আলপ্‌স্ অঞ্চলের সামাজিক, রাজনৈতিক সমস্যাগুলো নিয়ে যদি ঠিকমতো লিখতে পারিস, ভালো একটা বই হবে। চাই কি, একটু আধটু নাম ডাকও হয়ে যেতে পারে তোর।'

বইয়ের কথা বললাম কেবল মাত্র ভাবীকে খুশি করার জন্যে। আলপ্‌স্ এলাকার মানুষদের জীবনযাত্রা নিয়ে বই লেখার কোনো ইচ্ছেই আমার নেই।

যা হোক, তবু লিখছি। এবং একটা বই। ভাবী বা ভাই হয়তো খুব একটা সন্তুষ্ট হবে না এ বই দেখে। কি এসে গেল? আমি সন্তুষ্ট।

দুই

কোনো সিদ্ধান্ত নিয়ে তা বাস্তবায়নে অহেতুক দেরি করাটা আমার একদম অপছন্দ। তাই পরদিনই আমি লণ্ডন ছাড়লাম রুরিতানিয়ার পথে। ইংলিশ চ্যানেল পেরিয়ে ট্রেনে চাপলাম। আন্তঃদেশীয় ট্রেন। প্রায় এক ঘণ্টার জন্যে থামে প্যারিসে। ছেলেবেলার বন্ধু জর্জকে আগেই খবর দিয়েছিলাম, প্যারিসের ওপর দিয়ে যাবো আমি।

প্যারিস স্টেশনে ট্রেন থামার পর দেখলাম, প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছে জর্জ।

অনেক দিন পর দু'বন্ধুতে দেখা। গাড়ি থেকে নেমে ওর কাছে গেলাম আমি। দু'জন হাঁটতে হাঁটতে প্ল্যাটফর্মের এক ধারে একটা কফি স্টলের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। আয়েশ করে দু'কাপ কফি খেলাম দু'জন। তারপর ফিরে এলাম আমার গাড়ির পাশে। ট্রেন ছাড়তে এখনো বেশ কিছুটা দেরি আছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করতে লাগলাম আমি আর জর্জ।

হঠাৎ 'একটু দাঁড়াও, আমি আসছি,' বলে এক মহিলার সাথে

আলাপ করার জন্যে ছুটে গেল ও।

মহিলা সুন্দরী। শুধু সুন্দরী বললে কম বলা হয়, অসাধারণ সুন্দরী। দীর্ঘাঙ্গিনী, তন্বী, মাথায় কালো চুলের ঢেউ। চমৎকার পোশাক পরে আছে। তার সামনে গিয়ে টুপি খুলে অভিবাদন জানালো জর্জ। সামান্য মাথা নোয়ালো মেয়েটা। হেসে কিছু বললো জর্জ। মেয়েটাও হাসলো। জবাব দিলো জর্জের কথার। একটু পরেই মেয়েটার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফিরে এলো জর্জ।

'কে?' চোখ নাচিয়ে জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'ওর নাম আঁতোয়ানেত দ্য মবাঁ। খুব ধনী মহিলা। বিধবা। ডিউক মাইকেল অভ স্ট্রেলসাউ পছন্দ করে ওকে।'

'ডিউক মাইকেল অভ স্ট্রেলসাউ! কে?'

'আরে! জানো না! যেখানে যাচ্ছো সেই রুরিতানিয়ার রাজা রুডলফ-এর ভাই।'

'আচ্ছা! তা মহিলা এখন যাচ্ছে কোথায়?'

'তুমি যেখানে। স্ট্রেলসাউ।'

'অভিষেক দেখতে?'

'হ্যাঁ…হ্যাঁ, অভিষেক দেখতে, ডিউককেও দেখতে। লোকে বলে ডিউকের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে আঁতোয়ানেত।'

'অসম্ভব সুন্দরী মহিলা।'

'আলাপ করতে চাও? চলো…,' ট্রেনের বাঁশি বেজে উঠলো এই সময়। 'নাহ্, আর হলো না,' বললো জর্জ, 'ট্রেন ছেড়ে দিচ্ছে। চিন্তা কোরো না, তোমার ট্রেনেই যাচ্ছে, আলাপ করার সুযোগ পেয়ে যেতেও পারো।'

জর্জের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গাড়িতে উঠলাম আমি। নিজের আসনে গিয়ে বসতে না বসতেই ছেড়ে দিলো ট্রেন।

একটু পরেই খাওয়ার সময় হয়ে গেল। উঠে ডাইনিং কারের দিকে এগোলাম আমি। করিডোর ধরে যখন যাচ্ছি, একটা কম্পার্টমেন্টে দেখতে পেলাম আঁতোয়ানেত ত্ব মর্বাকে। মনোযোগ দিয়ে কি যেন একটা পড়ছে। ওর কাছাকাছি পৌঁছে হাঁটার গতি একটু কমালাম আমি, কিন্তু মুখ তুললো না সে।

খাওয়া শেষ করে যখন ফিরে আসছি তখনও দেখতে পেলাম, পড়ছে আঁতোয়ানেত। এবারও কাছাকাছি পৌঁছে গতি কমালাম। কিন্তু না, ও মুখ তুললো না। সুতরাং কি আর করা, নিজের আসনে এসে বসে পড়লাম। আমিও মন দিলাম পড়ায়।

সন্ধ্যার বেশ পরে রুরিতানিয়া সীমান্তে পৌঁছুলো ট্রেন। থেমে দাঁড়ালো শুল্ক কর্তৃপক্ষের পরীক্ষার জন্যে।

কয়েকজন শুল্ক-কর্তা উঠে এলো ট্রেনে। এক এক করে সবার কাগজপত্র, মালপত্র পরীক্ষা করতে লাগলো। আমার সামনেও এসে দাঁড়ালো একজন। আমার মুখের দিকে তাকিয়েই বিস্মিত ভঙ্গি ফুটে উঠলো তার মুখে। পর মুহূর্তে তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো চোখের দৃষ্টি।

একটু ভড়কে গেলাম আমি। চোরাচালানী মনে করেছে আমাকে? নাকি আমার লালচুল ওকে অবাক করে দিয়েছে?

সত্যি একটু অদ্ভুত আমার চুলের রঙ, সচরাচর এমন দেখা যায় না। আগুনের মতো লাল। নতুন জায়গায় গেলে প্রায়ই দেখি অবাক চোখে মানুষ চেয়ে আছে ওগুলোর দিকে।

আমার সঙ্গে জিনিসপত্র খুব সামান্য। পরীক্ষা করতে বেশিক্ষণ লাগলো না। ভুরু কুঁচকে কাগজপত্রগুলো দেখে সীল মেরে, সই করে দিয়ে চলে গেল কর্মকর্তা। ট্রেন থেকে নেমে প্ল্যাটফর্মের স্টল থেকে একটা খবরের কাগজ কিনে নিয়ে এলাম আমি। একটু পরেই সবার পরীক্ষা শেষ করে নেমে গেল শুল্ক-কর্মকর্তারা। চলতে শুরু করলো ট্রেন।

ভাগ্যিস কাগজটা কিনেছিলাম। জায়গায় ফিরে ওটা চোখের সামনে মেলে ধরতেই দেখলাম বড় বড় হরফে ছাপা হয়েছে একটা খবর: রাজা রুডল্ফ-এর অভিষেকের দিন বদলে গেছে। বদলে পিছিয়ে নয়, এগিয়ে আনা হয়েছে দিনটা। নতুন সময়সূচী অনুযায়ী অভিষেক হবে পরশুদিন। সংবাদদাতা বলছেন, এর ভেতরেই স্ট্রেলসাউ নগরী মানুষে গিজ গিজ করতে শুরু করেছে। হোটেলগুলোতে তিল ধারণের স্থান নেই। ভাড়াটে বাড়িগুলোও সব ভর্তি হয়ে গেছে। নগরীর স্থায়ী বাসিন্দাদের অনেকেই তাদের বাড়ির একটা কি দুটো বাড়তি কামরা ভাড়া দিয়ে বেশ দু'পয়সা কামিয়ে নিচ্ছে। বুঝতে পারছি, এই অবস্থায় এখন স্ট্রেলসাউ-এ গেলে নিছক রাজপথে অথবা গাছতলায় আশ্রয় নিতে হবে। থাকার মতো কোনো জায়গা—হোটেল বা বাসা, যে পাওয়া যাবে না তাতে সন্দেহ নেই। কি করা যায় এখন?

ভাবতে ভাবতে শেষে ঠিক করলাম, স্ট্রেলসাউ-এ যাবো না। আপাতত জেনডায় নেমে পড়বো। স্ট্রেলসাউ-এর আগেই জেনডায় থামবে ট্রেন।

রাজধানী থেকে মাইল পঞ্চাশেক দূরে ছোট্ট শহরটা। আমার

পরিকল্পনা, রাত কাটাবো ওখানে। পরের দিনটা, অর্থাৎ মঙ্গলবার কাটাবো বনে ঘুরে। তারপর বুধবার ভোরে ট্রেন ধরে চলে যাবো স্ট্রেলসাউতে। অভিষেক অনুষ্ঠান দেখে রাতে আবার চলে আসবো জেনডায়।

নির্দিষ্ট সময়ে জেনডায় পৌঁছুলো ট্রেন। আমি নেমে স্টেশনের বাইরে এসে দাঁড়ালাম। বেশ রাত হয়েছে। কোনো গাড়ি-ঘোড়া দেখলাম না আশেপাশে। লোকজনও নেই বললেই চলে। স্টেশনের এক কর্মচারীকে জিজ্ঞেস করলাম, সবচেয়ে কাছের সরাইখানাটা কতদূর।

'কাছেই,' সে বললো। তারপর বলে দিলো কোন দিক দিয়ে যেতে হবে।

সত্যিই খুব কাছে সরাইখানাটা। স্টেশন থেকে মাত্র কয়েক মিনিটের হাঁটা পথ। ভাগ্য ভালো আমার, ঠিক আমি যেমনটা চাই তেমন জায়গাটা। শান্ত, নিরিবিলি। জেনডার বিখ্যাত দুর্গ স্পষ্ট দেখা যায় এখান থেকে। মাইলখানেক দূরে একটা পাহাড়ের ওপর দুর্গটা। সরু একটা পথ এঁকেবেঁকে উঠে গেছে সেদিকে। মনোরম নৈসর্গিক পরিবেশ।

সরাইওয়ালী বৃদ্ধার আচরণও মুগ্ধ হওয়ার মতো। অত্যন্ত সমাদরের সাথে আমাকে গ্রহণ করলো সে। মিষ্টি একটা মেয়ে আছে তার। সে আমার ঘর দেখিয়ে দিলো।

'হাত মুখ ধুয়ে, কাপড় পাল্টে নিচে আসুন, খাবার তৈরি থাকবে,' স্মিত হেসে কথা ক'টা বলে চলে গেল মেয়েটা।

ঘরে ঢুকে দেখলাম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, আরামদায়ক একটা কামরা। জানালা দিয়ে দেখা যায় দূরের দুর্গটা। সাদা চূড়াগুলো মাথা উঁচু করে উঠে গেছে চারপাশের সবুজ বনভূমি ছাড়িয়ে। চাঁদের আলোয় রূপকথার রাজপ্রাসাদের মতো লাগছে দেখতে। খুশি হয়ে উঠলো মনটা। মনে হলো, ভাগ্যিস এসেছিলাম। না হলে কি এমন একটা দৃশ্য দেখা হতো?

হাত মুখ ধুয়ে নিচে নেমে এলাম আমি।

টেবিলে খাবার সাজানোই দেখলাম। বসে গেলাম খেতে। আহ্, সে কি স্বাদ খাবারের! এমন সুস্বাদু খাবার জীবনে খুব কমই খেয়েছি। সন্দেহ নেই বুড়ি পাকা রাঁধুনী। পরিবেশন করলো তার মেয়ে। পরিপূর্ণ পরিতৃপ্তির সাথে খেলাম আমি।

খাওয়ার পর গেলাসে মদ নিয়ে এলো মেয়েটা। জেনডার বিখ্যাত মদ। সে মদের প্রশংসা করার ভাষা আমার জানা নেই। ধীরে ধীরে গেলাসে চুমুক দিতে লাগলাম। আমাকে সঙ্গ দেয়ার জন্যে বুড়ি আর তার মেয়েও বসলো টেবিলে। আলাপ করতে লাগলাম আমরা। স্বভাবতই অভিষেক সম্পর্কে।

'কপাল মন্দ আমাদের, ডিউক মাইকেল রাজা হলো না,' বুড়ি বললো। 'আমরা ডিউককে জানি, চিনি। আমাদের মাঝেই থাকে। আর রাজা রুডলফ—বছরের এগারো মাসই বোধহয় থাকে বিদেশে। দেশের খুব কম মানুষই জানে তার চেহারা কেমন। কখনো দেখেছে নাকি যে জানবে?'

'যারা দেখেছে তারাও বোধ হয় এখন রাজাকে চিনতে পারবে না,' বললো মেয়েটা। 'শুনেছি ক'দিন আগে নাকি দাড়ি কামিয়ে

ফেলেছেন।'

'কার কাছে শুনেছিস?' জিজ্ঞেস করলো মা।

'জোহান বলছিলো কাল রাতে।'

'জোহান ডিউকের বন-রক্ষী,' আমার দিকে তাকিয়ে ব্যাখ্যা দিলো বৃদ্ধা। 'রাজা এখন এখানেই আছে তো', জোহানের তাই কাজ বেড়ে গেছে।'

'রাজা এখানে!' বিস্ময় চাপতে পারলাম না আমি। 'পরশু-দিন অভিষেক আর আজকে রাজা এখানে!'

'পরশু দিন অভিষেক তো কি? অভিষেকের আগে রাজধানীতে পৌঁছুলেই হলো।'

'এখানে কি করছেন রাজা?' কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করলাম আমি।

'শিকারে এসেছে। বুধবার পর্যন্ত থাকবে ডিউকের হান্টিং লজ-এ।' খবরটা শুনে একটা কথা মনে হলো আমার, কাল যদি বনে বেড়াতে যাই· রাজার সাথে দেখা হয়ে যেতেও পারে!

'রাজা খুব শিকার পছন্দ করেন বুঝি?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'ভীষণ! লোকটা শিকার নিয়েই মেতে থাকুক, আমাদের ডিউক-কে রাজা করে দিক। দেশ অনেক ভালো চলবে তাহলে।'

'মোটেই না,' বলে উঠলো মেয়েটা। 'দেশ রসাতলে যাবে ব্ল্যাক মাইকেল রাজা হলে।'

'ডিউক মাইকেল,' ঝাঁঝের সাথে শুধরে দিলো বৃদ্ধা।

'যা সত্যি তা-ই বলছি ···। এমন স্বার্থপর, নিষ্ঠুর লোক পৃথিবীতে কমই আছে। কত নিরপরাধ মানুষের হাহাকার যে প্রতিধ্বনি তোলে

ওর দুর্গের দেয়ালে দেয়ালে। তাছাড়া, বড় ভাই বেঁচে থাকতে ছোট ভাই রাজা হয় কি করে?'

মা মেয়ের কলহ আর এগোতে দিলাম না আমি। জিজ্ঞেস কর-লাম, 'রাজা এখানে, তো ডিউক কোথায়?'

'স্ট্রেলসাউ-এ,' জবাব দিলো মা। 'অভিষেক যেন ঠিকঠাক মতো হয়, তার তদারকি করছে।'

'দু'ভাই-এ তাহলে সদ্ভাব আছে?'

'নিশ্চয়ই,' বললো বুড়ি।

'মোটেই না,' বলে উঠলো মেয়ে। 'দু'জনই যেখানে সিংহাসন চায়, রাজকুমারী ফ্ল্যাভিয়াকেও চায় সেখানে কি করে দু'ভাইয়ের ভেতর সদ্ভাব থাকতে পারে?'

'রাজকুমারী ফ্ল্যাভিয়া?'

'হ্যাঁ। দুই রাজ কুমারের চাচাতো বোন। সবাই জানে, রাজার সাথে ওঁর বিয়ে হবে। কিন্তু ব্ল্যাক মাইকেল···।' থেমে গেল মেয়েটা। দরজার বাইরে পায়ের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে।

মুহূর্ত পরেই ঝটাং করে খুলে গেল দরজা। ঘরে ঢুকলো এক লোক। মাথার তালুর মাঝামাঝি পর্যন্ত বিস্তৃত কপাল। নাকের নিচে পুরু, দু'ধারে পাকানো গোঁফ।

'ব্ল্যাক মাইকেল সম্পর্কে কথা বলছিলো কে?' জিজ্ঞেস করলো লোকটা, ধমকের সুর তার গলায়।

'আ—আমি,' ভয়ে ভয়ে বললো মেয়েটা।

কিছু একটা বলার জন্যে মুখ খুললো আগন্তুক, তার পরই চোখ পড়লো আমার ওপর। আশ্চর্য হয়ে আমি দেখলাম, ছাইয়ের

মতো ফ্যাকাসে হয়ে গেল তার মুখ। যেন ভূত দেখেছে। শুল্ক কর্মকর্তার মুখে যেমন বিস্মিত ভঙ্গি হয়েছিলো ঠিক তেমন।

'ব্যাপার কি, জোহান? তোমার কি শরীর খারাপ লাগছে?' জিজ্ঞেস করলো বৃদ্ধা।

জোহান! মানে ডিউক মাইকেল অভ স্ট্রেলসাউ-এর বনরক্ষী! ডিউক সম্পর্কে মেয়েটার মন্তব্য নিশ্চয়ই শুনেছে ও। এখন কি করবে?

কিছুই করলো না জোহান। এখনো তেমনি মুখ হাঁ করে চেয়ে আছে আমার দিকে।

বুড়ি আবার বললো, 'কি হয়েছে, জোহান? এই ভদ্রলোকের দিকে অমন করে তাকিয়ে আছো কেন? উনি ইংরেজ। বেড়াতে এসেছেন রুরিতানিয়ায়। আমাদের রাজার অভিষেক উৎসব দেখবেন।'

এবারও কিছু বলতে পারলো না জোহান। কি বলবে ভেবে পাচ্ছে না যেন।

'খুব খুশি হলাম আপনার সাথে পরিচিত হতে পেরে,' আমি বললাম।

'আ—আমিও, স্যার,' অস্ফুটকণ্ঠে কোনোমতে বলতে পারলো লোকটা। তারপর আবার চুপ।

আর দেরি করার ইচ্ছে হলো না আমার। উঠে পড়লাম খাওয়ার টেবিল ছেড়ে। বললাম, 'আমি খুব ক্লান্ত, সারাদিন ট্রেনে কেটেছে, এবার একটু বিছানায় পিঠ না দিলে নয়। কিছু মনে করবেন না, মিস্টার জোহান, আমি শুতে চললাম। সবাইকে শুভরাত্রি।'

বুড়ির মেয়ে বাতি নিয়ে আমার আগে আগে চললো। মাঝ

সিঁড়িতে আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম—

'আমাকে দেখে এমন অবাক হয়ে গেল কেন লোকটা?'

'বোধ হয় আপনার চুল দেখে, স্যার। এমন লাল! আমাদের রাজার চুলও নাকি এরকম। আমাদের রাজ পরিবারের বেশির ভাগ মানুষেরই চুল এই রঙের।'

'জোহানের পছন্দ না এ রঙ?'

'ওর পছন্দ কালো,' একটু হেসে বললো সে। 'ওটা ব্ল্যাক মাইকেলের রঙ তো।'

'ও।'

'আমার কিন্তু লালই পছন্দ—আপনার রঙ।' আবার হাসলো মিষ্টি মেয়েটা।

'আচ্ছা!' আমিও হাসলাম একটু। তারপর বললাম, 'লক্ষ্মী মেয়ে, এবার তুমি যাও; কাল সকালে আবার দেখা হবে।'

ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলাম আমি।

উমেশচন্দ্র পাবলিক লাইব্রেরী
স্থাপিত-১৮৯৭
খুলনা

তিন

পরদিন খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে পড়লাম। তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুয়ে নিচে নেমে নাশ্‌তা করে নিলাম। তারপর বুড়ি আর তার মেয়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রওনা হলাম বনের পথে।

এমনিতেই হাঁটতে ভালো লাগে আমার, তার ওপর আজকের সকালটা খুব সুন্দর। তাজা বাতাস। সূর্য ইতিমধ্যেই উজ্জ্বল উষ্ণ আলো ছড়াতে শুরু করেছে। এমন সকালে কোনো কারণ লাগে না, এমনিতেই খুশি হয়ে ওঠে মন।

অল্প সময়েই আমি বনে পৌঁছে গেলাম। কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক ঘোরাফেরা করার পর মনে হলো, বিখ্যাত প্রাচীন দুর্গটা না দেখে জেনডা ছেড়ে যাওয়া উচিত হবে না। ভেতরে যেতে পারলে খুব ভালো, না পারলে বাইরে থেকে অন্তত একবার ভালো করে দেখা উচিত।

হাঁটতে শুরু করলাম দুর্গের দিকে। কাল রাতে জানালা দিয়ে যে আঁকাবাঁকা পথটা দেখেছিলাম সেটা বেয়ে উঠে যেতে লাগলাম। খুব বেশিক্ষণ লাগলো না চূড়ায় পৌঁছুতে।

আমার সামনে এখন দুর্গটা। ডিউক মাইকেল অভ স্ট্রেলসাউ-

এর সম্পত্তি। কি সুন্দর, গম্ভীর! রূপকথার রাজপ্রাসাদও হার মানে এর কাছে। বহু পুরনো আমলের দালান। মজবুত। অতীতে কতবার যে এর দখল নিয়ে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়েছে, কে বলবে। দুর্গটা প্রাচীন, তাই বলে ধ্বংসস্তূপ নয়। আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেখান থেকে কয়েক শো গজ দূরে ওটা, এত দূর থেকেও বুঝতে পারছি, এখনো বসবাসের উপযোগী আছে ওটা। বেশির ভাগ পুরনো দুর্গের মতো এটারও চারপাশ ঘিরে গভীর প্রশস্ত পরিখা। তার ওপাশে কালো পাথরের দুর্ভেদ্য প্রাচীর। মাঝে মাঝে মোটা স্তম্ভের মতো বুরুজ। প্রাচীরের গায়ে জায়গায় জায়গায় ছোট ছোট ছিদ্র বাইরে নজর রাখার জন্যে। পরিখার ওপর একটা সিংহ দরজা বরাবর ওঠানো নামানো যায় এমন একটা ঝুল সেতু (Draw Bridge)। সেতুটা যখন ওঠানো থাকে তখন পরিখার পানি না সাঁতরে কারো পক্ষে দুর্গে ঢোকা সম্ভব নয়। সেতুর এপাশে খানিকটা ফাঁকা জায়গার ওপর আধুনিক একটা দালান। সম্ভবত ডিউক মাইকেলের বাগান বাড়ি। চমৎকার দেখতে। বাইরেটা দেখেই বোঝা যায় আধুনিক আরাম আয়েশের সব বন্দোবস্ত আছে ঐ বাড়ির ভেতরে। দুর্গ আর বাগানবাড়ির ভেতর একমাত্র যোগাযোগ ঐ ঝুল সেতুটা। হঠাৎ আমার মনে হলো, কোনো আক্ষেপ তো থাকার কথা নয় ডিউক মাইকেলের। রাজকন্যা ফ্লাভিয়ার কথা জানি না, সিংহাসন সে পাবে না এটা সত্যি; কিন্তু তাতে কি? এমন একটা বাড়ি আর দুর্গ যার আছে তার কি কোনো না পাওয়ার বেদনা থাকতে পারে?

সূর্য বেশ খানিকটা উঠে এসেছে। একটু একটু গরম লাগছে

এখন। বনের দিকে ফিরে চললাম আমি, ওখানে ছায়া আছে।

গাছের ভীড়ে পৌঁছে দেখলাম শুধু ছায়া নয়। বনের ভেতরে ঠাণ্ডাও বেশ। গায়ে কাঁপুনি ধরায় না বরং একটু আমেজ আনে এমন ঠাণ্ডা। প্রায় ছ'ঘণ্টা গাছ গাছালির ফাঁকে ফাঁকে ঘুরে বেড়ালাম। অবশেষে ক্লান্ত হয়ে একটা গাছের নিচে বসলাম বিশ্রাম নেয়ার জন্যে। পকেট থেকে পাইপ বের করে ধরালাম। টানতে টানতে অলস চোখে তাকাচ্ছি চারদিকে। দূর থেকে, কাছ থেকে, কখনো কখনো মাথার ওপর থেকেই ভেসে আসছে পাখির ডাক। এছাড়া নিরব চারদিক। এমন প্রশান্ত পরিবেশ! কিছুক্ষণের মধ্যেই পৃথিবীর কথা ভুলে গেলাম আমি। তন্দ্রার ঘোর লাগলো চোখে। তারপর কখন যে শুয়েছি, ঘুমিয়ে গেছি নিজেই জানি না।

গম্ভীর, ভরাট একটা কণ্ঠস্বর জাগিয়ে দিলো আমাকে।

'কেবল যদি দাড়িগুলো না থাকতো, ঠিক আমাদের রাজার মতো দেখাতো!'

'সত্যি। একদম তফাৎ নেই,' অন্য একটা কণ্ঠস্বর বললো।

আর শোনার অপেক্ষায় থাকলাম না আমি। চোখ মেলে দেখলাম বিকেল হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি উঠে বসলাম। ছ'জন লোকের ওপর চোখ পড়লো। আমার পাশে দাঁড়িয়ে ঝুঁকে তাকিয়ে আছে আমার মুখের দিকে। ছ'জনেরই দৃষ্টিতে বিস্মিত কৌতূহল। অনেকটা সেই শুল্ক কর্মকর্তা আর জোহান-এর মতো।

শিকারের উপযোগী পোশাক পরে আছে লোক ছটো। বয়স্কজন একটু বেঁটে এবং শক্তপোক্ত। বিরাট, চৌকো মাথা, ধূসর

গোঁফ ঠোঁটের ওপর, নীল চোখ ছটো ছোট ছোট। আর কম বয়েসীজন একটু হালকা-পাতলা, লম্বা; মাথার চুল কালো। পরিষ্কার বুঝতে পারছি, ছ'জনই ভদ্রলোক এবং সামরিক বাহিনীর সাথে জড়িত। আমি উঠে দাঁড়ালাম।

'লম্বায় ও সমান!' সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো বয়স্ক জন। তারপর আমাকে জিজ্ঞেস করলো, 'আপনার নামটা জানতে পারি?'

'পারেন। তবে তার আগে আপনারটা আমি জানতে চাই,' একটু রুক্ষভাবেই আমি বললাম। এদের অযাচিত কৌতূহল দেখে বিরক্ত হয়েছি।

মৃছ হাসলো কমবয়েসী জন। বললো, 'ঠিক আছে, আগে আমাদের পরিচয়ই দিচ্ছি। ইনি আমার বন্ধু কর্ণেল স্যাপ্ট, আর আমি ফ্রিৎস ফন টারলেনহেইম। রুরিতানিয়ার মহামান্য রাজা পঞ্চম রুডলফ-এর পার্শ্বচর আমরা।'

বিরক্তির ভাব দূর হয়ে গেল আমার মুখ থেকে। টুপি খুলে মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানালাম। তারপর বললাম, 'আমার নাম রুডলফ র‍্যাসেনডিল। ইংরেজ। আপনাদের রাজার অভিষেক দেখতে এসেছি। আমিও আমার জীবনের কিছুটা সময় আমাদের মহামান্য রানী ভিক্টোরিয়ার সেবায় ব্যয় করেছি।'

'আচ্ছা! আপনিও সৈনিক ছিলেন!' আমার হাত নিজের হাতে নিয়ে করমর্দন করতে করতে বললো টারলেনহেইম।

'মিস্টার র‍্যাসেনডিল,' এতক্ষণে আবার কথা বললেন কর্ণেল স্যাপ্ট, 'আপনার চেহারা যে হুবহু আমাদের রাজার মতো তা

আপনি জানেন ?'

শুল্ক কর্মকর্তা বা বনরক্ষী জোহান আমাকে দেখে অমন হতবাক হয়ে গিয়েছিলো কেন, এবার বুঝতে পারলাম। ওরা আমাকে রাজা মনে করেছিলো! কেমন একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি হলো আমার ভেতরে। কি বলবো বুঝতে পারছি না। এমন সময়, দূর থেকে একটা চিৎকার ভেসে এলো :

'ফ্রিৎস! স্যাপ্‌ট! কোথায় তোমরা ?'

'রাজার গলা,' বলে যেদিক থেকে শব্দ এসেছে সেদিকে তাকালো টারলেনহেইম।

কয়েক সেকেণ্ড পর একটা ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো এক যুবক। শিকারীর পোশাক পরনে। বন্দুকটা হাতে। তাকে দেখামাত্র অস্ফুট একটা বিস্মিত চিৎকার বের হলো আমার গলা দিয়ে। যুবকের অবস্থাও তাই। বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেছে মুখ। সত্যিই তাই, আমার আর যুবকের চেহারা হুবহু এক। এই যুবক যদি রাজা হয় তাহলে বলতে হবে, এক বিন্দু বাড়িয়ে বলেনি টারলেন-হেইম। আমার মনে হলো, আমি যেন আয়নায় আমার প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে আছি। একইরকম লাল, আগুনরঙা চুল। একই রকম খাড়া নাক, নীল চোখ। একমাত্র পার্থক্য, আমার মুখে চাপদাড়ি ; যুবকের দাড়ি নেই। এই তফাৎটুকু না থাকলে কে বলতে পারতো কোনজন রুডল্ফ র‍্যাসেনডিল আর কোন জন রাজা পঞ্চম রুডল্ফ!

'কর্ণেল স্যাপ্‌ট,' অবশেষে রাজা জিজ্ঞেস করলেন, 'কে এই ভদ্রলোক ?'

'একজন পর্যটক, ইংরেজ—আপনার সাথে এমন আশ্চর্য মিল

চেহারার, যেন জমজ ভাই!'

'স্বাগতম, ভাই! স্বাগতম রুরিতানিয়ায়!' উৎফুল্ল হাসি হেসে বললেন রাজা। তারপর এগিয়ে এসে আমার হাত ধরে করমর্দন করে বললেন, 'সত্যি করে বলো তো, তুমি কে ?'

সংক্ষেপে আমার সম্পূর্ণ পরিচয় জানালাম। রাজা আবার জিজ্ঞেস করলেন,

'রুরিতানিয়ায় এসেছো কেন?'

'অভিষেক দেখতে।'

হো-হো করে কিছুক্ষণ হাসলেন রাজা কর্ণেলের দিকে তাকিয়ে। তারপর বললেন, 'ভাবছি মাইকেলের চেহারাটা কেমন হবে, যখন আমাদের দু'জনকে এক সাথে দেখবে।'

ফ্রিৎস ফন টারলেনহেইমের মুখ গম্ভীর হয়ে গেল।

'স্ট্রেলসাউ-এ যাওয়া ঠিক হবে না মিস্টার র‍্যাসেনডিলের,' সে বললো। 'ডিউকের লোকজন দেখলে ওঁর বিপদ হতে পারে।'

'আপনি কি বলেন, কর্ণেল ?' জিজ্ঞেস করলেন রাজা।

'আমার-ও তাই মত, মহানুভব। স্ট্রেলসাউ-এ যাওয়া উচিত হবে না মিস্টার র‍্যাসেনডিলের।'

গম্ভীর হয়ে গেলেন রাজা।

আমি তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, 'আপনি যদি চান, মহানুভব, এ মুহূর্তে আমি রুরিতানিয়া ছেড়ে চলে যাবো।'

'না! তুমি যাবে না', ' বললেন রাজা। 'আজকের সন্ধ্যাটা আমাদের সাথে কাটাবে তুমি। আমার নতুন ভাইয়ের সাথে কিছু সময় কাটাতে পারলে খুব ভালো লাগবে আমার। রাতে এক সাথে

খাবো আমরা। তারপর ভেবে দেখবো, কি করলে সবচেয়ে ভালো হবে। পেটে কয়েক পাত্র মদ পড়লে মাথা খুলে যাবে নিশ্চয়ই—কি বলো ক্রিৎস?'

'কাল খুব ভোরে আমাদের রওনা হতে হবে, মহানুভব। এই অবস্থায় রাতে বেশি মদ···।'

'আমি ভুলিনি, ক্রিৎস, কাল ভোরে আমাদের রওনা হতে হবে। তাই বলে আমার নতুন ভাইকে জেনডার মদের স্বাদ পরখ করাবো না, একটা কথা হলো?'

আর কিছু বললো না ক্রিৎস ফন টারলেনহেইম। কর্নেল স্যাপ্‌ট-ও না। ডিউক মাইকেলের হান্টিং লজের দিকে হাঁটতে লাগলাম আমরা। এবার শিকারে এসে ওখানেই উঠেছেন রাজা।

বেশ ভালো লাগলো আমার পথটুকু হাঁটতে। সঙ্গী হিশেবে চমৎকার রাজা রুডল্‌ফ। আমার ধারণা হলো ছোটখাটো একটা আসর মাতিয়ে রাখতে তিনি একাই যথেষ্ট। মজার মজার কত গল্প যে শোনালেন তার ইয়ত্তা নেই। হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে গেল আমার।

অবশেষে ডিউক মাইকেলের বাড়িতে পৌঁছুলাম আমরা। তখন সন্ধ্যা হচ্ছে। আমাদের দেখে এক ভৃত্য বেরিয়ে এলো বাড়ির ভেতর থেকে। পরে জেনেছিলাম রাজার খাস ভৃত্যদের একজন সে।

'খাবার তৈরি, জোসেফ?' জিজ্ঞেস করলেন রাজা।

'জি, মহানুভব।'

সুতরাং দেরি করলাম না আমরা, সবারই বেশ খিদে পেয়েছে, কোনো রকমে হাত-মুখ ধুয়ে খেতে বসে গেলাম।

খাবার খুব সাধারণ। রাজার সাথে খাচ্ছি যদিও, কিন্তু আয়োজনে রাজকীয়তা নেই। তবু কাল রাতে বুড়ির সরাইখানায় যেমন খেয়েছিলাম তেমনি তৃপ্তির সাথে খেলাম। খিদে পেটে অপূর্ব লাগলো সব খাবারের স্বাদ। এক এক জনে প্রায় তিন জনের খাবার খেলাম। তারপর এলো মদ—জেনডার বিখ্যাত মদ। তার কি স্বাদ! আহ্‌! সব প্রশংসার উর্ধ্বে। খেয়েছি যেমন প্রচুর পরিমাণে, পানও করলাম তেমন। রাতে মদ খাওয়া উচিত হবে না বলে পরামর্শ দিচ্ছিলো যে ক্রিৎস সে-ও কম গেল না। কিছুক্ষণের ভেতর আমাদের প্রত্যেকের চোখে ঘোর লাগলো। প্রথমে উচ্চস্বরে কথাবার্তা, তারপর গান শুরু হলো। মাতাল হতে আর খুব একটা বাকি নেই কারো। আমার অবস্থা একটু বেশি খারাপ। এত মদ খেয়ে অভ্যস্ত নই আমি। কেমন ঘুম ঘুম লাগছে।

'ব্যস, যথেষ্ট হয়েছে!' অবশেষে রাজা বললেন। 'আর এক ফোঁটাও গলায় ঢালছি না আমি।'

'ঠিক, আর খাওয়া উচিত নয়,' সায় দিলেন স্যাপ্‌ট।

টেবিল ছেড়ে উঠে পড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছি আমরা, এই সময় বড় এক বোতল মদ নিয়ে ঘরে ঢুকলো জোসেফ।

'মহামান্য ডিউক মাইকেল এটা পাঠিয়েছেন। উনি বলেছেন, মহানুভব যেন দয়া করে একটু চেখে দেখেন।'

'মাইকেল পাঠিয়েছে!' অবাক হলেন স্যাপ্‌ট। 'হঠাৎ! কেন?'

'আমার ভাই মাইকেল, ওকে তো আমি চিনি,' বললেন রাজা। 'মানুষ খামোকা ওকে ব্ল্যাক মাইকেল বলে না। ওর পাঠানো জিনিস খাওয়া কি ঠিক হবে?'

'আমার মনে হয় না, মহানুভব,' বললেন কর্ণেল।

'আমারও তাই মনে হয়,' বললেন রাজা। 'কিন্তু কি জানেন, মাইকেলের চোলাইখানার মদ এদেশের সেরা জিনিস। এক ফোঁটা হলেও অন্তত চেখে দেখা উচিত। বোতলটা খোলো জোসেফ।'

জোসেফ বোতলের মুখ খুলে একটা গ্লাসে সামান্য একটু মদ ঢাললো। গ্লাসটা নিয়ে ঠোঁটে ছোঁয়ালেন রাজা। একটা চুমুক দিতেই বিস্ময়ে বড় বড় হয়ে উঠলো তাঁর দু'চোখ।

'আমার কাছে যা খুশি চাইতে পারেন আপনারা, আমি দেবো,' বললেন তিনি। 'এমন কি আমার রাজ্যের অর্ধেকও যদি চান দিতে আপত্তি করবো না। কিন্তু এই বোতলের এক বিন্দু তরল পদার্থ যদি চান, পাবেন না। সারা জীবনে আমি এত ভালো মদ আর খাইনি।'

জোসেফের হাত থেকে নিয়ে এক চুমুকে বোতলটা শূন্য করে ফেললেন রাজা। তারপর সবেগে ছুঁড়ে দিলেন দেয়ালের দিকে।

কাঁচ ভেঙে মাটিতে ছড়িয়ে পড়ার শব্দ শুনলাম আমি। তারপর আর কিছু জানি না।

চার

আচমকা জেগে উঠলাম আমি।

আমার চুল, দাড়ি, কাপড়-চোপড় সব ভেজা। প্রথমে বুঝতে পারলাম না, কেন, কি হয়েছে। তারপর খেয়াল করলাম, কর্ণেল স্যাপ্‌ট দাঁড়িয়ে আছেন আমার পাশে। তাঁর হাতে একটা বালতি। বুঝতে অসুবিধা হলো না, ঐ বালতি তিনি খালি করেছেন আমার গায়ে।

'কি করছেন আপনি?' ক্রুদ্ধস্বরে চেঁচিয়ে উঠলাম আমি।

'কিছু মনে করবেন না, এছাড়া আর কোনো উপায় দেখছিলাম না আপনাকে জাগানোর,' বললেন তিনি। 'অনেকক্ষণ ধরে চেষ্টা করছি, আপনি উঠছেন না। শেষে বাধ্য হয়ে…। অনেক দেরি হয়ে গেছে, পাঁচটা বাজতে বেশি বাকি নেই।'

'তাতে আমার কি?'

'আপনার কিছু না, কিন্তু আমাদের অনেক কিছু। উঠুন দয়া করে।'

অগত্যা উঠতে হলো। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাতেই চোখ পড়লো ফ্রিৎস-এর ওপর। ওর-ও সারা শরীর ভিজে জবজব করছে। একটু যেন অসুস্থ দেখাচ্ছে ওকে। মুখটা ফ্যাকাসে, কাগজের মতো।

'দেখুন!' মেঝের দিকে ইশারা করলো ফ্রিৎস।

দেখলাম আমি। রাজা পড়ে আছেন সেখানে, অচেতন। ভারি নিশ্বাসের সঙ্গে ওঠা-নামা করছে বুকটা। তাঁরও কাপড়চোপড় সব ভেজা।

'পানি ঢেলেও জাগাতে পারিনি,' বললেন কর্ণেল। 'আধঘন্টা ধরে চেষ্টা করছি।'

হাঁটুগেড়ে বসে পড়লাম আমি। রাজার একটা হাত তুলে নিয়ে নাড়ি দেখলাম। খুব ধীরে বইছে। তারপর মুখ তুলে স্যাপ্ট এবং ফ্রিৎস-এর দিকে তাকালাম। ওদের দৃষ্টিই বলে দিলো, আমি যা ভাবছি, ওরাও তাই ভাবছে।

'ওষুধ! ঐ মদের বোতলটায় ওষুধ দেয়া ছিলো।'

'ডাক্তার ডাকেননি এখনো?' উদ্বেগের সাথে প্রশ্ন করলাম আমি।

'না,' জবাব দিলেন কর্ণেল। 'কোনো ডাক্তারই এখন আর ওঁকে অভিষেকে যোগ দেয়ার মতো সুস্থ করে তুলতে পারবে না। আমার ধারণা সন্ধ্যার আগে ওঁর ঘুমই ভাঙবে না।'

'সেক্ষেত্রে এক্ষুণি একটা সংবাদ পাঠানো উচিত না রাজধানীতে? রাজা অসুস্থ একথা জানিয়ে...।'

'অসুস্থ! আপনি ভাবছেন ওরা বিশ্বাস করবে সেকথা? আগেও বহুবার এমন "অসুস্থ" হয়েছেন রাজা। সবাই জানে, রাজার অসুস্থ হওয়া মানে বদ্ধ মাতাল হওয়া।'

'তাহলে? রাজার এ অবস্থায় অভিষেক হবে কি করে?'

'অভিষেক হতেই হবে।' বললেন কর্ণেল। 'আগে অনেকবার তারিখ বদলানো হয়েছে, এবার আর সম্ভব নয়। আবার তারিখ বদলানোর কথা বললে দেশের নাইট, ব্যারনরা ব্ল্যাক মাইকেলকেই রাজা বানিয়ে দেবে।'

'তা কি করে সম্ভব? বড় ভাই জীবিত থাকতে ছোট ভাই রাজা হয় কি করে?'

'ব্ল্যাক মাইকেলের চালটা তো ওখানেই। আগে যতবার তারিখ ঠিক হয়েছে প্রতিবারই কোনো না কোনো উপায়ে ও রাজাকে লোভের ফাঁদে ফেলে রাজধানী থেকে সরিয়ে দিয়েছে, নয়তো মদ খাইয়ে অসুস্থ করে ফেলেছে। ফলে শেষ মুহূর্তে তারিখ বদলাতে হয়েছে অভিষেকের। এতে করে দেশের মানুষের মনে রাজার সম্পর্কে খারাপ ধারণা হয়েছে। এখন অনেকেই ভাবে, এমন অপদার্থ দায়িত্বজ্ঞানশূন্য লোকের চেয়ে মাইকেলেরই রাজা হওয়া ভালো।'

'আমার তো মনে হয় তারা ঠিকই ভাবে। যে লোক সামান্য মদের লোভ ছাড়তে পারে না সে দেশ চালাবে কি করে?'

'দেখুন, মদের প্রতি একটু আসক্তি আছে এটা ঠিক, কিন্তু আমাদের রাজার কলঙ্কটা ভারি বড়। আর মাইকেল ভয়ানক অত্যাচারী। এমন ক্রুর, স্বার্থপর, ভোগবিলাসী মানুষ খুব কম দেখা যায়। রাজা হওয়ার জন্যে কি না সে করছে! কাল রাতে বোতলটা পাঠিয়েছে কেন? সেই এক কৌশল। ওষুধ মেশানো মদ খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়বেন রাজা, অভিষেকে উপস্থিত হতে পারবেন না। এই সুযোগে

লর্ড-ব্যারনদের আশীর্বাদ নিয়ে রাজা হয়ে যাবে ও। তাছাড়া সেনা বাহিনীর একটা বড় অংশের সমর্থন আছে ওর পেছনে। আবার তারিখ বদলানোর কথা বললে তারা হয়তো বিদ্রোহই করে বসবে। সেক্ষেত্রে মহা মুশকিলে পড়ে যাবো আমরা। রক্তারক্তি কাণ্ড বেধে যাবে দেশে।'

'হ্যাঁ, ঠিক,' বললো ফ্রিৎস। 'আজ যদি রাজা মুকুট পরতে না পারেন, কোনো দিনই পারবেন না।'

'তাহলে? মাইকেলকে ঠেকাবেন কি করে আপনারা? ওর সম্পর্কে যা বললেন, তাতে তো ওকে রাজা হতে দেয়া যায় না।'

'খুব সহজেই ঠেকানো যায়, যদি আপনি একটু সাহায্য করেন,' গূঢ় একটা চাউনি হেনে বললেন স্যাপ্‌ট।

'আমি! আমি কি সাহায্য করতে পারি?'

'রাজার বদলে আপনি যাবেন রাজধানীতে।'

'সে-তো আমি এমনিতেই যাবো। অভিষেক দেখতে হলে তো স্ট্রেলসাউ-এ যেতেই হবে। কিন্তু তাতে আপনাদের সমস্যার সমাধান হচ্ছে কি করে?'

'সহজ। আপনি আমাদের সঙ্গে যাবেন। রাজার বদলে আপনার অভিষেক হবে।'

'আমার!?'

'হ্যাঁ, আপনার। তাতে অসুবিধা কোথায়? হুবহু রাজার মতো দেখতে আপনি।'

'হ্যাঁ, গলার স্বরটা পর্যন্ত প্রায় এক,' ফ্রিৎস বললো। 'কে টের

পাবে কাকে মুকুট পরানো হলো?'

'কেউ না কেউ হয়তো পাবে। তখন তো আমি বিপদে পড়ে যাবো।'

'বিপদের আশঙ্কা একেবারে নেই তা অবশ্য হলফ করে বলতে পারি না,' বললেন কর্ণেল। 'কিন্তু বিপদের ভয়ে চুপ করে বসে থাকলে কি কোনো কাজ করা চলে?'

'প্রাণেরও আশঙ্কা দেখা দিতে পারে।'

'পারে।'

'তাহলে আমি কেন যাবো?'

'আপনি কি ভয় পাচ্ছেন?' তীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন কর্ণেল।

'ভয়—আমি? কি বলতে চান আপনি?'

'রেগে যাবেন না, মিস্টার র‍্যাসেনডিল। অনুগ্রহ করে বুঝতে চেষ্টা করুন অবস্থাটা। আমি জানি, এতে বিপদের আশংকা আছে। কেউ যদি টের পায় আপনি আসল রাজা নন, হয়তো খুনই করে ফেলবে ওরা আপনাকে—ফ্রিৎস আর আমার পরিণতিও তাই হবে। কিন্তু একবার ভাবুন, রাজার জায়গায় আপনি না গেলে কি হবে। ব্ল্যাক মাইকেল সিংহাসনে বসবে। দেশের মানুষের দুর্দশার সীমা থাকবে না। তাছাড়া সিংহাসনে বসেই ও রাজাকে হয় খুন করবে নয়তো কারাগারে পাঠিয়ে দেবে···।'

'একমাত্র আপনিই পারেন ওঁকে বাঁচাতে,' ফ্রিৎস বললো।

স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে রইলাম আমি। কি করবো কিছু ঠিক করতে পারছি না। মেঝেতে পড়ে থাকা অচেতন দেহটার দিকে একবার তাকালাম। তারপর মুখ তুলে চাইলাম কর্ণেল স্যাপ্‌ট আর ফ্রিৎস-

এর দিকে। দু'জনেরই চোখে মিনতি।

'ঠিক আছে,' অবশেষে বললাম আমি। 'আমি যাবো।'

পাঁচ

সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতির সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে নিয়ে নিলেন কর্ণেল স্যাপ্ট। জোসেফকে ডেকে আমার দাড়ি কামিয়ে দিতে বললেন।

অবিলম্বে কাজে লেগে গেল জোসেফ। ফ্রিৎস বসে বসে দেখতে লাগলো। ওর চেহারা থেকে অসুস্থ ভাবটা এখনো যায়নি। বরং একটু চেপে বসেছে। অসুস্থতার সাথে নতুন উপসর্গ যোগ হয়েছে দুশ্চিন্তা···পারবো তো আমি রাজার ভূমিকায় উৎরে যেতে?

দাড়ি কামানো শেষ হতে স্বস্তির একটা নিশ্বাস ফেললো সে। মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। বললো, 'নাহ্। শেষ পর্যন্ত সব ঠিক-ঠাক মতো চলবে বলেই মনে হচ্ছে।'

রাজার শাদা পোশাক পরতে হলো আমাকে। কোমরে ঝোলাতে হলো তলোয়ার ও রিভলভার। রিভলভারটা খাপের ভেতর ভরার সময় মনে হলো, 'আজ দিন শেষ হওয়ার আগেই বোধ হয় এটা কাজে লাগবে।'

আমার পোশাক পরা শেষ হতেই আরেকটু উজ্জ্বল হলো ফ্রিৎস-

ওর মুখ।

'কোনো তফাৎ নেই,' বললো সে। 'কেউ কিছু টের পাবে না।'

কর্ণেল স্যাপ্ট আর জোসেফ ধরাধরি করে অচেতন রাজার দেহটা নিয়ে গেলেন একটা তলকুঠুরিতে। কয়েকটা মদের পিপের আড়ালে কিছু খড় বিছিয়ে শুইয়ে রাখলেন।

'ভালো মতো পাহারা দাও,' জোসেফকে নির্দেশ দিলেন স্যাপ্ট। 'নিজের জীবন দিয়ে হলেও ওঁকে রক্ষা করবে।'

বিশ্বস্ত ভৃত্য ঘাড় কাত করে জানালো, সে নির্দেশ পালন করবে।

'বুড়ির কি করবো?' জিজ্ঞেস করলো ফ্রিৎস। 'আমরা কি করতে যাচ্ছি ও জেনে গেছে নিশ্চয়ই!'

বুড়ি অর্থাৎ আমাদের খাবার তৈরি করেছিলো যে মহিলা সে। জোসেফ ছাড়া আর একমাত্র সে-ই আছে এ বাড়িতে।

'ওর ভার আমার ওপর ছেড়ে দাও,' বললেন কর্ণেল। তারপর বুড়িকে ডেকে নিয়ে গেলেন অন্য একটা তল কুঠুরিতে। একটা চেয়ারে বসিয়ে ভালো করে হাত পা বাঁধলেন চেয়ারের হাতল আর পায়ার সাথে। যাতে চিৎকার করতে না পারে সেজন্যে মুখ বেঁধে দিলেন রুমাল দিয়ে।

এর পর ফ্রিৎস আর স্যাপ্ট তাঁদের সামরিক উর্দি চড়ালেন গায়ে। ফ্রিৎস-এর মুখটা এখনও ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে। আমরা রওনা হওয়ার আগে ও যখন সিগারেট ধরালো, খেয়াল করলাম ওর হাত কাঁপছে। আমরা সবাই মিলে যে মদ খেয়েছিলাম তাতেও ব্ল্যাক মাইকেল কোনো কৌশলে ওষুধ মিশিয়ে দিয়েছিলো কিনা কে জানে?

যাহোক, শেষ পর্যন্ত আমরা তৈরি হতে পারলাম রওনা হওয়ার জন্যে। বুড়ো জোসেফ আমাদের ঘোড়া নিয়ে এলো। রাজার তেজী শাদা ঘোড়াটা দেয়া হলো আমাকে। এমন চমৎকার ঘোড়ায় এর আগে কখনো চড়িনি আমি।

লাফ দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে বসলাম আমরা। জোসেফকে আরেকবার স্মরণ করিয়ে দিলেন কর্ণেল, 'ঠিক মতো পাহারা দিও, জোসেফ। তোমার জিম্মায় রেখে গেলাম রাজাকে।'

আর এক মুহূর্ত দেরি না করে বনের ভেতর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলাম আমরা তিন জন। এ-মুহূর্তে আমাদের গন্তব্য, রেল স্টেশন। ওখান থেকে স্ট্রেলসাউ-এর ট্রেন ধরবো আমরা।

পথে কর্ণেল স্যাপ্ট আমাকে শিখিয়ে পড়িয়ে নিতে লাগলেন, কি ভাবে রাজার মতো আচরণ করতে হবে, অভিষেকের সময় কখন কি করতে হবে, রাজপুরুষদের কার সাথে কেমন ব্যবহার করতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য দিলেন তিনি আমাকে। রাজার বন্ধু ও শত্রুদের নাম বললেন এক এক করে। রাজার পছন্দ-অপছন্দ সম্পর্কে বললেন। রাজদরবারের ও অভিষেকের নিয়ম-কানুন সম্পর্কে জানালেন। শেষে যোগ করলেন, 'মোটেই দুশ্চিন্তা করবেন না, আমি সব সময় আপনার পাশে পাশেই থাকবো। কোনো ভুলচুকের সম্ভাবনা দেখলে শুধরে দেবো।'

ফ্রিৎস নিরব। এখনো সে খুব একটা ভালো বোধ করছে না। মুখের ফ্যাকাসে ভাবটা কমেছে, তবে একেবারে যায়নি। স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো ঘোড়া চালিয়ে চলেছে সে।

বন পেরিয়ে লোকালয়ে এলাম আমরা। তারপর স্টেশনে। রাজার

ব্যবহারের জন্যে বিশেষ একটা ট্রেন তৈরি ছিলো। আমি, কর্নেল আর ফ্রিৎস উঠে পড়লাম সেটায়। ঘোড়াগুলোকে তুলে নেয়া হলো পেছনের একটা গাড়িতে। দরজার কাছে গিয়ে গার্ডকে কিছু নির্দেশ দিলেন স্যাপ্‌ট। ট্রেন ছেড়ে দিলো।

পকেট থেকে ঘড়ি বের করে দেখলাম, আটটা বাজে। ঘড়িটা আবার পকেটে ঢুকিয়ে রাখতে গিয়ে মনে পড়লো, ওটা আমার নয়, রাজার। তারপরই মনে হলো, এখন কি করছেন রাজা? তেমনি অচেতন হয়ে পড়ে আছেন, না জ্ঞান ফিরেছে? জ্ঞান ফিরে এলে কি করবেন উনি? জোসেফকে নিয়ে ছুটবেন স্ট্রেলসাউ-এর দিকে? জ্ঞান ফিরে পেয়েই এতটা পরিশ্রম কি তিনি করতে পারবেন? ধরা যাক পারবেন, এবং কোনো না কোনো উপায়ে তিনি স্ট্রেলসাউ-এ পৌছুলেন। তারপর দেখলেন, তাঁর বদলে তাঁর মতই দেখতে এক-জনকে রাজা হিশেবে অভিষিক্ত করা হয়েছে। তখন?

আর কিছু ভাবতে পারলাম না আমি। তাড়াতাড়ি কর্নেল স্যাপ্‌-টকে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম,

'আচ্ছা, এর মধ্যে যদি ব্ল্যাক মাইকেল ওর লজ-এ ফিরে এসে রাজাকে দেখে? ও হয়তো…।'

'পৃথিবীতে কত কিছুই তো ঘটতে পারে,' আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন স্যাপ্‌ট, 'তা নিয়ে অত ভাবলে চলে? এ-মুহূর্তে আপনার একমাত্র ভাবনা নিখুঁতভাবে রাজার ভূমিকায় অভিনয় করা। সেটুকু হলেই চলবে।'

ঠিকই বলেছেন কর্নেল। অত ভেবে চিন্তে কোনো কাজ করা চলে না। ফ্রিৎস-এর দিকে তাকালাম। এখনো তেমনি আছে ও। বাতাস

লাগা পাতার মতো কাঁপছে। ও কি ভয় পাচ্ছে?

স্ট্রেলসাউ-এর কাছাকাছি এসে গেছে ট্রেন। বিরাট শহরটার চূড়া এবং দোতলা, তিনতলা বাড়িগুলো দেখতে পাচ্ছি জানালা দিয়ে। কেমন একটু দুরু দুরু করে উঠলো আমার বুকের ভেতর।

'আপনার রাজধানী, মহানুভব,' স্যাপ্‌ট বললেন।

একটু পরেই স্ট্রেলসাউ স্টেশনে থামলো ট্রেন। ফ্রিৎস এবং স্যাপ্‌ট নেমে গেলেন। বিনীত ভঙ্গিতে দরজা মেলে ধরে দাঁড়িয়ে রইলেন।

লম্বা করে একটা শ্বাস টানলাম আমি। কাঁধদুটো সামান্য ঝাঁকিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালাম। তারপর সত্যি সত্যিই রাজসিক চালে নেমে এলাম ট্রেন থেকে।

আমার পা প্লাটফর্ম স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে বাদক দল সামরিক সুরে বাজনা বাজাতে শুরু করলো। নগরীর প্রতিটি গির্জার চূড়ায় ঘন্টা বাজতে লাগলো সুমধুর সুরে। এক পাশে কর্নেল স্যাপ্‌ট অন্য পাশে ফ্রিৎসকে নিয়ে ধীর পায়ে এগিয়ে চললাম আমি স্টেশনের ফটকের দিকে। হর্ষোৎফুল্ল জনতা চিৎকার করে উঠলো:

'ঈশ্বর রাজার মঙ্গল করুন!'

'রাজা দীর্ঘজীবী হোন!'

'রাজা রুডল্ফ দীর্ঘজীবী হোন!'

'দুই রাজাই দীর্ঘজীবী হোন!' আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিস ফিস করে বললেন কর্নেল।

তিল ধারণের স্থান সেই স্টেশনে। রাজাকে অভিনন্দন জানাতে

আসা মানুষজনে গিজ গিজ করছে প্ল্যাটফর্ম। স্টেশনের বাইরেও প্রচণ্ড ভীড়। সবাই এক নজর দেখতে চায় রাজাকে। সেজন্যে ঠেলাঠেলিও হচ্ছে একটু। নিরাপত্তা রক্ষীরা যথাসম্ভব শান্তভাবে চেষ্টা করছে তাদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে।

আমি এগিয়ে চলেছি। রক্ষীরা জনতাকে দু'পাশে ঠেলে সরিয়ে পথ করে দিচ্ছে। ফটকের কাছে পৌঁছে দেখলাম সর্বোচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তারা অপেক্ষা করছেন আমাকে স্বাগত জানানোর জন্যে। তাঁদের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন দীর্ঘদেহী বয়স্ক এক মানুষ। সামরিক পোশাক তাঁর পরনে।

'মার্শাল স্ট্র্যাকেঞ্জ,' স্যাপ্‌ট ফিস ফিসিয়ে আমার কানে কানে বললেন। 'রুরিতানিয়া সেনাবাহিনীর প্রধান।'

মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানালাম আমি মার্শালকে, করমর্দন করলাম।

এর পর এক এক করে মন্ত্রী পরিষদের সদস্যরা অভিবাদন জানালেন আমাকে। সবার সাথে আমি করমর্দন করলাম। একটু একটু করে আত্মবিশ্বাস ফিরে পেতে শুরু করেছি আমি। কারো মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ জাগেনি। সবাই ভাবছে আমিই রাজা। কিছুক্ষণ পর আমারও মনে হতে লাগলো, সত্যি সত্যি আমিই রাজা!

স্টেশন-ফটকের বাইরে রাজা, মার্শাল, স্যাপ্‌ট এবং ফ্রিৎস-এর জন্যে ঘোড়া প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে। আমরা চড়ে বসলাম। মন্ত্রী পরিষদের সদস্য এবং উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তারা তাঁদের নিজের নিজের গাড়িতে করে আমাদের পেছন পেছন আসতে লাগলেন।

শুরু হলো অভিষেক-শোভাযাত্রা। রাজধানীর প্রধান প্রধান

রাজপথ পরিক্রমণ করে ক্যাথেড্রালে গিয়ে শেষ হবে এই মিছিল। সেখানেই হবে অভিষেক অনুষ্ঠান। সামরিক বাদকদল উৎসবের বাজনা বাজাতে বাজাতে আসছে পেছন পেছন। গির্জার ঘণ্টাগুলো এখনো বাজছে, সেই মধুর সুরে। হর্ষোৎফুল্ল জনতাও চিৎকার করতে করতে আসছে মিছিলের পেছন পেছন। এরা কল্পনা করতে পারছে না রুডল্‌ফ র‍্যাসেনডিল নামে এক বিদেশীকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে রাজা পঞ্চম রুডল্‌ফ হিশেবে অভিষিক্ত করার জন্যে।

ছয়

ছটো অংশ স্ট্রেলসাউ নগরীর। পুরনো, প্রায় প্রাচীন অংশের নাম 'পুরনো শহর,' আর নতুন অংশের নাম 'নতুন শহর'।

পুরনো শহরের সব কিছু পুরনো ধাঁচের। বাড়িঘর, রাস্তাঘাট, গির্জা সব। নোংরা সরু রাস্তাগুলোর ছ'পাশে প্রাচীন আমলের বাড়ি-ঘর। কবে যে তৈরি হয়েছিলো তা বোধহয় এগুলোর বাসিন্দারাও বলতে পারবে না। স্ট্রেলসাউ-এর সবচেয়ে দরিদ্র মানুষগুলো পুরনো শহরে বাস করে।

পুরনো শহরকে ঘিরে উঁচু ভূমির ওপর গড়ে উঠেছে নতুন শহর। এখানকার রাস্তাঘাট প্রশস্ত ; বাড়িঘরগুলো আধুনিক, ঝকঝকে। অপেক্ষাকৃত ধনশালী লোকেদের বাস। পুরনো শহরকে যদি আঁধারের রাজত্ব বলা হয় নতুন শহরকে বলতে হবে আলোর। পুরনো শহর যদি রাত হয় নতুন শহর দিন।

রুডল্ফকে রাজা হিশেবে চায় নতুন শহর। পুরনো শহর চায় অন্যরকম। পুরনো শহরের প্রায় সবাই ডিউক মাইকেলকে চায় রাজা হিশেবে। এর প্রধান কারণ, তাদের এলাকায় নানা রকম সংস্কারের

প্রতিশ্রুতি দিয়েছে ডিউক।

নতুন শহরের প্রধান সড়ক ধরে এগিয়ে চলেছে অভিষেক শোভাযাত্রা। অপূর্ব একদৃশ্য। ঘন্টাধ্বনি চলছে এখনো। বাজনা বাজছে। মিছিলে যারা যোগ দিয়েছে, আর রাস্তার ছ'পাশে দাঁড়িয়ে যারা দেখছে—সবাই খুশি। হাসছে আর চিৎকার করছে। নানা রকম ধ্বনি দিচ্ছে ; রাজার দীর্ঘ জীবন, সুখ, সমৃদ্ধি কামনা করছে। প্রতিটি জানালা এবং রাস্তার দিকের ঝুল বারান্দায় ভীড় করে আছে মানুষ। সুন্দরী রমণীরা সুন্দর পোশাকে সজ্জিত। রংবেরঙের ছোট ছোট পতাকা শিশুদের হাতে। সেগুলো নাড়ছে তারা অশ্বারোহী রাজার দিকে তাকিয়ে। অনেকে গোলাপ ছুঁড়ে দিচ্ছে রাজার দিকে। বৃষ্টির মতো ঝরছে ফুলের পাপড়ি। হঠাৎ একটা গোলাপকে ছুটে যেতে দেখলাম আমার চোখের সামনে দিয়ে। দ্রুত হাত বাড়িয়ে আমি সেটা লুফে নিলাম। গুঁজে রাখলাম আমার রাজকীয় পোশাকের একটা বোতাম ঘাটে।

ছরন্ত উল্লাসে ফেটে পড়লো জনতা। 'মহান রাজা দীর্ঘজীবী হোন!'

আমার আত্মবিশ্বাস আরো বেড়েছে। চারপাশের এরা সবাই আমার বন্ধু—অন্তত শত্রু নয়। রাজা হিশেবে চায় আমাকে। সিংহের মতো দৃঢ়চেতা লাগছে আমাকে আমার নিজের কাছেই। মনে হচ্ছে, সত্যি আমিই যেন রাজা।

হঠাৎ একটা ঝুলবারান্দার দিকে চোখ পড়লো আমার। চমকে উঠলাম। প্যারিস থেকে যার সাথে এক ট্রেনে এসেছি সেই আঁতোয়ানেত ছ মবাঁ দাঁড়িয়ে আছে রেলিং-এ ভর দিয়ে। ছরু ছরু শব্দটা

আবার শুনতে পেলাম বুকের ভেতর। চিনে ফেললো নাকি আমাকে? এখনি কি চিৎকার করে উঠবে ; 'ও রাজা নয়!' নিজের অজান্তেই হাতটা আমার চলে গেল রিভলভারের কাছে। স্থির চোখে তাকিয়ে আছি আমি মহিলার দিকে। কিন্তু না, কিছুই বললো না সে। আর সবার মতো হাসিমুখে দেখতে লাগলো আমাকে। ঝুল বারান্দাটা পার হয়ে এগিয়ে গেল মিছিল। স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম আমি। একটা ফাঁড়া কাটলো।

পুরনো শহরের কাছাকাছি পৌঁছুতেই তীক্ষ্ণ কণ্ঠে একটা আদেশ করলেন মার্শাল। অমনি কয়েকজন অশ্বারোহী রক্ষী এগিয়ে এলো আমার কাছাকাছি। পদাতিক রক্ষীরা একটু তটস্থ হয়ে উঠলো। রাস্তার দু'পাশে দাঁড়ানো মানুষদের ঠেলে সরিয়ে দিতে লাগলো।

আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল, ঝামেলা হতে পারে বলে ভাবছেন মার্শাল। পুরনো শহরের লোকেরা রুডলফকে চায় না রাজা হিশেবে। সুতরাং এই সুযোগে কেউ যদি তাঁকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে, আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। তাই মার্শাল স্ট্র্যাকেঞ্জ পাহারায় কড়াকড়ি করে চাইছেন আমাকে আগলে রাখতে।

কিন্তু ব্যাপারটা পছন্দ হলো না আমার। অহঙ্কারে ঘা দিলো। মনে হলো, জনসাধারণকে বুঝতে দেয়া উচিত, তাদের রাজা কাপুরুষ নয়, বিরোধীদের ভয় পায় না।

'মার্শাল,' আমি বললাম, 'সামনের রক্ষীদের এগিয়ে যেতে বলুন। ওদের সাথে আমার দূরত্ব কম পক্ষে যেন পঞ্চাশ গজ হয়। আর আপনি এবং অন্যরাও দাঁড়িয়ে পড়ুন। আমি পঞ্চাশ গজ এগিয়ে

যাওয়ার পর আবার রওনা হবেন। আমি একা এগিয়ে যাবো। আমি আমার জনগণকে দেখাতে চাই, তাদের রাজার পরিপূর্ণ আস্থা আছে তাদের ওপর।'

মার্শাল আপত্তি জানানোর চেষ্টা করলেন।

আমি বললাম—দৃঢ় কণ্ঠে বললাম, 'এটা আমার নির্দেশ, মার্শাল!'

মনে হলো একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছেন তিনি। তবু বিনাবাক্যব্যয়ে নির্দেশ পালন করলেন।

আমি একা এগিয়ে চললাম। পঞ্চাশ গজ সামনে রক্ষীরা, পঞ্চাশ গজ পেছনে বাকি মিছিল, মাঝখানে আমি একা।

স্বাভাবিক ছন্দে পুরনো শহরে ঢুকলো শোভাযাত্রা। কোনো হর্ষধ্বনি শোনা গেল না। এ এলাকার জনসাধারণ যেন প্রতিজ্ঞা করেছে, যে করেই হোক বুঝিয়ে দেবে তারা রুডলফকে চায় না, চায় ডিউক মাইকেলকে। প্রায় প্রতিটি বাড়ির জানালায় ডিউকের ছবি ঝুলছে। ওর প্রতীক আঁকা পতাকা উড়ছে অনেক বাড়ির শীর্ষে। অনেককেই দেখলাম ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। কিন্তু আমি দমলাম না। মুখের ভাবেও কোনো রকম পরিবর্তন হলো না। যেমন চলছিলাম তেমনি ঘোড়ার পিঠে ঋজু হয়ে বসে এগিয়ে চললাম। আমি জানি রাজার শাদা পোশাক পরা চমৎকার শাদা ঘোড়াটার পিঠে আমাকে কেমন দেখাচ্ছে।

বেশ কয়েক মিনিট একটা শব্দও হলো না রাস্তার দু'পাশে। তারপর হঠাৎ এক জায়গায় দাঁড়ানো কয়েক জন মানুষ দু'হাত ওপরে ছুঁড়ে চিৎকার করে উঠলো :

'রাজা দীর্ঘজীবী হোন!'

ব্যস, আবার সব চুপ।

একটু পরে আবার এক জায়গায় এক গুচ্ছ লোক একই ভঙ্গিতে চিৎকার করে উঠলো :

'রাজা রুডল্ফ দীর্ঘজীবী হোন!'

তারপর আরেক দল লোক, তারপর আরেক দল। ধীরে ধীরে হাসি ফুটে উঠলো আমার মুখে। হাসি ফুটে উঠতে শুরু করেছে পুরনো শহরের জনতার মুখেও। অনেকে জানালার কাছ থেকে সরিয়ে নিলো ডিউকের ছবি।

এরপর আমি যত এগিয়ে চললাম হর্ষোৎফুল্ল জনতার জয়ধ্বনি তত বাড়তে লাগলো।

ক্যাথেড্রালের সামনে গিয়ে থামলো অভিষেক শোভাযাত্রা। সুবিশাল গাম্ভীর্যপূর্ণ পবিত্র দালানটায় প্রবেশ করলাম আমি। তার-পর, এই প্রথমবারের মতো অনুধাবন করলাম, আমি কি করছি। অত্যন্ত নীচ প্রবঞ্চক মনে হলো নিজেকে। কিন্তু এছাড়া উপায় কি? অন্তত রাজার স্বার্থে এই প্রবঞ্চনা চালিয়ে যেতে হবে আমাকে।

ক্যাথেড্রালে কি ঘটলো তা ভালো বলতে পারবো না। কেমন যেন একটা ঘোরের ভেতর রয়েছি আমি। মন চলে গেছে অন্য জায়-গায়—আসল রাজার কাছে। দুটো মুখের কথা কেবল মনে আছে। একটা অপূর্ব সুন্দরী এক মেয়ের, আমার মতোই লাল, আগুনের মতো চুল তার। অন্যটা ক্রুর চেহারার এক পুরুষের। ঘন, কালো চুল তার মাথায় কোটরের ভেতর ঢুকে যাওয়া কালো চোখ; দেখ-

লেই মনে হয় কিছু একটা বদ মতলব আঁটছে। তীব্র বিদ্বেষ নিয়ে তাকিয়ে আছে আমার দিকে।

আমি কিছু বুঝে ওঠার আগেই শেষ হয়ে গেল অভিষেক অনুষ্ঠান। আনুষঙ্গিক ক্রিয়াকর্ম শেষে কখন যে মুকুটটা পরিয়ে দেয়া হয়েছে আমার মাথায় টেরই পাইনি। অভিষেকের পর প্রথমেই রাজকুমারী ফ্ল্যাভিয়া এগিয়ে এলো আমার সামনে। সেই অপরূপা মেয়েটাই ফ্ল্যাভিয়া! কি আশ্চর্য শান্ত দুটো চোখ! কি অপূর্ব সম্মোহনী দৃষ্টি! মৃদু হেসে আমাকে অভিনন্দন জানালো সে।

এরপর এগিয়ে এলো ডিউক মাইকেল, সেই ক্রুর চেহারার কালো চুলওয়ালা লোকটা! সে-ও অভিনন্দন জানালো বটে, তবে কণ্ঠস্বর শুনে বুঝতে অসুবিধা হলো না কি ভীষণ ঘৃণা সে করে আমাকে—রাজা রুডল্ফকে। যাহোক মৃদু হেসে আমি ওর অভিনন্দনের জবাব দিলাম। তারপর একে একে এলো উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীরা। কেউ ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করতে পারলো না আমি আসল নই, নকল রাজা।

সবার অভিনন্দন এবং আনুগত্য জানানো শেষ হলো। ক্যাথেড্রাল থেকে রাজকীয় প্রাসাদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম আমরা। অদ্ভুত সুন্দর একটা ঘোড়ায় টানা গাড়িতে বসেছি আমি। পাশে রাজকন্যা ফ্ল্যাভিয়া। ক্যাথেড্রালের বাইরে হর্ষোৎফুল্ল জনতা। রাজা রুডল্ফের জয়ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত। বহু কষ্টে প্রহরীদের বেষ্টনী ডিঙিয়ে আমার গাড়ির কাছে এগিয়ে এলো দুই লোক।

'বিয়েটা কখন?' চেঁচিয়ে প্রশ্ন করলো একজন।

সে থামতে না থামতেই অন্যজন চেঁচিয়ে উঠলো, 'হ্যাঁ, কখন?'

এর মাঝে একটা চিৎকার শুনলাম, 'ডিউক মাইকেল দীর্ঘজীবী ...! বাকিটুকু চাপা পড়ে গেল রুডল্ফের জয়ধ্বনির নিচে। চলতে শুরু করলো গাড়ি।

ভীষণ বিব্রত লাগছে আমার। পাশে বসা মেয়েটির দিকে তাকানোর সাহস হচ্ছে না। বিয়ে! এত তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গটা উঠবে ভাবিনি। কর্নেল স্যাপ্‌ট বলেছিলেন বটে, রাজার সঙ্গে বিয়ে হবে রাজকুমারী ফ্ল্যাভিয়ার; অনেকদিন ধরে নাকি কথা পাকাপাকি হয়ে আছে। কিন্তু রাজা মেয়েটাকে ভালোবাসেন কিনা তা বলেননি কর্নেল। অভিষেকের কতদিন পরে বিয়ে হবে তা-ও বলেননি। এখন আমি কি করবো? কেমন আচরণ করবো ফ্ল্যাভিয়ার সাথে? বিয়েটা কি রাজার নিছক একটা রাজকীয় কর্তব্য, না হৃদয় ঘটিত ব্যাপার জড়িত আছে এর সাথে?

এসব প্রশ্নের কোনোটারই জবাব জানা নেই আমার। তাই চুপ করে থাকাই সঙ্গত মনে হলো। হঠাৎ নীরবতা ভাঙলো রাজকুমারী।

'রুডল্ফ, কি হয়েছে?' জিজ্ঞেস করলো সে। 'আজ তোমাকে কেমন যেন অন্যরকম লাগছে।'

প্রশ্নটা শুনে চমকে উঠলাম আমি। মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে উঠতে চাইলো। অনেক কষ্টে আত্মসংবরণ করলাম! বললাম, 'অন্যরকম! মানে?'

'মানে—মানে, আমি জানি না—তোমাকে অন্যরকম লাগছে এটুকু বুঝতে পারছি। একটু যেন রোগা দেখাচ্ছে। আর—আর—জানি না, ঐ তো বললাম, অন্য রকম—তুমি যেন সেই রুডল্ফ নও—'

ইতিমধ্যে সামলে নিয়েছি আমি। বুঝতে পারছি, এখন যদি বেফাঁস কিছু বলে বসি সব ভেস্তে যাবে। অত্যন্ত সতর্কতার সাথে ভেবে চিন্তে বললাম,

'আগে যেমন ছিলাম তার চেয়ে ভালো না খারাপ মনে হচ্ছে?'

'ওহ্, ভালো, অবশ্যই ভালো! অনেক বেশি গাম্ভীর্য এসেছে তোমার ভেতর।'

'তাতে কি তুমি—তোমার খুশি লাগছে?'

'তুমি ভালো করেই জানো, লাগছে। আগে কতবার বলেছি তোমার চরিত্রের হাল্‌কা দিকটাকে একটু সংযত করো!'

'ফ্ল্যাভিয়া,' কোমল গলায় আমি বললাম, 'আর কখনো তোমার অপছন্দের কাজ করবো না। এখন থেকে আমি সব সময় চেষ্টা করবো তোমাকে সুখী করতে।'

অদ্ভুত এক উজ্জ্বলতায় ছেয়ে গেল ফ্ল্যাভিয়ার মুখ। গাল দুটো সামান্য লাল হলো। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে আবার বললো, 'ব্ল্যাক মাইকেলের মুখটা দেখেছিলে অভিষেকের সময়? আমি তো ভয়ে ভয়ে ছিলাম, বিচ্ছিরি একটা কাণ্ড বুঝি করেই বসলো।'

'বেচারা!' বললাম আমি। 'রাজা হওয়ার খুব শখ ছিলো ওর।'

'তোমার কিন্তু সাবধানে থাকা উচিত।'

'আমি সব সময় সাবধানেই থাকি।'

'তা জানি। তবু আরেকটু সতর্ক হওয়া উচিত তোমার।'

'বেশ, তুমি যখন বলছো, হবো,' মৃদু হেসে বললাম আমি।

ইতিমধ্যে প্রাসাদের কাছে পৌঁছে গেছে গাড়ি। প্রাসাদ ফটকের বাইরে সমবেত জনতার উৎফুল্ল চিৎকার শোনা গেল।

'রাজা দীর্ঘজীবী হোন!'

'রাজকুমারী ফ্ল্যাভিয়া দীর্ঘজীবী হোন!'

পরপর কয়েকবার কামান দেগে রাজা ও ভাবী রানীকে প্রাসাদে স্বাগত জানানো হলো। একটু পরেই সিংহ দরজা পেরিয়ে প্রাঙ্গণে প্রবেশ করলো গাড়ি। দু'পাশে বাগান মাঝখানে সরু পাথর বাঁধানো পথ। সোজা চলে গেছে মূল প্রাসাদ ভবন পর্যন্ত। গাড়ি-বারান্দায় গিয়ে থামলো গাড়ি। প্রহরী দরজা মেলে ধরলো।

প্রথমে আমি নামলাম গাড়ি থেকে। তারপর হাত ধরে নামালাম ফ্ল্যাভিয়াকে। সুপ্রশস্ত সিঁড়ি টপকে সোজা গিয়ে ঢুকলাম খাবার ঘরে। আমাদের পেছন পেছন এলেন গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। দীর্ঘ খাওয়ার টেবিলের মাথায় বসলাম আমি। রাজকুমারী আমার ডান পাশে। ডিউক মাইকেল বাঁ পাশে। কর্ণেল স্যাপ্‌ট খেতে বসলেন না। আমার চেয়ারের পেছনে দাঁড়িয়ে রইলেন অনড় মূর্তির মতো।

রাজা পঞ্চম রুডলফ অধিষ্ঠিত হলেন তাঁর পিতার প্রাসাদে।

সাত

খাওয়ার সময়ও সাফল্যের সাথে অভিনয় করলাম আমি। কারো মনেই কোনো রকম সন্দেহের উদ্রেক হলো না।

অভিষেক ভোজ শেষ হতে একে একে বিদায় নিলেন গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। আমি নিজে নিচে নেমে গাড়িতে তুলে দিলাম রাজকুমারীকে। অবশেষে রাজার শোয়ার ঘরে গিয়ে বসলাম আমরা—আমি, কর্ণেল স্যাপ্‌ট আর ফ্রিৎস। ওঁরা দু'জনেই খুব খুশি আমার সাফল্যে। ফ্রিৎস আবার তার আগের অবস্থায় ফিরে গেছে। সম্পূর্ণ সুস্থ, সতেজ।

'ব্ল্যাক মাইকেলের চেহারাটা দেখেছিলেন?' ফ্রিৎস বললো। 'আপনি যখন রাজকুমারীর সাথে হেসে হেসে কথা বলছিলেন, পারলে খেয়ে ফেলতো আপনাকে।'

'হুঁ', আমি হলেও বোধহয় অমনই করতাম,' একটা হাই তুলে বললাম আমি। 'সত্যিই সুন্দরী বটে তোমাদের এই রাজকুমারী।'

আলাপটা আর এগোতে দিলেন না স্যাপ্‌ট।

'উঠুন উঠুন,' বললেন তিনি। 'রওনা হওয়ার জন্যে তৈরি হতে হবে আপনাকে।'

সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়লাম আমি। পরিকল্পনা অনুযায়ী অভিষেকের পরপরই আমার আর কর্ণেলের ফিরে যাওয়ার কথা ব্লাক মাইকেলের হান্টিং লজ-এ। ওখান থেকে রাজাকে সঙ্গে করে প্রাসাদে ফিরে আসবেন স্যাপ্‌ট, আর আমি চলে যাবো রুরিতানিয়া ছেড়ে। অভিষেক শেষ, ভোজও শেষ। এবার রওনা হতে হবে। আজ মাঝরাতের আগেই আবার আমি রুডল্‌ফ র‍্যাসেনডিল হয়ে যাবো।

'আশা করি ওদিকে সব ঠিকঠাক মতো আছে,' রাজার পোশাক বদলে নতুন কাপড় পরতে পরতে আমি বললাম। 'সারাদিন যা দুশ্চিন্তায় কেটেছে কি বলবো।'

'আমারও। কিছুতেই নিশ্চিন্ত হতে পারছি না,' বললেন স্যাপ্‌ট। 'জেনডা থেকে কি একটা সংবাদ যেন এসেছে ব্লাক মাইকেলের কাছে। খাওয়া দাওয়ার পর আপনি যখন সবাইকে বিদায় দিচ্ছিলেন তখন। ওর এক বিশ্বস্ত অনুচর গোপনে একটা চিঠি দিয়েছে ওর হাতে।'

'তাই নাকি! আমি তো কিছু খেয়াল করিনি।'

'আপনি ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারেনি।' থামলেন স্যাপ্‌ট। তারপর যোগ করলেন, 'আমার মনে হচ্ছে, জেনডায় কিছু ঘটেছে। একটু আগে খবর পেলাম, মাইকেল নাকি এক্ষুণি জেনডার পথে রওনা হচ্ছে।'

'মাইকেল জেনডার পথে রওনা হচ্ছে! তাহলে তো আর এক মুহূর্ত দেরি করা উচিত নয়। চলুন, আমি তৈরি।'

ফ্রিৎসকে রাজার ঘরে রেখে বেরিয়ে এলাম আমি আর কর্ণেল স্যাপ্‌ট। আসল রাজাকে নিয়ে যতক্ষণ না ফিরছেন কর্ণেল ততক্ষণ ওখানেই থাকবে ও। কেউ রাজার সাথে দেখা করতে এলে বলবে,

রাজা ক্লান্ত, ঘুমিয়ে আছেন।

'কাল সকালে ন'টার আগে যেন কেউ ঢুকতে না পারে এই কামরায়,' শেষবারের মতো ফ্রিৎসকে সতর্ক করলেন স্যাপ্‌ট। 'কেউ না। এমন কি ব্লাক মাইকেলও যদি আসে ঢুকতে দেবে না।'

'আমার ওপর নির্ভর করতে পারেন, কর্ণেল।'

রওনা হলাম আমরা। আমার গায়ে সাধারণ সৈনিকের পোশাক। চ্যাপ্টা একটা টুপি ঢেকে রেখেছে আমার লাল চুল। কোটের কলার উঠিয়ে দিয়েছি। মুখের বেশির ভাগই ঢাকা পড়ে গেছে তাতে।

রাজার শয়ন কক্ষের সাথে একটা গুপ্ত দরজা আছে। সেপথেই বেরোলাম আমরা। খাড়া সিঁড়ি নেমে গেছে দরজার গোড়া থেকে মাটির নিচে একটা সুড়ঙ্গ পর্যন্ত। সুড়ঙ্গ ধরে এগোলাম দু'জন। কিছুক্ষণ পর বেরিয়ে এলাম প্রাসাদের পেছনের বাগানে নির্জন এক রাস্তায়। দুটো তেজী ঘোড়া নিয়ে এক লোক দাঁড়িয়ে আছে সেখানে।

আমাদের দেখে কুর্নিশ করলো লোকটা। লাফ দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে বসলাম আমি আর কর্ণেল। প্রাসাদের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলাম স্ট্রেলসাউ-এর নিরিবিলি এক সড়কে। যতটা জোরে ছোটালে পথচারীদের কোনো সন্দেহ হবে না ততটা জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে শহরের বাইরে এলাম। তারপর পূর্ণবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলাম জেনডার দিকে।

সন্ধ্যা নাগাদ প্রায় মাইল পঁচিশেক পথ পেরিয়ে গেলাম আমরা। তারপর ঘোড়া থামিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন স্যাপ্‌ট। আমিও লাগাম টেনে ধরলাম আমার ঘোড়ার। কর্ণেলের পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম।

'শুনুন!' উনি বললেন।

আমি কান খাড়া করতেই শুনতে পেলাম শব্দটা। ঘোড়ার খুরের! নিঃসন্দেহে আমাদের পেছনে আরো কোনো অশ্বারোহী আসছে।

'আরো জোরে!' উদ্বিগ্নকণ্ঠে বললেন স্যাপট। 'আরো জোরে ছুটতে হবে আমাদের!'

বেশ কিছুক্ষণ তুমুল বেগে ছুটলাম আমরা। ঘোড়া ছুটোর কশ বেয়ে ফেনা গড়াচ্ছে। তারপর আবার আচমকা দাঁড়িয়ে পড়লেন স্যাপ্‌ট। ঘোড়া থেকে নেমে কান ঠেকালেন মাটিতে।

'ওরা দু'জন,' বললেন তিনি।

চুপচাপ কয়েক মুহূর্ত ভাবলেন কর্ণেল। তারপর শান্তস্বরে বল-লেন, 'এখানে লুকিয়ে থাকবো আমরা। ওরা আমাদের পেরিয়ে গেলে আবার রওনা হওয়া যাবে।'

'কেন?'

'ওরা কারা, কোথায় যাচ্ছে দেখতে হবে। ঐ সামনে, ওখানে রাস্তা দু'ভাগ হয়ে গেছে। একটা গেছে দুর্গে, অন্যটা মাইকেলের হান্টিং লজ-এ। কোন পথে যায় ওরা দেখা দরকার।'

রাস্তার কাছেই এক জায়গায় দেখলাম ঘন ঝোপের মতো হয়ে জন্মেছে কয়েকটা গাছ। সেটার পেছনে নিয়ে গেলাম আমাদের ঘোড়াগুলোকে। ইতিমধ্যে রাত নেমেছে চরাচরে। চাঁদ উঠেছে। উজ্জ্বল জ্যোৎস্নায় বন পথটাকে রেশমের শাদা ফিতেরমতো লাগছে। নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছি আমরা।

ক্রমশ উঁচুগ্রামে উঠছে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ। একটু পরেই দেখতে পেলাম অশ্বারোহীদের। ঠিকই আন্দাজ করেছিলেন কর্ণেল।

দু'জন। একজন ডিউক মাইকেল স্বয়ং। অন্যজনকে চিনি না আমি। বিশালদেহী এক লোক। এক নজর দেখেই আমার মনে হলো গায়ে প্রচণ্ড শক্তি রাখে লোকটা। পরে জেনেছিলাম ওর নাম ম্যাক্স হফ, ডিউকের বন-রক্ষী জোহানের ভাই। রাস্তা যেখানে বিভক্ত হয়েছে সেখানে ঘোড়া থামালো ওরা।

'আমরা কি আগে লজে যাবো?' ম্যাক্সকে জিজ্ঞেস করতে শুন-লাম।

'না। চিরকুটে বলা হয়েছেঃ সবকিছু ঠিক আছে, সোজা দুর্গে যেতে হবে!'

দুর্গের পথে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলো দুই ঘোড়সওয়ার।

'চিরকুটে বলা হয়েছে সবকিছু ঠিক আছে—এর মানে কি?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'সবকিছু ঠিক আছে—ব্ল্যাক মাইকেলের জন্যে,' উদ্বেগের সাথে বললেন স্যাপ্‌ট। 'নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে রাজার!'

লজ পর্যন্ত শেষ আট মাইল পথ বিদ্যুতের বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে গেলাম আমরা। আশঙ্কায় ঢিপ ঢিপ করছে বুকের ভেতর। সত্যিই কি কিছু হয়েছে রাজার? হলে কি?

ব্ল্যাক মাইকেলের হান্টিং লজ-এ পৌঁছুলাম। ভেতরটা অন্ধকার। কোনো সাড়াশব্দ নেই। আমরা ঘোড়া থেকে নামার পরও জোসেফ বেরিয়ে এলো না। অথচ ঘোড়ার শব্দ পাওয়া মাত্র ওর বেরিয়ে আসা উচিত ছিলো। সকালে এখান থেকে যাওয়ার আগে বলে গিয়েছিলাম, এই সময় নাগাদ আমরা ফিরতে পারি। সুতরাং ওর সতর্ক থাকার কথা।

হঠাৎ মাটিতে পড়ে থাকা কিছু একটার ওপর চোখ পড়লো স্যাপ্‌টের। আমাকে ডাকলেন তিনি। 'দেখুন!'

কর্ণেলের ইশারা অনুসরণ করে তাকালাম আমি। রুমালের কয়েকটা ছেঁড়া টুকরো পড়ে আছে মাটিতে।

'আরে! এগুলো দিয়ে তো বুড়িটাকে বেঁধে রেখে গিয়েছিলাম!' বললেন কর্ণেল।

অজানা এক আশঙ্কায় বুকের ভেতর কেঁপে উঠলো আমার। তাড়াতাড়ি ঘোড়া দুটোকে বেড়ার সাথে বেঁধে বাড়ির ভেতর ছুটে গেলাম আমি আর কর্ণেল। খুঁজে পেতে আমি একটা লণ্ঠন যোগাড় করে জ্বাললাম। তারপর দ্রুত পায়ে নেমে গেলাম তলকুঠুরিতে। প্রথমে বুড়িকে যেটায় বেঁধে রেখে যাওয়া হয়েছিলো সেটায়। দরজা খোলাই দেখলাম। লণ্ঠন উঁচু করে ধরে ভেতরে ঢুকলাম। শূন্য কুঠুরি। বুড়ি নেই।

জোসেফের পাহারায় যে কুঠুরিতে রাজাকে রেখে গিয়েছিলাম সেটার কাছে এলাম এবার। দরজায় তালা মারা, তালাটা পরীক্ষা করার জন্যে লণ্ঠন উঁচু করলাম আমি। হঠাৎ আমার কাঁধ খামচে ধরলেন স্যাপ্‌ট।

'দেখুন!' চিৎকার করে উঠলেন তিনি।

আমি দেখলাম, রক্তের দাগ মেঝেতে। গাঢ় লাল একটা রেখা চলে গেছে বন্ধ দরজা পর্যন্ত। পা দিয়ে ঘষে দেখলাম শুকিয়ে গেছে রক্ত। দেয়ালে ভর দিয়ে দাঁড়ালেন কর্ণেল, যেন সোজা হয়ে দাঁড়ানোর শক্তি তাঁর নেই। জ্বরগ্রস্তের মতো কাঁপছেন থর থরিয়ে। ভয় পেয়েছেন স্যাপ্‌ট। ভয়ানক ভয়। তবে নিজের জন্যে নয়,

রাজার জন্যে।

পকেট থেকে রিভলভার বের করে গুলি করলাম আমি দরজার তালায়। ভেঙে গেল ওটা। ভেতরে ঢুকলাম। রক্তের রেখা ধরে পৌছুলাম এক কোনায়। এক লোককে শুয়ে থাকতে দেখলাম। হাত দুটো দু'পাশে ছড়ানো। লণ্ঠনটা উঁচু করতেই তার চেহারা দেখতে পেলাম। বেচারা জোসেফ! ঘাড়ের কাছে গভীর একটা ক্ষত। লাল রক্ত শুকিয়ে কালচে হয়ে গেছে। ভালো করে খেয়াল করতে দেখলাম, ধারালো তলোয়ারের কোপে ধড় থেকে প্রায় আলাদা হয়ে গেছে জোসেফের মাথা। বেচারা বিশ্বস্ত ভৃত্য! রাজাকে রক্ষা করতে গিয়ে সত্যি সত্যিই প্রাণ দিতে হলো ওকে! কিন্তু রাজা কোথায়? লণ্ঠন ঘুরিয়ে কুঠুরির চারপাশ ভালো করে দেখলাম, মদের পিপেগুলোর পেছনে দেখলাম। না, নেই এখানে রাজা।

এই সময় স্যাপ্‌ট ঢুকলেন তলকুঠুরিটায়। একটু যেন সামলে নিতে পেরেছেন তিনি।

'জোসেফ,' বললাম আমি।

'আর রাজা? রাজা কোথায়?'

'জানি না। এখানে নেই।'

উমেশচন্দ্র পাবলিক লাইব্রেরী স্থাপিত-১৮৯৭ খুলনা

আট

বাড়িতে যতগুলো তলকুঠুরি আছে সবগুলোয় খুঁজলাম আমরা। না, কোনোটাতে পাওয়া গেল না রাজাকে।

উপরে উঠে খাওয়ার ঘরে গেলাম। কাল রাতে যেমন ছিলো এখনো তেমনি অগোছালো পড়ে আছে টেবিলটা। কাল রাতে যেটায় বসেছিলেন সেই চেয়ারটাতেই মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন স্যাপ্‌ট। অনেকক্ষণ চুপ করে থাকলেন।

'এতক্ষণে বুঝতে পারছি খবরটার মর্ম,' অবশেষে বললেন তিনি। 'রাজাকে ধরে নিয়ে গেছে ওরা। ওঁকে হাতের মুঠোয় পেয়ে গেছে ব্ল্যাক মাইকেল।'

'সেক্ষেত্রে এক্ষুণি আমাদের স্ট্রেলসাউ-এ ফিরে যাওয়ার দরকার,' আমি বললাম। 'সেনাবাহিনী নিয়ে এসে রাজাকে উদ্ধার করতে হবে ব্ল্যাক মাইকেলের হাত থেকে। চলুন! দেরি করলে বিপদ হতে পারে রাজার।'

কিন্তু চলার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না স্যাপ্‌টের ভেতর। অনেক শান্ত দেখাচ্ছে এখন ওঁকে। পকেট থেকে পাইপ বের করে

যথেষ্ট সময় নিয়ে তামাক ভরলেন। তারপর যত্ন করে আগুন ধরিয়ে টানতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর ধীরে ধীরে চিন্তিত স্বরে বললেন, 'এখন আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি সব। আমরা চলে যাওয়ার পরপরই ওরা এসেছিলো। বুড়িকে খুঁজে বের করে প্রথমে। বুড়ি ওদের জানায় এখানে কি ঘটেছে। সব শুনে ওরা রাজার খোঁজ শুরু করে। আমার ধারণা খুঁজে পেতে দেরি হয়নি···তারপর জোসেফ ···বেচারা জোসেফ! আমরা এখানে থাকলে আমাদেরও হয়তো খুন করতো ওরা।'

'হয়তো,' আমি বললাম, 'কিন্তু আমাদের আর সময় নষ্ট করা উচিত হচ্ছে না। এক্ষুণি স্ট্রেলসাউ-এ ফিরে যাওয়া দরকার।'

কিন্তু স্যাপ্‌ট বসেই রইলেন, শান্তভাবে ধূমপান করছেন।

'কি হলো, উঠুন,' অস্থির ভাবে চিৎকার করে উঠলাম আমি। চলুন! এক্ষুণি কিছু একটা করতে না পারলে মাইকেল হয়তো খুন করে ফেলবে রাজাকে।'

'হ্যাঁ, এক্ষুণি কিছু করবো আমরা,' শান্তকণ্ঠে বললেন স্যাপ্‌ট। 'কাল—মানে আজই—,' ঘড়ির দিকে তাকিয়ে শুধরে নিলেন তিনি (তখন রাত দেড়টা বাজে), 'রাজা স্ট্রেলসাউ-এ পৌঁছে যাবেন।'

'কি করে? আপনি ঠিক কি বলতে চাইছেন বুঝতে পারছি না!'

'কাল যাঁকে রাজা হিশেবে অভিষিক্ত করা হয়েছে তিনিই ফিরে যাবেন স্ট্রেলসাউ-এ।'

'অসম্ভব!'

'আর কোনো উপায় নেই। আপনাকেই ফিরে যেতে হবে রাজধানীতে। আরো কিছুদিন রাজার ভূমিকায় অভিনয় করতে হবে।'

'না!'

'আপনাকে যেতেই হবে, মিস্টার র‍্যাসেনডিল। আমি যা বলি শুনুন, তারপর ভেবে দেখুন। আপনি যদি ফিরে না যান ব্ল্যাক মাইকেল কি করবে? আমরা যে কৌশল করেছি তা প্রকাশ করে দেবে সবার কাছে। ও বলবে, মদ খেয়ে মাতাল হয়ে গিয়েছিলো রাজা তাই অভিষেকে আসতে পারেনি, তখন আমরা আপনাকে রাজা সাজিয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম। তারপর কি হবে ভাবতে পারেন? ব্ল্যাক মাইকেলকেই রাজা হিশেবে মেনে নেবে জনগণ। দেশ, সিংহাসন নিয়ে এতবড় প্রবঞ্চনা যে করতে পারে তার ওপর কি করে তারা আস্থা রাখবে? আমাদের কথাটাও একবার ভাবেন, তিনজনের একজনও আমরা মৃত্যুদণ্ড এড়াতে পারবো না।'

'কিন্তু···, কিন্তু আমি যদি যাই তাহলেও তো ব্ল্যাক মাইকেল সবাইকে বলতে পারে আমি আসল রাজা নই···।'

'কি করে? তাহলে ও নিজেই ফেঁসে যাবে না? সবার সামনে ও বলবে, "আমি আসল রাজাকে আটকে রেখেছি। আমার লোকরা আমার হান্টিং লজ থেকে ওর এক ভৃত্যকে হত্যা করে ধরে এনেছিলো ওকে"। বলুন, একথা সে বলতে পারবে সবার সামনে?'

'না,' আমি বললাম। 'তা অবশ্য পারবে না। তা যদি বলে, নিজের কবর নিজেই খুঁড়বে সে। যেটুকু জনসমর্থন তার পেছনে আছে সেটুকুও আর থাকবে না। তার রাজা হওয়ার সাধের ওখানেই ইতি হবে।'

'এই তো বুঝতে পেরেছেন!' হাসি ফুটে উঠলো কর্ণেল স্যাপ্ট-এর মুখে। 'একটা কথা মনে রাখবেন, আপনি যতক্ষণ জীবিত আছেন, রাজার কোনো ক্ষতি করবে না মাইকেল। ও যদি রাজাকে হত্যা করে আপনি রাজা থেকে যাবেন। আর যা-ই পারুক ও সিংহাসন কেড়ে নিতে পারবে না আপনার কাছ থেকে। ও কি করে বলবে, "এ আসল রাজা নয়, আসল রাজাকে আমি খুন করেছি।" বুঝতে পারছেন, রাজাকে ধরে নিয়ে গিয়ে উভয় সংকটে পড়ে গেছে মাইকেল?'

'হুঁ।'

'তাহলে, কেন আপনার রাজা হিশেবে স্ট্রেলসাউ-এ ফিরে যাওয়া দরকার তা-ও নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন?'

'হ্যাঁ—কিন্তু—অন্য কেউ যদি টের পেয়ে যায় আসলে আমি কে? আমি হয়তো মারাত্মক কোনো ভুল করে বসবো—।'

'একই কথা, যতক্ষণ আপনি স্ট্রেলসাউ-এ নিরাপদে আছেন, রাজাও ততক্ষণ নিরাপদে থাকবেন। এই ফাঁকে তাঁকে উদ্ধারের কোনো পথ আমরা খুঁজে বের করে ফেলবো।'

কিছুক্ষণ ভাবলাম আমি। তারপর বললাম, 'আপনি ঠিকই বলেছেন, কর্ণেল। এ-ই একমাত্র পথ—একমাত্র আশা—'

এতক্ষণ পর উঠে দাঁড়ালেন স্যাপ্ট। আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'সত্যিই আপনি সাহসী পুরুষ, রুডল্ফ র‍্যাসেনডিল। চলুন, এবার আমাদের ফিরতে হবে স্ট্রেলসাউ-এ।'

'বেচারা জোসেফকে আগে কবর দিয়ে নেই।'

'সে সময় নেই আমাদের হাতে,' বললেন স্যাপ্ট। হঠাৎ করেই যেন যাওয়ার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন তিনি।

'একটা বেলচা খুঁজে এনে দিন। বেশি সময় লাগবে না,' বলে

তলকুঠুরিতে নেমে গেলাম আমি।

জোসেফের লাশটা সবেমাত্র বয়ে এনেছি সিঁড়ির গোড়ায়। পায়ের শব্দ পেয়ে ওপরে তাকিয়ে দেখলাম, দাঁড়িয়ে আছেন স্যাপ্‌টু।

'বেলচা লাগবে না,' বললেন তিনি। 'ব্ল্যাক মাইকেলই আমাদের হয়ে কবর দিয়ে দেবে ওকে। আসুন দেখবেন।'

আস্তে করে লাশটা মাটিতে নামিয়ে রেখে উঠে এলাম আমি। কর্ণেলের পেছন পেছন এগিয়ে গেলাম। জানালা দিয়ে দেখলাম, আটজন অশ্বারোহীর একটা দল ছুটে আসছে এদিকে। আরেকটু কাছিয়ে আসার পর দেখলাম, ওদের কারো কারো হাতে বেলচা রয়েছে। ব্ল্যাক মাইকেল তার দুষ্কর্মের চিহ্ন মুছে ফেলতে চায়।

তলকুঠুরির সিঁড়ির কাছে ফিরে এসে হতভাগ্য জোসেফের দেহটার দিকে তাকালাম। মোচড় দিয়ে উঠলো বুকের ভেতরটায়। কি অপরাধ করেছিলো জোসেফ যার জন্যে ওকে প্রাণ দিতে হলো? হঠাৎই সুতীব্র এক আক্রোশে ছেয়ে গেল আমার মন।

'কর্ণেল,' আমি বললাম, 'যাওয়ার আগে ছোটখাটো একটা শিক্ষা দিয়ে যাওয়া উচিত ওদের। নিরপরাধ জোসেফকে খুন করেছে; আমরা বদলা নেবো না? ওদের অন্তত একজনকে আমরা মেরে রেখে যাবো।'

'চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত! ঠিকই বলেছেন, মিস্টার র‍্যাসেনডিল। একটা শিক্ষা ওদের পাওনা হয়েছে, আমরা দেবো না কেন?'

তাড়াতাড়ি বাইরে এসে ঘোড়াগুলোকে খুলে নিয়ে বাড়ির পেছন

দিকে চলে গেলাম আমরা। ঘোড়ায় চড়ে খাপ থেকে তলোয়ার খুলে তৈরি হয়ে রইলাম।

নিঃশব্দে পেরিয়ে গেল কয়েকটা মিনিট। সামনের দরজায় মানুষের সাড়া পাওয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে তৎপর হয়ে উঠলাম আমরা। ঘোড়া ছুটিয়ে গিয়ে চড়াও হলাম লোকগুলোর ওপর। এমন অতর্কিত আক্রমণ আশা করেনি ওরা। হতভম্ব হয়ে রইলো কয়েক মুহূর্ত। এই ফাঁকে তলোয়ারের এক কোপে একজনের দেহ থেকে মাথা নামিয়ে দিলাম আমি। মুণ্ডহীন ধড়টা পড়ে গেল মাটিতে। দ্বিতীয় একজনের বুক লক্ষ্য করে তলোয়ার চালালাম এবার। লোকটার পাঁজরের গভীরে ঢুকে আটকে গেল তলোয়ার। টান দিয়ে বের করে আনতে চাইলাম, পারলাম না। সুতরাং আর সময় নষ্ট না করে ছুটলাম আমি। ইতিমধ্যে কর্ণেল স্যাপ্‌টও একজনকে হত্যা করেছেন। তারপর আর দেরি না করে ছুটতে শুরু করেছেন। ঘাড় ফিরিয়ে আমার দিকে তাকালেন স্যাপ্‌টু। একটা হাত তুলে নাড়লাম আমি। বোঝাতে চাইলাম, এগিয়ে যান। এমন সময় গুড়ুম করে একটা শব্দ হলো পেছনে। পর মুহূর্তে আমার উপরে তোলা হাতটার এক আঙুলে তীব্র সুঁই বেঁধানো অনুভূতি। হাতটা চোখের সামনে এনে দেখলাম, আঙুলটার কিছুটা চামড়া ছিঁড়ে নিয়ে চলে গেছে গুলি। ভাগ্য ভালো আমার। একটু এপাশ দিয়ে গেলেই গুলিটা সোজা আমার হৃৎপিণ্ড ভেদ করতো।

পেছন থেকে আরো কয়েকটা গুলির শব্দ হলো। আমাদের গায়ে লাগলো না একটাও। কয়েক সেকেণ্ড পরেই কর্ণেলের পাশে পৌঁছে গেল আমার ঘোড়া। আমার দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে

চিৎকার করলেন স্যাপ্ট :

'আমি একটাকে শেষ করেছি, আপনি দুটোকে! শিক্ষাটা মন্দ হয়নি, কিবলেন?'

নয়

নিরাপদে স্ট্রেলসাউ-এ পৌছুলাম আমি আর স্যাপ্ট। সকাল আটটা নাগাদ প্রাসাদে ঢুকলাম। সেই পেছন দিককার বাগান দিয়ে। তারপর সুড়ঙ্গ পেরিয়ে, সিঁড়ি টপকে, গুপ্তদরজা দিয়ে আমার—রাজার শোয়ার ঘরে।

সম্পূর্ণ পোশাক পরা অবস্থায় একটা কাউচের ওপর শুয়ে ছিলো ফ্রিৎস। আমাকে দেখেই ত্রস্তে উঠে এগিয়ে এলো। আমার একটা হাত তুলে নিয়ে চুমু খেয়ে বললো,

'ওহ্, মহানুভব, আপনি এখনো নিরাপদে, সুস্থ শরীরে আছেন!'

আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন স্যাপ্ট।

'দেখলেন তো,' তিনি বললেন, 'ফ্রিৎসও আপনাকে চিনতে পারেনি।'

বিস্ময়ের ছাপ পড়লো ফ্রিৎস-এর মুখে। 'চিনতে পারেনি! মানে আপনি—আপনি সেই র‍্যাসেন—।'

'চুপ!' ফিস ফিস করে ধমক লাগালেন স্যাপ্ট। 'ওনাম এখানে উচ্চারণ করবে না।'

একটা ঢোক গিললো ফ্রিৎস। যথা সম্ভব গলা খাদে নামিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'রাজা তাহলে কোথায়?'

'ব্ল্যাক মাইকেল ওঁকে ধরে নিয়ে গেছে,' একই রকম গলা খাদে নামিয়ে বললেন কর্ণেল।

'ধরে নিয়ে গেছে! উনি—উনি বেঁচে আছেন তো?'

'আমার ধারণা, আছেন।' একটু চুপ করে থেকে কর্ণেল আবার বললেন, 'এদিককার খবর কি? কেউ এ ঘরে ঢোকার চেষ্টা করেনি তো?'

'না। এদিকে কোনো ঝামেলা হয়নি।'

এর পর আমাকে এমন ভাব দেখাতে হলো, যেন আমি সারারাত বিছানায় ছিলাম। সৈনিকের পোশাক ছেড়ে হাত মুখ ধুয়ে নিলাম। আবার রাজকীয় পোশাক পরতে হলো। আঙুলে গুলির আঘাত সামান্য, তবু একটা পট্টি বেঁধে নিলাম কর্ণেলের পরামর্শে। নাশ্‌তা করলাম। স্যাপ্‌টও খেলেন আমার সাথে। তারপর আমার করণীয় অকরণীয় সম্পর্কে দীর্ঘ এক শিক্ষাদান পর্ব চালালেন তিনি। তিন ঘণ্টা লাগলো তা শেষ হতে।

'রাজা হওয়া খুব সুখের নয় দেখছি,' বললাম আমি।

হাসলেন স্যাপ্‌ট। 'কি আর করবেন! ব্ল্যাক মাইকেল যদি এটা বুঝতো, তাহলে কি আর আমাদের এত ঝামেলা পোহাতে হয়?'

একটু পরেই আমার প্রধানমন্ত্রী এলেন কিছু জরুরী কাগজপত্র আমাকে দিয়ে সই করিয়ে নেয়ার জন্যে। তিন ঘণ্টা শিক্ষা পাওয়ার পরও আবার দুরু দুরু করে উঠলো বুকের ভেতর। হাতের লেখা বা দস্তখত দেখে বুঝে ফেলবে না তো, আমি আসল রাজা নই?

স্যাপ্‌টকে বললাম সেকথা।

উনি বললেন, 'ঘাবড়ানোর কোনো কারণ নেই। এ মুহূর্তে রাজার হাতের লেখার সাথে আপনার হাতের লেখা না মিললেও কোনো ক্ষতি হবে না। হাতে ব্যথা পেয়েছেন আপনি, সেজন্যে লেখার ধাঁচ বদলে গেছে।'

কর্ণেল বললেন বটে অত চিন্তা করার কিছু নেই, কিন্তু আমি নিশ্চিন্ত হতে পারলাম না। অস্বস্তিতে উসখুস করতে করতেই দেখা করলাম প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে।

প্রথমেই আমার কুশল জিজ্ঞেস করলেন তিনি। হাতকাটা সম্পর্কে একটা মনগড়া গল্প শুনিয়ে তাড়াতাড়ি আমি কাজের কথা তুললাম।

'এই জরুরি দলিলগুলোয় আপনার দস্তখত দরকার, মহানুভব।'

'কিসের দলিল এগুলো?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

এক এক করে সবগুলো দলিলের সারমর্ম বলে গেলেন প্রধানমন্ত্রী। বিশেষ কিছু বুঝলাম না আমি, বোঝার চেষ্টাও করলাম না। গম্ভীর মুখে শুনলাম কেবল। তারপর বললাম, 'ও। তা কোথায় সই করতে হবে দেখিয়ে দিন, আমি করে দিচ্ছি।'

স্বাক্ষর দেখে কোনো প্রশ্ন তুললেন না প্রধানমন্ত্রী। কাগজপত্রগুলো গুছিয়ে নিয়ে চলে গেলেন। স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম আমি।

এরপর দুপুরের খাওয়া। তারপর আবার দর্শনার্থীদের সাক্ষাৎ দান।

এবার দেখা করতে এসেছেন বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতরা। তাঁদের ভেতরে আমার নিজের দেশ ইংল্যাণ্ডের রাষ্ট্রদূতও আছেন। আমার বাবার ছেলেবেলার বন্ধু ভদ্রলোক। বহুবার আমাদের বাড়িতে থেকে-

ছেনও। এতখানি পরিচিত এক লোক, এত কাছ থেকে চিনতে পারবেন না আমাকে? অস্বস্তির ভাবটা আবার চেপে এলো আমার মনে।

কিন্তু আবার ভাগ্যদেবী সহায়তা করলেন আমাকে। বয়সের জন্যে ভদ্রলোকের দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে এসেছে। আলাপ করলেন আমার সাথে, কিন্তু চিনতে পারলেন না।

কাল সারারাত ঘুমাইনি, তার ওপর সারাদিন এত ঝক্কি ঝামেলা গেছে; দিনের শেষে ভয়ানক ক্লান্তি বোধ করতে লাগলাম আমি।

'এবার একটু বিশ্রাম নিতে পারি, কর্নেল?' জিজ্ঞেস করলাম।

'বিশ্রাম!' স্যাপ্‌ট কিছু বলার আগেই বলে উঠলো ফ্রিৎস। 'এক্ষুণি ব্ল্যাক মাইকেলের বিরুদ্ধে কিছু করতে হবে আমাদের। রাজার অবস্থা এখন কি, কে জানে?'

'হ্যাঁ, করতে হবে,' বললেন স্যাপ্‌ট, 'তবে ভেবে চিন্তে। ইচ্ছে করলে এক্ষুণি আমরা ব্লাক মাইকেলকে পাকড়াও করতে পারি। কিন্তু তাতে কি রাজাকে উদ্ধার করা সম্ভব হবে? নিঃসন্দেহে ধরা পড়ার আগে রাজাকে খুন করবে মাইকেল।'

'তাছাড়া আপন ভাইকে গ্রেপ্তার করার বা ওর দুর্গ আক্রমণ করার কি কারণ আমি দেখাবো? জনগণের চোখে ব্লাক মাইকেল এখনো নিরপরাধ নয় কি?'

চুপ করে রইলো ফ্রিৎস। তারপর কর্ণেলের দিকে ফিরে বললো, 'শুনেছেন নাকি, স্ট্রেলসাউ-এ ফিরে এসেছে মাইকেল? ওর "কুখ্যাত ছয়"-এর তিনজন এসেছে ওর সাথে।'

'তিনজন? মাত্র তিনজন? ঠিক জানো তুমি?' হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো স্যাপ্‌ট-এর মুখ। 'তার মানে বাকি তিনজন জেনডায়

রয়েছে। নিশ্চয়ই রাজাকে পাহারা দেয়ার জন্যে! তারমানে রাজা বেঁচে আছেন এখনো!' উৎফুল্ল গলায় শেষ করলেন তিনি।

ফ্রিৎস-এরও মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। 'ঠিক বলেছেন, কর্ণেল! রাজাকে যদি হত্যা করতো, মাইকেলের সাথে ছ'জনই আসতো স্ট্রেলসাউ-এ।'

'কারা এই কুখ্যাত ছয়?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'শিগগিরই জানতে পারবেন,' বললেন স্যাপ্‌ট। 'আমি ভেবে অবাক হচ্ছি, এখনো ওদের সাথে দেখা হয়নি আপনার! মাইকেলের ছয় অনুচর। মাইকেলের নির্দেশে বা মাইকেলের স্বার্থে যে কোনো সময় যে কোনো মানুষকে নির্দ্বিধায় খুন করতে পারে ওরা। ওদের তিনজন আমাদের এই রুরিতানিয়ারই লোক। বাকি তিনজন বিদেশী। একজন ফরাশি, একজন বেলজিয়ান অন্য জন আপনার দেশী—নাম ডেচার্ড।'

'আশা করি শিগগিরই ওদের দেখা পাওয়ার সৌভাগ্য আমার হবে।'

'নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, হবে।' ফ্রিৎস-এর দিকে ফিরলেন স্যাপ্‌ট। 'কোন তিনজন এসেছে মাইকেলের সাথে?'

'বারসোনিন, দ্য গতে আর ডেচার্ড।'

'তিন বিদেশী! কোনো সন্দেহ নেই, রাজা বেঁচে আছেন। দেশী তিনজন পাহারা দিচ্ছে তাঁকে। ...হ্যাঁ, সেটাই নিরাপদ মাইকেলের জন্যে। সহজে ওরা বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারবে না ওর সাথে।'

হঠাৎ করেই কেমন ক্লান্ত লাগতে লাগলো আমার। মাত্র তিন দিনও হয়নি রুরিতানিয়ায় এসেছি, এর ভেতর কত কি ঘটেছে? মনে হচ্ছে এই প্রাসাদে বন্দী আমি। ইচ্ছে করলেই কি এখন এখান

থেকে বেরিয়ে আমার যেখানে খুশি যেতে পারবো? নাহ্, মুক্ত বাতাসের বড় প্রয়োজন বোধ করছে ফুসফুসটা। বাইরে থেকে একটু ঘুরে না এলেই নয়।

'এবার আমাকে উঠতে হচ্ছে, কর্ণেল,' বললাম আমি। 'কাল রাজকুমারীকে কথা দিয়েছিলাম আজ সন্ধ্যায় একবার তার ওখানে যাবো।'

'বেশ তো, কয়েক জন রক্ষী নিয়ে যান,' বললেন স্যাপ্ট।

'না, রক্ষীর কোনো দরকার নেই, আমি একাই যথেষ্ট। রাজকুমারীর বাড়িটা চিনি না, তাই ফ্রিৎসকে সঙ্গে নেবো।'

'আমার কিন্তু মনে হয় রক্ষী নিয়েই যাওয়া উচিত,' একগুঁয়ে স্বরে বললেন কর্ণেল। 'মাইকেলের ঐ তিন চেলা ছ'জনের সাথে লড়ার ক্ষমতা রাখে। আমার বিশ্বাস, আপনার পেছনে লাগার জন্যেই ওদের নিয়ে এসেছে মাইকেল। সেজন্যেই বলছি, একা যাওয়া ঠিক হবে না।'

'পৃথিবীতে এমন মানুষও আছে যে একাই ঐ তিন জনকে শায়েস্তা করতে পারে। না, কর্ণেল, আমি ঠিক করে ফেলেছি, রক্ষী নেবো না।'

'আরেকবার ভেবে দেখুন, মিস্টার র‍্যা—মহানুভব। আপনার গলা কাটার সুযোগ পেলে ওদের চেয়ে খুশি কেউ হবে না।'

'দেখা যাক, কে কার গলা কাটে।'

দশ

আমি চাই প্রজারা তাদের রাজাকে ভয় নয়, পছন্দ করুক, বিশ্বাস করুক।

তাই ফ্রিৎসকে নিয়ে প্রথমে নগর উদ্যানে গেলাম। সেখানে কিছুক্ষণ কাটিয়ে নগরীর প্রধান রাজপথগুলোয় ঘুরলাম খানিকক্ষণ। রাজাকে চিনতে পেরে দাঁড়িয়ে গেল পথচারীরা। মাথা নুইয়ে সম্মান জানালো; জয়ধ্বনি দিলো অনেকে। দু-এক জনের চোখে-মুখে বিস্ময়ের ভাবও লক্ষ্য করলাম। রক্ষী ছাড়া এরকম একা একা রাজাকে রাজপথে দেখবে যেন কল্পনা করেনি।

রাস্তার পাশে বড় একটা ফুলের দোকান দেখে ঘোড়া থামালাম আমি। দোকানদার এগিয়ে এসে কুর্নিশ করলো। সুন্দর বড় বড় গোলাপের তোড়া কিনে রওনা হলাম রাজকুমারী ফ্ল্যাভিয়ার বাড়ির দিকে। ফ্রিৎস আগে আগে পথ দেখিয়ে চলেছে। এবারও দেখলাম, আমাকে দেখে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে পড়ছে পথচারীরা। হাসিমুখে জয়ধ্বনি দিচ্ছে। ভয় নয়, বিস্ময় এবং আস্থা ওদের চেহারায়। আত্মবিশ্বাস ফিরে আসছে আমার ভেতরেও।

কিন্তু, ফ্ল্যাভিয়ার কাছে যাচ্ছি কেন আমি? কাল বলেছিলাম বটে সময় পেলে আজ একবার যাবো ওর ওখানে। কিন্তু তাই বলেই কি যেতে হবে? ক্ষতি কি না গেলে? রাজার কত রকম জরুরি কাজ থাকতে পারে না? তাছাড়া আমি, রুডল্ফ র‍্যাসেনডিল কেন স্বেচ্ছায় যাবো ওর কাছে? রাজা পঞ্চম রুডল্ফের সাথে বিয়ের কথা পাকা হয়ে আছে ওর। আমি ক'দিনের জন্যে রাজার ভূমিকায় অভিনয় করছি মাত্র, ওর সাথে আমার দেখা সাক্ষাৎ যত কম হয় ততই মঙ্গল। তবু কেন যাচ্ছি? হঠাৎ করেই জবাবটা স্পষ্ট হয়ে উঠলো আমার কাছে। ফ্ল্যাভিয়াকে ভীষণ দেখতে ইচ্ছে করছে আমার। কাল ক্যাথেড্রাল থেকে প্রাসাদে যাওয়ার পথে গাড়িতে ওর সেই উদ্বেগভরা চাউনি—সে কি ভোলা যায়? হতে পারে সে উদ্বেগ আমার জন্যে নয়, আসল রাজার জন্যে, কিন্তু আমি তো মুগ্ধ হয়েছি! আমি কি প্রেমে পড়েছি ফ্ল্যাভিয়ার? আসল রাজার সাথে বিয়ে হবে ওর। আমি নকল রাজা। ওর প্রেম যদি আমি পাইও পাবো নকল ভাবে। মিথ্যার ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে সে প্রেম। চরম অসম্মানজনক কাজ হবে সেটা। আমি তা করতে পারি না। কিছুতেই না। কিন্তু আমার মনকে আমি বোঝাবো কি করে? আমার মন যে ক্রমাগত ধেয়ে যেতে চাইছে ফ্ল্যাভিয়ার দিকে!

ফ্রিৎস খুশি মনেই আমার সঙ্গে এসেছে। স্যাপ্‌টের কাছে শুনেছি রাজকুমারীর সব সময়ের সহচরী কাউন্টেস হেলগাকে ভালোবাসে ও। সেজন্যেই ওকে সঙ্গে এনেছি। আমি যতক্ষণ রাজকুমারীর সাথে আলাপ করবো ততক্ষণ হেলগার সাথে সময় কাটাতে পারবে ও।

আমি যখন রাজকুমারীর ঘরে ঢুকলাম ও তখন শাদা একটা কাপ-

ড়ের ওপর ফুল তুলছে। হেলগা বসে আছে পাশে। আমাকে দেখেই উজ্জ্বল হয়ে উঠলো ফ্ল্যাভিয়ার মুখ। মৃদু হেসে সম্ভাষণ জানালো। গোলাপের তোড়াটা ধরিয়ে দিলাম ওর হাতে। আরেক দফা উজ্জ্বল হলো ফ্ল্যাভিয়ার মুখ।

'ইস, কি বড় বড় গোলাপ!' বললো ও।

তোড়াটা রাজকুমারীর কাছ থেকে নিয়ে একটা ফুলদানীতে রাখলো হেলগা। তারপর বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে।

সাধারণ টুকিটাকি বিষয়ে আলাপ হলো প্রথমে—আবহাওয়া, থিয়েটার, ওর এলাকায় নতুন যে সেতুটা তৈরি হচ্ছে সেটা শেষ হতে আর কতদিন লাগবে, এই সব।

'তুমি অনেক বদলে গেছ, রুডল্ফ!' হঠাৎ বললো ফ্ল্যাভিয়া। 'অভিষেকের পর থেকেই খেয়াল করছি। তুমি যেন সেই রুডল্ফ নও—'

কথাটা সত্যি। একটু বেশি সত্যি। কিন্তু এ নিয়ে ওকে কথা বাড়াতে দেয়ার ইচ্ছে আমার নেই। তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ পাল্টে বললাম, 'শুনেছো নাকি, মাইকেল স্ট্রেলসাউ-এ ফিরে এসেছে?'

স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, হঠাৎ এই প্রসঙ্গ পরিবর্তনে ক্ষুণ্ণ হয়েছে ফ্ল্যাভিয়া।

একটু চুপ করে থেকে ও বললো, 'ও। কোথায় গিয়েছিলো মাইকেল?'

'কেন, ওর দুর্গে। তুমি শোনোনি? কাল অভিষেক-ভোজের পরেই চলে গিয়েছিলো। এত তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে ভাবিনি। খুব খুশি লাগছে আমার। ওর মতো দৃঢ়চেতা একজন মানুষ কাছে

থাকলে বুকে অনেক বল পাওয়া যায়।'

'আমার মোটেই খুশি লাগছে না।'

'মানে, আমার ভাইকে তুমি পছন্দ করো না!' মুখে কপট গাম্ভীর্য এনে আমি বললাম।

'সে কথা নতুন করে বলতে হবে? তুমি জানো না?'

আমার ঠাট্টাটা বুঝতে পারলো না ক্ল্যাভিয়া। নাকি বুঝেও না বোঝার ভান করলো জানি না। ঘরের পরিবেশ হঠাৎ কেমন আড়ষ্ট হয়ে গেল। কি জবাব দেবো আমি ভেবে পেলাম না।

এমন সময় রাস্তায় একটা কোলাহল উঠলো। অনেক লোকের উৎফুল্ল চিৎকার। স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম আমি। যাক, বিব্রতকর প্রশ্নটার জবাব দিতে হবে না বোধহয়। ক্ল্যাভিয়া উঠে গেছে জানালার কাছে। কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো ও রাস্তার দিকে। তারপর আমার দিকে ফিরে বললো, 'ডিউক মাইকেল। ওর কুখ্যাত ছয়-এর তিনজন রয়েছে সাথে।'

সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজ শুনতে পেলাম। পাশের ঘরে এসে থেমে গেল। তারপর কথাবার্তার শব্দ। উচ্চস্বরে সঙ্গীদের সাথে আলাপ করছে মাইকেল। সেদিকে মনোযোগ দিলাম না আমি। রাজকুমারীকে দেখতে এসেছি। আরো কিছুক্ষণ দেখবো, তারপর চলে যাবো।

জানালার কাছ থেকে সরে এলো ক্ল্যাভিয়া। বসলো। মুখের ভঙ্গিতে আগের সেই প্রফুল্ল ভাবটা আর নেই। বরং একটু উদ্বেগ যেন সেখানে।

'ঠাট্টা করতে গিয়ে কি ওকে দুঃখ দিলাম?' মনে মনে প্রশ্ন কর-

লাম আমি।

বেশ কিছুক্ষণ নীরবে কেটে গেল। কিছু একটা বলতে হয় তাই বললাম, 'কি সেলাই করছিলে?'

'ফুল।' সংক্ষিপ্ত জবাব ক্ল্যাভিয়ার।

এবার কি বলবো আমি?

'ওকে তুমি রাগিয়ে দিচ্ছো, রুডল্ফ,' হঠাৎ উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলে উঠলো ক্ল্যাভিয়া।

'কাকে?'

'তোমার ভাই, ডিউক মাইকেলকে।'

অবাক হলাম আমি। 'কি করে?'

'পাশের ঘরে অপেক্ষা করছে ও। বেশ কিছুক্ষণ হলো এসেছে। তুমি যতক্ষণ এঘরে আছো ও আসতে পারবে না, আর ক্ষেপতে থাকবে।'

ব্যাপারটা জানা ছিলো না আমার। তাড়াতাড়ি উঠে দরজা খুলে পাশের ঘরে গেলাম। ক্ল্যাভিয়াও এলো পেছন পেছন।

দাঁতে দাঁত চেপে একটা কাউচ-এ বসে আছে ব্ল্যাক মাইকেল। আমাকে দেখেই তীব্র ঘৃণা ঝলকে উঠলো ওর চোখে। মুহূর্ত পরেই সামলে নিলো অবশ্য। উঠে দাঁড়ালো ধীরে ধীরে। হাসার চেষ্টা করলো।

'ও, মাইকেল!' আমি বললাম। 'কখন এসেছো?'

আবার ঘৃণার আগুন জ্বলে উঠতে দেখলাম ওর চোখে। মনের কোনো অনুভূতিই লুকিয়ে রাখতে পারে না গর্দভটা। অনেক কষ্টে ঠোঁটে এক টুকরো হাসি ফুটিয়ে তুললো সে। জবাব দিলো, 'এই

তো, কিছুক্ষণ।'

'তোমাদের গলার আওয়াজ পাচ্ছিলাম,' গলায় সামান্য শ্লেষ মিশিয়ে আমি বললাম, 'কিন্তু বুঝতে পারিনি, কে। তুমি এসেছো জানলে অনেক আগেই ঘরে ডেকে নিতাম।'

শ্লেষটুকু ধরতে পারলো মাইকেল। দৃঢ় হয়ে উঠলো ওর দুই চোয়াল। চিবিয়ে চিবিয়ে বললো, 'না, না, তাতে কি! তাতে কি! কিন্তু, মহানুভব, আপনার হাতে যেন কি হয়েছে?' শেষের কথাটুকু উদ্বেগের সাথে বলার চেষ্টা করলো, কিন্তু উদ্বেগটা তেমন ফুটলো না ওর গলায়।

'ও কিছু না,' আমি বললাম। 'এক নেড়ি কুত্তা কামড়ে দেয়ার চেষ্টা করেছিলো।'

'তাই নাকি?' চঞ্চল হয়ে উঠলো ফ্ল্যাভিয়া। 'আমাকে তো বলোনি! কই দেখি?'

হাসলাম আমি। 'বলার আর সুযোগ পেলাম কই।'

'মারাত্মক নয় তো আঘাত?'

'না না,' মাইকেলের দিকে তাকিয়ে জবাব দিলাম। আমার সম্পর্কে রাজকুমারীর উদ্বেগ দেখে হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরছে ও। মুখটা কালো হয়ে গেছে।

'কুকুরটাকে মারা হয়েছে তো?' আবার প্রশ্ন করলো ফ্ল্যাভিয়া।

'না। আবার যদি কামড়ানোর চেষ্টা করে তাহলে হবে।'

আমি মনে মনে ঠিক করেছি, মানুষের সামনে ডিউকের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করবো। প্রিয় ছোট ভাইয়ের সাথে বড় ভাই যেমন করে তেমন। সেই অনুযায়ী ওকে বললাম, 'ক'দিন খুব খাটুনি

গেল তোমার, মাইকেল। অভিষেকের খুঁটিনাটি সব কিছু যোগাড়-যন্ত্র করা, চাট্টিখানি কথা! শুধু ধন্যবাদ জানালে খাটো করা হবে তোমাকে।'

একটু লাল হলো ডিউকের মুখ। প্রশংসা শুনে লজ্জা পেয়েছে তাই, না রাগে, ঠিক বুঝলাম না।

'না, না, মহানুভব, আমি আমার কর্তব্য করেছি মাত্র,' বললো সে। 'যাক সেকথা, পাশের ঘরে আমার তিন বন্ধু অপেক্ষা করছে। আপনার সাথে ওরা একটু আলাপ করতে চায়। আপনার কি সময় হবে?'

'নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই, সময় হবে না মানে?' আমি বললাম। 'আমার ভাইয়ের বন্ধু, মানে আমারও বন্ধু।'

ফ্ল্যাভিয়ার কাছ থেকে বিদায় নিলো মাইকেল। শেষে যোগ করলো, 'আজ তোমার সাথে কথা বলতে পারলাম না, কিছু মনে কোরো না, রাজকুমারী। আরেক দিন আসবো।'

রাজকুমারীর হয়ে আমিই জবাব দিয়ে দিলাম, 'নিশ্চয়ই আসবে। চলো এখন, তোমার বন্ধুদের দেখি।'

পাশের ঘরেই বসে ছিলো ওরা। কুখ্যাত ছয়-এর তিন জন। আমাকে দেখে উঠে দাঁড়ালো। একজন একজন করে এগিয়ে এসে চুমু খেলো আমার হাতে। প্রত্যেকের সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দিলো ডিউক। আসল রাজার সাথে এদের আলাপ ছিলো কিনা জানি না। থাকলে নিশ্চয়ই নতুন করে পরিচয়ের প্রয়োজন পড়তো না। নাকি আমি নকল জেনেই নতুন করে আলাপ করিয়ে দিলো মাইকেল? জানি না।

প্রথমে এগিয়ে এলো বেলজিয়ান বারসোনিন। বেঁটে, মোটা। মাথায় চুল নেই একটাও। মাথাটা এত মসৃণ যে টাক না কামানো ঠিক বুঝতে পারলাম না। তারপর এলো ফরাশি হ্য গতে। লম্বা, একটু রোগা। পুরু গোঁফ নাকের নিচে। সব শেষে ডেচার্ড, আমার দেশোয়ালি ভাই। লম্বাটে মুখ, ঝাঁকড়া চুল মাথায়, নীল চোখ। তিন জনের ভেতর ওর চেহারাটাই সবচেয়ে হিংস্র। মুখ দেখলেই বোঝা যায় বুকে দয়া মায়ার লেশ মাত্র নেই।

পরিচয় পর্ব শেষ হতেই সমস্বরে রাজার দীর্ঘায়ু কামনা করলো ওরা। তারপর একটু হাসলো। তাচ্ছিল্যের হাসি।

'আসি তাহলে, মহানুভব,' বললো মাইকেল।

'হ্যাঁ এসো।'

কেন যে ও এসেছিলো, কেন যে তিন অনুচরের সাথে আমার আলাপ করিয়ে দিলো কিছু বুঝলাম না। তবে এটুকু বুঝলাম, কোনো উদ্দেশ্য আছে মাইকেলের। গূঢ় কোনো উদ্দেশ্য।

ওরা চলে যাওয়ার পর রাজকুমারীর কাছে ফিরে এলাম আমি।

'ওহ্, রুডল্ফ!' আমাকে দেখেই চিৎকার করে উঠলো ও। 'আমি তো ভয়েই মরে যাচ্ছিলাম, তুমি একা চার শয়তানের মাঝে এগিয়ে গেলে!'

'শয়তান বলেই ওদের ভয় পাওয়ার কিছু নেই, বিশেষ করে যখন আমি জানি ওরা শয়তান!'

'না, তবু তুমি সাবধানে থেকো। তোমার—তোমার জীবন—।'

'কি?'

'তোমার জীবন অমূল্য তোমার দেশের কাছে···তোমার জন-

গণের কাছে···আর—।'

'আর?'

'আর তোমার বন্ধুদের কাছে···আর···।'

'আর?'

'আর আমার কাছেও,' ফিস ফিস করে বললো ফ্ল্যাভিয়া।

আলগোছে ওর একটা হাত তুলে নিয়ে চুমু খেলাম আমি; তারপর বেরিয়ে এলাম। আর একটা কথাও বলতে পারলাম না। অপূর্ব এক সুখে ভরে উঠেছে আমার মন। কিন্তু—কিন্তু সে কি আমার সুখ? আমি যেমন নকল রাজা, এই সুখও কি তেমনি নকল নয়? আচমকা গভীর এক লজ্জা এসে ডুবিয়ে দিলো আমার সব সুখ।

নিচের ঘরে কাউন্টেস হেলগার সাথে মনের সুখে বাক-বাকম করছিলো ফ্রিৎস। পায়ের শব্দ শুনে আমার দিকে চাইলো সে।

'চলো, ফ্রিৎস' বললাম আমি।

আর এক মুহূর্ত দেরি না করে রাজকুমারীর বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলাম আমরা।

এগারো

বেশ কয়েক দিন চলে গেছে তারপর।

এখনো আমি রাজা। এখনো কেউ টের পায়নি আমি পঞ্চম রুডল্ফ নই রুডল্ফ র‍্যাসেনডিল। অবশ্য সেজন্যে আমার চেয়ে কর্ণেল স্যাপ্‌ট-এর কৃতিত্বই বেশি। প্রতিটি দুরূহ মুহূর্তে তিনি আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। ধরা পড়ার মতো ভুল প্রায় করে ফেলেছি, এই সময় শুধরে দিয়েছেন অদ্ভুত বুদ্ধি খাটিয়ে। একমাত্র ওঁর পরামর্শ আর সাহায্যই এখনো আমাকে টিকিয়ে রেখেছে।

একদিন সকালে আমার কাছে খবর পাঠালেন তিনি, জরুরি কি একটা বিষয়ে আলাপ করার জন্যে আমার ঘরে আসছেন।

কয়েক মিনিট পরেই এলেন স্যাপ্‌ট। হাতে একটা চিঠি। খামের মুখ বন্ধ।

'একটু আগে এসেছে এটা, তাই নিয়ে এলাম,' বললেন তিনি। 'হাতের লেখা মেয়েলী, কিন্তু কার বুঝতে পারছি না। আপনার নাম লেখা খামের ওপরে।'

চিঠিটা নিলাম আমি। উল্টেপাল্টে দেখলাম। খামের ওপর

লেখাটা দেখলাম। উহুঁ, ফ্ল্যাভিয়ার নয়। ওর হাতের লেখা এর ভেতরে চেনা হয়ে গেছে আমার। এমন মহিলা কে আছে যে রাজার নামে ব্যক্তিগত চিঠি লিখতে পারে? ঠিক আছে, দেখবো পরে, কর্ণেলের যেন কি বলার আছে, আগে শুনে নিই। চিঠিটা নামিয়ে রেখে প্রশ্নবোধক চোখে তাকালাম আমি তাঁর দিকে।

'জেনডা দুর্গে আছেন রাজা,' বললেন তিনি। এত বড় একটা খবর প্রকাশ করছেন, কিন্তু গলায় উত্তেজনার আভাস মাত্র নেই।

'কি করে জানলেন?'

'ছ'জনই এখন ওখানে। ঝোলানো সেতু উঠিয়ে রাখা হয়েছে। খোদ ডিউকের অনুমতি ছাড়া কেউ ঢুকতে পারছে না দুর্গে। এতে কি প্রমাণ হয়?'

'হুঁ। তাহলে তো এক্ষুণি আমাদের রওনা হতে হয় জেনডার পথে।'

'হ্যাঁ। কিন্তু গিয়ে কি করবো? সাবধানে ভেবে চিন্তে একটা পরিকল্পনা খাড়া করতে হবে আগে, তারপর যাবো। না হলে গিয়ে লাভ হবে বলে মনে হয় না। সাবধান না হলে আমরা পৌঁছানোর আগেই হয়তো রাজাকে খুন করে ফেলবে ব্ল্যাক মাইকেল।'

'হুঁ, তাহলে বলুন, কি ভাবে এগোতে চাইছেন?'

'এখনো ভাবিনি। দেখি কিছু একটা বুদ্ধি বের হয়ে যাবেই।' চিঠিটার দিকে ইশারা করলেন কর্ণেল। 'এখন দেখুন তো ওতে কি লিখেছে।'

খাম খুলে চিঠিটা বের করলাম আমি। পড়ে শোনালাম স্যাপ্‌টকে:

'মহামান্য রাজার সামনে মারাত্মক বিপদ। তাঁকে বাঁচানোর মতো গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য আমি দিতে পারি যদি তিনি নিজে আজ রাত বারোটার সময় আমার বাড়িতে আসেন। নিউ অ্যাভেনিউ-এর শেষ বাড়িটায় আমি থাকি। বাড়ির পেছনে ছোট্ট একটা দরজা আছে। সেই দরজা দিয়ে ঢুকে ডানে মোড় নিলেই বাগানের ভেতর ছোট একটা ঘর দেখা যাবে। ঐ ঘরে আমি অপেক্ষা করবো। মহানুভব অবশ্যই একা আসবেন। আর একটা কথা, এ চিঠি যেন কাউকে না দেখান তিনি।

'নির্ঘাৎ ফাঁদ,' বললেন স্যাপ্‌ট। 'যে-ই পেতে থাকুক বোকার মতো পেতেছে। আমার ধারণা মাইকেল আছে এর পেছনে।'

চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলতে যাচ্ছি আমি, এমন সময় খেয়াল করলাম পেছনেও কিছু লেখা আছে:

'মহানুভব যদি আমার কথা বিশ্বাস না করেন, কর্ণেল স্যাপ্‌টের সাথে আলাপ করবেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করবেন রাজকুমারী ফ্ল্যাভিয়ার সাথে ডিউক মাইকেলের বিয়ে ঠেকানোর জন্যে যে কোনো কিছু করতে রাজি আছে কোন্ মহিলা? তার নামের প্রথম অক্ষর "এ"।'

'আঁতোয়ানেত দ্য মবাঁ!?' সবিস্ময়ে বলে উঠলাম আমি। 'আপনার সাথে পরিচয় আছে নাকি?' একই সাথে বিস্ময় আর

প্রশ্ন স্যাপ্‌টের কণ্ঠে।

'না—তবে প্যারিসে একবার দেখেছিলাম কিছুক্ষণের জন্যে। একই ট্রেনে এসেছি আমরা। আমি জেনডায় নেমে গেলাম, ও চলে এলো স্ট্রেলসাউ-এ।'

ভুরু কুঁচকে কিছুক্ষণ ভাবলেন স্যাপ্‌ট। তারপর বললেন, 'আমার মনে হচ্ছে কিছু একটা ব্যাপার আছে এর ভেতরে। শুনেছি, ক'দিন আগে নাকি ডিউকের সাথে ঝগড়া হয়ে গেছে মবাঁর।'

'তাই যদি হয়, ও বোধ হয় সাহায্য করবে আমাদের। আমি যাচ্ছি ঐ বাড়িতে, কর্ণেল।'

'না। আপনি না, আমি যাবো। আমরা যা ভাবছি তা ঠিক না-ও হতে পারে। আপনাকে আটকানোর জন্যে হয়তো সদলবলে মাইকেল ঘাপটি মেরে থাকবে ওখানে।'

'কর্ণেল,' দৃঢ় কণ্ঠে আমি বললাম, 'আমিই যাবো ঐ বাড়িতে।'

আমার দৃঢ় কণ্ঠ শুনে একটু থমকালেন স্যাপ্‌ট। কয়েক মুহূর্ত নিঃশব্দে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে শেষে বললেন, 'বেশ। তবে আমিও যাবো আপনার সাথে।'

'পেছনের সেই দরজা পর্যন্ত, তার বেশি না।'

সেদিনই রাত। এগারোটা বেজেছে কিছুক্ষণ আগে।

রাস্তায় নেমে এলাম আমি আর স্যাপ্‌ট। ফ্রিৎস প্রাসাদেই রইলো। রাজার শূন্য শোয়ার ঘর পাহারা দেবে। কেউ যেন চিনতে না পারে সেজন্যে আমি স্যাপ্‌ট দু'জনেই মুখ ঢাকা টুপি পরে নিয়েছি; উঠিয়ে দিয়েছি কোটের কলার। অস্ত্র হিশেবে দু'জ-

নেরই সঙ্গে একটা করে ছুরি আর রিভলভার। বারোটা বাজতে এখনো বেশ দেরি। ধীরে ধীরে ঘোড়া চালিয়ে চললাম আমরা।

সময় কাটানোর জন্যে রাস্তায় কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করলাম। ঠিক বারোটা বাজতে পাঁচ মিনিটের সময় পৌঁছুলাম নিউ অ্যাভেনিউ-এ। কয়েক মিনিট মাত্র লাগলো চিঠিতে বলা বাড়িটার সামনে পৌঁছুতে। বাইরে থেকে কোনো আলো দেখা যাচ্ছে না ওটায়। এত রাতে দেখা যাওয়ার কথাও নয়। পাশ দিয়ে ঘুরে বাড়িটার পেছনে চলে এলাম আমরা। ছোট্ট দরজাটা দেখতে পেলাম। ঘোড়া থেকে নামলাম আমি।

'আপনি এখানে থাকুন,' কর্ণেলের দিকে তাকিয়ে বললাম।

'যদি গুলি-গোলা বা ধস্তা-ধস্তির শব্দ পাই, আমি…।'

'আপনি এখানেই থাকবেন। রাজাকে বাঁচাতে হলে আমাদের একজনকে অবশ্যই বেঁচে থাকতে হবে।'

'তা ঠিক। তাহলে যান। ভালোয় ভালোয় ফিরে আসুন এই প্রার্থনা করি।'

সাথে একটা লণ্ঠন এনেছি; সেটা জ্বালিয়ে সাবধানে দরজাটা খুললাম আমি। নিঃশব্দে ঢুকলাম বাড়ির ভেতরে। ডান দিকে তাকাতেই দেখলাম একটু দূরে ছোট বাংলো ঘরটা। হেঁটে চললাম বাগানের মাঝখান দিয়ে বাঁধানো পথ ধরে।

আকাশে চাঁদ নেই। চারদিক অন্ধকার। আমার চারপাশে সামান্য একটু জায়গা শুধু আলোকিত হয়েছে লণ্ঠনের আলোয়। বিড়ালের মতো লঘু পায়ে হাঁটছি আমি। রিভলভারটা বের করে হাতে রাখলাম। চোখ-কান সতর্ক, কোনো দিক থেকে কোনো

শব্দ আসে কিনা।

না! কোনো শব্দ শুনলাম না, আলোও দেখলাম না। নিঃশব্দে পৌঁছে গেলাম বাংলো ঘরটার কাছে। সাবধানে কয়েক ধাপ সিঁড়ি টপকে বারান্দার ওপর উঠলাম। দরজার সামনে গিয়ে কান খাড়া করে রইলাম কয়েক মুহূর্ত। এখনও কোনো শব্দ নেই। হাতড়ে হাতড়ে দরজার হাতলটা খুঁজে বের করে খুলে ফেললাম কপাট।

ত্রস্ত একটা নারীকণ্ঠ ফিস ফিস করে বললো, 'দরজা বন্ধ করে দিন তাড়াতাড়ি।'

দরজা বন্ধ করে লণ্ঠন তুলে মহিলার মুখের দিকে তাকালাম আমি। হ্যাঁ, আন্তোয়ানেত দ্য মবাঁ-ই। সেদিন যেমন দেখেছিলাম তেমনি সুন্দরী। তেমনি চমৎকার একটা পোশাক পরে আছে আজও।

'শুনুন!' ফিস ফিস করে বললো সে। 'শুনুন! নষ্ট করার মতো একদম সময় নেই। আমি জানি আপনি আসলে রুডল্ফ র‍্যাসেনডিল। ডিউক আমাকে দিয়ে জোর করে লিখিয়েছে ঐ চিঠিটা।'

'আমিও তা-ই ভেবেছি।'

'বিশ মিনিটের ভেতর তিনজন লোক আসবে এখানে।'

'তিনজন! সেই তিনজন?'

'হ্যাঁ। আপনাকে খুন করতে আসবে ওরা।'

'আচ্ছা! ওদের পক্ষে খুব সহজ হবে না কাজটা।'

'শুনুন! ওরা ঠিক করেছে, আপনাকে এখানে খুন করে মৃতদেহটা নিয়ে গিয়ে ফেলে রাখবে পুরনো শহরের কোনো রাস্তায়। যেন আসল খুনীদের হদিস কেউ না করতে পারে। ওরা যদি সফল হয়

কাল সকালেই সেনা বাহিনীকে ডাকবে মাইকেল। হত্যার সব দায় চাপাবে আপনার বন্ধুদের ঘাড়ে। তাদের ধরে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেয়া হবে, এই ফাঁকে আসল রাজাকেও হত্যা করবে মাইকেলের অনুচররা। তারপর ডিউক রাজা হয়ে বসবে এবং বিয়ে করবে রাজকুমারী ফ্ল্যাভিয়াকে।'

'চমৎকার পরিকল্পনা, সন্দেহ নেই!' আমি বললাম। 'আমাকে আপনি দয়া করে জানালেন বলে জানলাম। কিন্তু—কিন্তু, বুঝতে পারছি না কেন আপনি···।'

আমাকে শেষ করতে দিলো না মর্বা, হিংস্র কণ্ঠে বললো, 'রাজকুমারীকে বিয়ে করতে পারবে না ডিউক। কক্ষণো না! ওর মৃত্যু আমি সইতে পারবো, কিন্তু অন্য মেয়েকে বিয়ে?—অসম্ভব!' থামলো সে। একটু শান্ত হলো, তারপর বলে চললো, 'আপনি এখন যান, মিস্টার র‍্যাসেনডিল। মাইকেলের কুৎসিত পরিকল্পনার কথা জানানোর জন্যে আপনাকে ডেকেছিলাম। জানিয়েছি। এবার যান। যে কোনো মুহূর্তে ওরা এসে পড়তে পারে।'

'তা না হয় গেলাম, আপনি কি বলে বুঝ দেবেন ডিউককে?'

'আমি বলবো, আপনি আসেননি।'

'যদি আপনার কথা বিশ্বাস না করে?'

এ প্রশ্নের কোনো জবাব দিলো না মর্বা। অস্থির কণ্ঠে বললো, 'যান মিস্টার র‍্যাসেনডিল, দেরি হয়ে যাওয়ার আগেই চলে যান দয়া করে। একটা কথা, যে পথে এসেছেন সেদিক দিয়ে যাবেন না। উল্টো দিকের দেয়ালে মই লাগানো আছে, ওদিক দিয়ে যাবেন। যান!'

'আর একটা প্রশ্ন। দুর্গের কোন অংশে রাখা হয়েছে রাজাকে?'

'পুরনো অংশে। ঝোলানো সেতুটা পার হয়ে যে লোহার দরজা সেটা দিয়ে ঢুকে···।' থেমে গেল মর্বা। তারপরই আতঙ্কিত স্বরে চিৎকার করে উঠলো, 'ওহো! ঐ ওরা এসে গেছে! কেন আরো আগে চলে গেলেন না!'

লণ্ঠনের আলো কমিয়ে দিলাম আমি। প্রায়ান্ধকার কামরাটায় দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলাম, ক্রমশ এগিয়ে আসছে পায়ের আওয়াজ। দরজার কপাটে এক জায়গায় সরু এক চিলতে ফাটল দেখতে পেলাম নিভু নিভু লণ্ঠনের অস্পষ্ট আলোতে। ঝুঁকে সেখানে চোখ রাখলাম। সিঁড়ির গোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে ত্রিমূর্তি। ঘরে ঢুকেই রিভলভারটা পকেটে ঢুকিয়ে রেখেছিলাম, আবার বের করে নিলাম। সিঁড়ি টপকে বারান্দায় উঠে এলো তিনজন।

'রুডলফ র‍্যাসেনডিল!' চিৎকার করে ডাকলো ওদের একজন। গলাটা চিনতে পারলাম। ইংরেজ, ডেচার্ড।

আমি কোনো জবাব দিলাম না।

'আমরা জানি, তুমি আছো ঘরের ভেতর। শোনো! তোমার সাথে আমরা কথা বলতে চাই। গুলি করবে না, বলো, তাহলে আমরা ঘরের ভেতর আসছি।'

দরজার চিলতে ফাঁকে আবার চোখ লাগালাম আমি। দরজা বরাবর বারান্দার মাঝখানে ওরা দাঁড়িয়ে আছে। তিনজনেরই হাতে রিভলভার। দরজার দিকে তাক করা।

'আসবো আমরা ভেতরে? কথা দিচ্ছি, গুলি ছুঁড়বো না।'

'বিশ্বাস করবেন না ওদের কথা,' ফিস ফিস করে বললো আঁতো-

য়ানেত।

'যে যেখানে আছি সেখানে থেকেই আমরা কথা বলতে পারি,' আমি জবাব দিলাম।

'দরজা খুলে গুলি করবে না, বলো।'

'তোমরা আগে না ছুঁড়লে আমি ছুঁড়বো না। ভেতরে আসার দরকার নেই, যেখানে আছো সেখান থেকেই বলো, কি বলতে চাও।'

ছ'পা করে এগিয়ে এলো তিনজন। ঠিক দরজার সামনে ওরা এখন। এখনো তেমনি তাক করে আছে রিভলভার।

আমি আবার বললাম, 'কই, কি বলবে বলো।'

'ডিউক একটা প্রস্তাব দিয়েছেন তোমাকে। এক্ষুণি যদি এদেশ ছেড়ে চলে যাও, উনি তোমাকে পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড দেবেন।'

'পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড! সে তো অনেক টাকা। একটু ভাবার সময় দাও আমাকে।' আঁতোয়ানেত্ত দ্য মর্বার দিকে তাকালাম আমি। ফিস ফিস করে বললাম, 'দেয়ালের কাছে সরে যান!'

'কেন? কি করতে চান আপনি?' কম্পিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলো সে। দেখলাম ও নিজেও বাতাস লাগা পাতার মতো থর থর করে কাঁপছে।

'আপনি সরে দাঁড়ান। দেখবেন কি করি।'

রিভলভারটা পকেটে রেখে ঘুরে দাঁড়ালাম আমি। ঘরের মাঝামাঝি জায়গায় একটা গোল চায়ের টেবিল আছে। জিনিসটা বেশ ভারি, লোহার তৈরি। কাছে গিয়ে পায়া ধরে নিঃশব্দে কাত করে ফেলে ওটার আড়ালে গিয়ে বসলাম। পুরু লোহার পাত দিয়ে তৈরি টেবিলের ওপরটা। গুলি আসতে পারবে না ওটা ভেদ করে। আমার

শরীর এবং মাথার জন্যে চমৎকার একটা ঢাল হলো। এর পর চিৎকার করে বললাম,

'তোমরা আছো তো?'

'হ্যাঁ। কি ঠিক করলে?' চেঁচালো ডেচার্ড।

'তোমাদের প্রস্তাবটা লোভনীয়। আমি গ্রহণ করছি। দরজা খুলে ভেতরে এসো।'

'তুমি খোলো।'

'পাল্লাটা বাইরের দিকে খোলে, তোমাদের জন্যেই সুবিধা।'

'তাহলে আমিই খুলছি,' সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে বললো ডেচার্ড।

ঝটাং করে খুলে গেল কপাট। তিনজন দাঁড়িয়ে আছে খোলা দরজার মুখে। তিনটে রিভলভার সোজা আমার দিকে তাক করা। আমি তৈরিই ছিলাম। দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড এক চিৎকার করে সর্বশক্তিতে টেবিলটা গড়িয়ে দিলাম দরজা বরাবর এবং আমিও লাফ দিয়ে উঠে টেবিলের আড়ালে আড়ালে ছুটলাম খোলা দরজার দিকে। এক সাথে গর্জে উঠলো তিনটে রিভলভার। তিনটে গুলি ঠকাস ঠকাস করে লাগলো টেবিলের ওপরটায়। পর মুহূর্তে টেবিলটা আঘাত করলো ওদের। বারান্দার ওপর থেকে ছিটকে সিঁড়ির ওপর পড়ে গেল তিনজন। তাদের ওপর গড়িয়ে গিয়ে পড়লো ভারি টেবিলটা। ঘরের ভেতর থেকে আঁতোয়ানেত্ত দ্য মর্বার আতঙ্কিত চিৎকার ভেসে এলো। ইতিমধ্যে আমি পৌঁছে গেছি বারান্দায়। ওরা তিন জন যখন টেবিলের নিচে চাপা পড়ছে তখন আমি লাফ দিয়ে নামছি বারান্দা থেকে।

মাটিতে পড়েই পেছন ফিরে তাকালাম আমি। দ্য গতে আর বার-

সোনিন পড়ে আছে টেবিলের নিচে। অচেতন। ডেচার্ড হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে দাঁড়াচ্ছে। দৃশ্যটা দেখে হাসি চাপতে পারলাম না আমি। হেসে উঠলাম হো-হো করে। এদিকে পুরো উঠে দাঁড়ানোর আগেই আবার গুলি ছুঁড়েছে ডেচার্ড। ফস্কে গেল ওর গুলিটা। আমিও টেনে দিলাম আবার রিভলভারের ট্রিগার। আমারটা ফস্কালো না। তীব্র এক চিৎকার করে চিৎ হয়ে পড়ে গেল ডেচার্ড। আর দেরি না করে ঘুরে দাঁড়িয়ে ছুটলাম আমি। বাংলো ঘরটা ছাড়িয়ে এগিয়ে গেলাম প্রাচীরের দিকে, আঁতোয়ানেত যেমন বলেছিলো।

তারপরই হঠাৎ আমার মনে হলো, সত্যি কথা বলেছিলো তো আঁতোয়ানেত? দেয়ালের সাথে মইটা লাগানো আছে তো? না থাকলে বিপদই হবে। ঢোকার আগেই খেয়াল করেছি অনেক উঁচু এ বাড়ির প্রাচীর। টপকানো সম্ভব নয় আমার পক্ষে।

কয়েক সেকেণ্ড পরেই দুশ্চিন্তার অবসান হলো। নাহ্, মইটা আছে। স্বস্তির একটা নিশ্বাস ফেললাম আমি। পলকের মধ্যে মই বেয়ে উঠে গেলাম দেয়ালের ওপরে। তারপর লাফিয়ে পড়লাম ওপাশে। স্যাপ্‌টকে যেখানে রেখে গিয়েছিলাম সেই ছোট্ট দরজাটার কাছে দৌড়ে এলাম।

স্যাপ্‌ট তখন অস্থির ভাবে পায়চারি করছেন দরজার সামনে। আমার শেষ কথাগুলো স্মরণ করে সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না, ভেতরে ঢুকবেন কি না। আমাকে দেখে হারানো ছেলেকে খুঁজে পেলে মায়ের চেহারা যেমন হয় তেমনি উজ্জ্বল হয়ে উঠলো স্যাপ্‌টের মুখ।

'বেঁচে আছেন আপনি!' বিস্ময় আর আনন্দে চেঁচিয়ে উঠলেন

তিনি।

বারসোনিন আর দ্য গতের পরিণতির কথা মনে পড়ে যেতেই আবার হেসে উঠলাম আমি, জবাব দিতে পারলাম না কর্ণেলের কথার।

'কি ব্যাপার? হয়েছে কি বলবেন তো?' একটু ঝাঁঝের সাথে আবার জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'চার ভদ্রলোক, চায়ের টেবিল ঘিরে!' আমি জবাব দিলাম। 'ওহ, কর্ণেল, যদি দেখতেন ওদের অবস্থা! দারুণ এক চায়ের দাওয়াত…!' হাসির দমকে আবার কথা বন্ধ হয়ে গেল আমার।

উমেশচন্দ্র পাবলিক লাইব্রেরী স্থাপিত-১৮৯৭ খুলনা

বারো

পরদিন বিকেলে আমি তখন তাস খেলছি ফ্রিৎস-এর সাথে। স্যাপ্‌ট ঘরে ঢুকলেন। পুলিশ বিভাগের দৈনিক বিবরণী তাঁর হাতে।

'পড়ুন,' খেলতে খেলতেই আমি বললাম।

'বেশ মজার কিছু ঘটনার কথা লিখেছে এতে,' বললেন তিনি। 'পড়ছি শুনুন : মহামান্য ডিউক মাইকেল অভ স্ট্রেলসাউ আজ সকাল দশটায় আকস্মিকভাবে রাজধানী ছেড়ে চলে গেছেন। তাঁর বিশ্বস্ত তিন অনুচর দ্য গতে, বারসোনিন এবং ডেচার্ডও তার পেছন পেছন এগারোটার দিকে স্ট্রেলসাউ ছেড়েছে। ডেচার্ডের এক হাতে বড়সড় একটা ব্যাণ্ডেজ বাঁধা ছিলো। ডিউক ও তাঁর অনুচররা আলাদা আলাদা ভাবে রওনা হয়েছেন বটে, কিন্তু গেছেন সবাইই জেনডার দিকে, এবং ঘোড়ায় চড়ে। অ্যাঁতোয়ানেত দ্য মবাঁ-ও শহর ছেড়েছেন। বারোটার ট্রেনে রওনা হয়েছেন তিনি। আমাদের সন্দেহ, তিনিও জেনডায়ই গেছেন।'

'সত্যিই দারুণ সব খবর!' আমি বললাম।

'এখনো শেষ করিনি আমি,' বললেন স্যাপ্‌ট। পড়ে চললেন,

'রাজধানীর জনসাধারণের ভেতর চাপা একটা বিক্ষোভ যেন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আমরা এপর্যন্ত যেটুকু জানতে পেরেছি তাতে মনে হয়, মহামান্য রাজা এখনো তাঁর বিয়ের তারিখ ঘোষণা করেননি বলেই ক্ষুব্ধ জনগণ। মাননীয়া রাজকুমারী ফ্ল্যাভিয়াও একটু ক্ষুব্ধ এ কারণে। এই সব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ডিউক মাইকেল আরো বেশি জনপ্রিয় হয়ে উঠছেন।'

'কেন? রাজা বিয়ে করলো কি না করলো, তাতে জনগণ ক্ষুব্ধ হবে কেন?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'কারণ, যে বিয়ে ঠিক হয়ে আছে, এবং অভিষেকের পরপরই হবে বলে কথা আছে তা যদি এতগুলো দিন চলে যাওয়ার পরেও না হয় রাজার চরিত্র সম্পর্কে সন্দেহ জাগবে না প্রজাদের মনে? রাজা তো আর সাধারণ মানুষ না যে অর্থনৈতিক অনটনের কারণে বিয়ে করতে পারছেন না।'

বুঝলাম। কিন্তু আমি এ ব্যাপারে কি করতে পারি? ভীষণ অস্বস্তি বোধ করছি। কি করে আমি বিয়ে করবো রাজকুমারীকে? কেনই বা করবো? ফ্ল্যাভিয়ার ভালোবাসা সে তো আমার জন্যে নয়, রাজার জন্যে। পরিস্থিতি আমাকে বাধ্য করছে রাজার ভূমিকায় অভিনয় করতে, তাই বলে আমার কি কোনো আত্মমর্যাদাবোধ নেই? অন্য একজনের সাথে যার বাগদান হয়ে আছে তাকে আমি বিয়ে করবো? নকল ভাবে রাজা হয়েছি বলে কি নকলভাবে বিয়েও করবো?

'আজ রাতে রাজকুমারীর সম্মানে এক বল নাচের আয়োজন করেছি আমরা,' বললেন স্যাপ্‌ট। 'আপনিও উপস্থিত থাকবেন

তাতে, আপনি নিজে আজ তাঁকে আনুষ্ঠানিক ভাবে বিয়ের প্রস্তাব দেবেন।'

'কি করে? কি করে আমি এ প্রস্তাব দেবো?'

'দিতেই হবে। এছাড়া কোনো উপায় নেই—রাজার প্রাণের খাতিরে আপনাকে এ প্রস্তাব দিতেই হবে।'

সেদিনই সন্ধ্যা। প্রাসাদের বল কামরা।

রাজধানীর তো বটেই দেশের অন্যান্য অংশেরও গুরুত্বপূর্ণ, গণ্যমান্য ব্যক্তিরা সব উপস্থিত। এত অল্প সময়ে এত লোককে খবর দিয়ে হাজির করলেন কি করে স্যাপ্‌ট ভেবে পেলাম না। জোড়ায় জোড়ায় নাচছেন সবাই বাজনার তালে তালে। ফ্রিৎস নাচছে হেলগার সাথে। আমিও নাচছি, রাজকুমারী ক্ল্যাভিয়ার সাথে। স্যাপ্‌ট অবশ্য নাচটাচের ধার ধারছেন না। সতর্ক ভাবে দৃষ্টি রাখছেন তিনি সবার ওপরে। নাচের মাঝে যখন বিরতি হচ্ছে দু'এক মিনিটের জন্যে, আমার কাছে এসে কানে কানে কিছু বলে যাচ্ছেন।

নাচ শুরু হয়েছে বেশ কিছুক্ষণ আগে, সেই থেকে নাচছি আমরা। এখনো বিন্দুমাত্র ক্লান্ত হইনি আমি বা ক্ল্যাভিয়া। এমন সারাজীবন যদি নাচি তবু হয়তো হবো না। অপূর্ব এক সুখে ভরে উঠেছে আমার মন, সম্ভবত ক্ল্যাভিয়ারও। কি সুন্দর নাচে ও! দেশে থাকতে বহুবার বহু মেয়ের সাথে আমি নেচেছি, কিন্তু আর কারো সাথে নেচে এমন ভালো লাগেনি। সবাই দেখছে আমাদের। চোখে প্রশংসা।

নাচের পর খাওয়া দাওয়া। অভিষেকের দিন যেমন বসেছিলো আজও তেমনি আমার পাশেই বসেছে ক্ল্যাভিয়া।

নিঃশব্দে খাওয়া শেষ করলাম আমরা। তারপর আমি উঠে দাঁড়ালাম। সবার সামনে আমার গলার কাছ থেকে 'রুরিতানিয়ার লাল গোলাপ'টা খুলে নিলাম। পরিয়ে দিলাম রাজকুমারীর গলায়। সবাই আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠলো। চেঁচিয়ে উঠলো রাজা ও ভবিষ্যৎ রানীর শুভ কামনায়। আড়চোখে তাকিয়ে দেখলাম স্যাপ্‌টের মুখেও মৃদু হাসি।

খাওয়ার পর—আহ্, কি করে আমি সে কথা বলবো? কি করে আমি ভুলবো সে স্মৃতি? ক্ল্যাভিয়ার সাথে বাইরে বাগানে এসেছি। সুন্দর রাত—সম্ভবত আমার জীবনের সবচেয়ে সুন্দর। আকাশে পূর্ণ চাঁদ। ফুলের মিষ্টি সুবাসে মৌ মৌ করছে বাগানের বাতাস। কোথায় যেন একটি নিঃসঙ্গ নাইটিঙ্গেল জেগে জেগে গান করছে। আমার ভেতরেও একটু একটু করে সংক্রামিত হচ্ছে নাইটিঙ্গেলটির সেই নিঃসঙ্গতা।

আমি এমন কিছু করতে চাই না যাতে ভবিষ্যতে রাজা বা রাজকুমারীর সম্মান নিয়ে কোনো প্রশ্ন ওঠে। ক্ল্যাভিয়াই আমাকে নিয়ে এসেছে বাগানে। পাশাপাশি হাঁটছি দু'জন। আমার মনে হচ্ছে, ক্ল্যাভিয়া আশা করছে আমি কিছু বলি। কিন্তু কি বলবো আমি? হাঁটতে হাঁটতে এক জায়গায় এসে হঠাৎ থেমে দাঁড়ালো ক্ল্যাভিয়া। বিশাল চোখ দুটো মেলে চাইলো আমার দিকে। অনির্বচনীয় এক সুখের অভিব্যক্তি ওর মুখে। যেন বলতে চাইছে, 'ভালোবাসি! ভালোবাসি!'

মুহূর্তে আমার ভেতরে যে কি হয়ে গেল আমি বলতে পারবো না। আগ বাড়িয়ে আমি কিছু বলবো না বা, করবো না বলে যে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম মনে মনে, ভুলে গেলাম। ভুলে গেলাম আমি কে, কোথায় আছি, কেন। ভুলে গেলাম, আসল রাজা বন্দী হয়ে আছে জেনডায়, প্রহর গুনছে মৃত্যুর। ভুলে গেলাম স্যাপ্‌ টের কথা, ফ্রিৎস-এর কথা, ডিউক মাইকেলের কথা। কেবল মনে রইলো আমার ভালোবাসা—ওর জন্যে আমার ভালোবাসার কথা। ওর সামনে মাটিতে হাঁটু ঠেকিয়ে বসলাম আমি। ওর একটা হাত তুলে নিয়ে আলতো করে ঠোঁটে ছোঁয়ালাম। তারপর অস্ফুট কণ্ঠে বললাম, 'ভালোবাসি। আমি তোমাকে ভালোবাসি, রাজকুমারী!'

আলগোছে হাতটা টেনে নিলো ফ্ল্যাভিয়া।

'একটা কথা বলবে, রুডল্‌ফ,' কেমন যেন হতাশা মেশানো ওর কণ্ঠস্বর, 'সত্যিই কি তুমি আমাকে ভালোবাসো? নাকি অমন বলাটা তোমার কর্তব্য, না বললে আমি দুঃখ পাবো, ভেবে বলো?'

'আমি তোমাকে ভালোবাসি, ফ্ল্যাভিয়া—আমার নিজের চেয়ে বেশি ভালোবাসি।'

'আমি—আমিও তোমাকে ভালোবাসি, রুডল্‌ফ—এখন,' ফিস ফিস করে বললো রাজকুমারী।

'এখন?'

'হ্যাঁ, এখন। আগে বাসতাম কি না জানি না কিন্তু এখন—অভিষেকের পর থেকে, তুমি ছাড়া আর কেউ নেই আমার হৃদয়ে।'

হঠাৎ আমার যে কি হলো—ফ্ল্যাভিয়ার হাতটা টেনে নিয়ে শক্ত করে ধরে ব্যাকুল কণ্ঠে বলে উঠলাম, 'ফ্ল্যাভিয়া, তোমার চোখে যা

দেখতে পাচ্ছি, তাতে আমার মন আর বাধ মানছে না—। তবু—তবু তুমি একটা কথা বলো, আমি যদি—আমি যদি পঞ্চম রুডল্‌ফ না হতাম, রুরিতানিয়ার রাজা না হতাম তবু তুমি আমাকে ভালোবাসতে?'

ফ্ল্যাভিয়ার হাতটা একটু কাঁপলো আমার মুঠির ভেতর, মুখটা সামান্য নিচু হলো। আমার মনে হলো, ও বুঝি উত্তর দেবে, কিন্তু না, নিঃশব্দে মাটির দিকে চেয়ে রইলো সে।

'ফ্ল্যাভিয়া, বলো, চুপ করে থেকো না,' আরো ব্যাকুল হয়ে উঠেছে আমার গলা। 'মনে করো আমি রুরিতানিয়ার রুডল্‌ফ নই, মনে করো আমি একজন বিদেশী—নেহায়েত ঘটনাচক্রে দেখা হয়ে গেছে তোমার সাথে, তারপরও কি তুমি আমাকে ভালোবাসবে?'

মুখ তুলে আমার মুখের দিকে তাকালো ফ্ল্যাভিয়া। চোখ দুটো কি একটু ভেজা ভেজা মনে হচ্ছে? ঠোঁট দুটো কি কাঁপছে? এক সেকেণ্ড—এই এক সেকেণ্ডকেই আমার কাছে মনে হলো কয়েক যুগ—পরে শুনতে পেলাম ওর কণ্ঠস্বর।

'আমাকে পরীক্ষা করছো?'

'না, না, ফ্ল্যাভিয়া। তুমি—তুমি শুধু বলো, তুমি আমাকেই ভালোবাসো, শুধু আমাকে; রাজ্য সম্পদ বাদ দিয়ে শুধু আমাকে।'

কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো রাজকুমারী। তারপর আমার চোখে চোখ রেখে ধীরে ধীরে বললো, 'তুমি যদি সামান্য একজন সৈনিক হতে, রুরিতানিয়ার কেউ তোমাকে না চিনতো, তুমি যদি অখ্যাত বিদেশী হতে—তবু তুমি—তুমি আমার—।'

'তোমার ?'

'হ্যাঁ আমার। শুধু আমার।'

হঠাৎ টপ টপ করে দু'ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়লো ক্ল্যাভিয়ার বুকের কাপড়ের ওপর।

এবার ?—এবার আমি কি করবো ? সত্য প্রকাশ করবো ?

'ক্ল্যাভিয়া !' কাঁপা গলায় বললাম আমি। 'ক্ল্যাভিয়া···তাহলে শোনো, আমি···আমি···।'

ঠিক এই সময় ভারি একটা পায়ের আওয়াজ পৌঁছুলো আমার কানে। খুক করে একটা কাশির শব্দ। কর্নেল স্যাপ্‌ট এসে দাঁড়ালেন পেছনে।

আরেকটু হলেই দুরন্ত আবেগের মুখে আমি সত্য প্রকাশ করে ফেলছিলাম। স্যাপ্‌ট এসে যাওয়ায় সামলে নিলাম। নিঃসন্দেহে আড়াল থেকে আমাদের আলাপ শুনছিলেন কর্নেল। ঠিক সময়ে আমাকে থামিয়ে দিয়েছেন।

'মহানুভব,' বললেন তিনি, একটু রুক্ষ শোনালো তাঁর কণ্ঠস্বর ; 'বিশ মিনিটের বেশি হয়ে গেল মহামান্য কার্ডিন্যাল অপেক্ষা করছেন আপনার কাছ থেকে বিদায় নেয়ার জন্যে।'

আমি কিছু বলতে পারলাম না। গলার কাছে কিছু একটা যেন আটকে আছে।

'ওহ, কর্নেল স্যাপ্‌ট, আপনি !' তাড়াতাড়ি চোখের পানি মুছে ক্ল্যাভিয়া বলে উঠলো। 'আমার যা খুশি লাগছে না !'

সত্যিই দেখলাম, আনন্দে চক চক করছে ওর দু'চোখ।

বুড়ো সৈনিকের চোখেও উজ্জ্বলতা দেখলাম। পরমুহূর্তে দুঃখের

ছায়া পড়লো সেখানে। করুণ একটু হেসে ক্ল্যাভিয়ার একটা হাত তুলে নিয়ে চুমু খেলেন তিনি। বললেন, 'ঈশ্বর আমাদের ভাবী রানীকে দীর্ঘায়ু করুন।' তারপর আমার দিকে তাকালেন। 'কিন্তু আগে রাজা। মহামান্য রাজা দীর্ঘজীবী হোন !'

একটু কেশে গলা পরিষ্কার করে আমি বললাম, 'চলুন, কর্নেল।'

জনাকীর্ণ নাচ-কামরায় ফিরে এলাম আমরা। স্যাপ্‌ট এখানে-ওখানে ঘুরে বিভিন্নজনের কানে কানে মৃদু হেসে কি যেন বলতে লাগলেন। একটু পরেই দেখলাম সবাই কানাকানি করছে, সবার মুখেই হাসি। সবাই তাকিয়ে আছে ক্ল্যাভিয়া আর আমার দিকে। নিশ্চয়ই স্যাপ্‌ট সবাইকে জানিয়েছেন, আমি আনুষ্ঠানিক ভাবে ক্ল্যাভিয়াকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছি।

অবশেষে আসর ভাঙার সময় হলো। আমরা দু'জনে পাশাপাশি দাঁড়ালাম। অতিথিরা এগিয়ে এসে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে যেতে লাগলেন। সবাই চলে যাওয়ার পর স্যাপ্‌ট আমার কাছে এসে বললেন, 'এবার একটু বাইরে আসতে হয়, মহানুভব।'

'কেন বাইরে আবার কি হলো ?'

'বাইরে কিছু মানুষ এসে ভীড় জমিয়েছে। ওরা কেমন করে যেন খবর পেয়েছে আজ আপনি আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রস্তাব দেবেন রাজকুমারীকে। তাই আপনাদের আশীর্বাদ করতে এসেছে।'

অগত্যা বাইরে এলাম আমরা। আগের মতোই পাশাপাশি, দু'জন দু'জনার হাত ধরে। আমাদের দেখেই উল্লাসে ফেটে পড়লো জনতা।

'রাজা দীর্ঘজীবী হোন ! রানী দীর্ঘজীবী হোন !' ধ্বনিতে মুখর

হয়ে উঠলো রাতের আকাশ। মধুর হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো ফ্ল্যাভিয়ার মুখ।

'আর আমি? আমার মনে যে ঝড় বইছে তা শান্ত হবে কবে? আদৌ হবে কি?'

পাবলিক লাইব্রেরি স্থাপিত-১৮৫৭

তেরো

বিদায় নিলো ফ্ল্যাভিয়া। অবশেষে একা হলাম আমি আর স্যাপ্‌ট।

টেবিলের ওপর একটা লাল গোলাপ পড়ে আছে। সেটার দিকে হাত বাড়ালেন স্যাপ্‌ট। বিদ্যুৎ গতিতে হাত ছুটলো আমার। ফুলটা ঢেকে ফেলে বললাম, 'এটা ছোঁবেন না!' আমার অজান্তেই কেমন যেন হিংস্র হয়ে উঠেছে আমার কণ্ঠস্বর। 'না, ছোঁবেন না! এটা আমার। আপনার নয়, আপনাদের রাজারও নয়। ও এটা আমাকে দিয়েছে—শুধু আমাকে।'

বোকার মতো মুখ করে হাতটা সরিয়ে নিলেন স্যাপ্‌ট।

প্রেম আর মর্যাদার দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে আমার মনের ভেতরে। ইচ্ছে করলেই আমি পেতে পারি ফ্ল্যাভিয়াকে। আসল রাজা যদি মরে যায় তাতে কি ক্ষতি আমার? ব্ল্যাক মাইকেল খুন করুক না তাকে! আমি যে রাজা রুডল্‌ফ নই তা কে প্রমাণ করতে পারবে? কর্ণেল স্যাপ্‌ট আর ফ্রিৎস-ও যদি চেষ্টা করে পারবে না। তাছাড়া আমাকে নকল প্রমাণ করলে ওঁদেরও অসুবিধা কম হবে না। প্রাণ নিয়ে টানাটানি পড়ে যাবে। তাহলে? কেন আমি সাহায্য

করবো রাজাকে? ক্যাভিয়াকে বিয়ে করে সুখে রাজত্ব করবো না কেন? আহ, ক্যাভিয়া! এই নোংরা নাটকের ভেতর তুমি, নিষ্পাপ-ফুল, কেন এলে?

হঠাৎ ভীষণ ক্লান্ত বোধ করতে লাগলাম আমি। স্বার্থে স্বার্থে এই দড়ি টানাটানি, হীনতা, চক্রান্ত, গুপ্তহত্যা—এসবের আবর্তে পড়ে জগতের সবচেয়ে লোভনীয় জিনিসও আমার কাছে অরুচিকর মনে হলো। মনে হলো, ছি, একি ভাবছি আমি? নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে রাজার মৃত্যু কামনা করছি! কে যেন আমার মনের গহনে কথা বলে উঠলো, 'ছি, রুডল্ফ র‍্যাসেনডিল, এই তোমার পরিণতি! লোভের ফাঁদে এমনিভাবে পা দিয়েছো! তোমার সম্মান, তোমার আত্মমর্যাদা কোথায় লুটিয়ে পড়বে একবার ভেবে দেখেছো? এই-সব নীচতার কথা যখন ক্যাভিয়া জানবে, ওর প্রেম কি কণা মাত্র অক্ষুণ্ণ থাকবে তোমার জন্যে?'

গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম আমি। মনে মনে বললাম, 'না, রুডল্ফ র‍্যাসেনডিল, এই নীচতা তোমাকে মানায় না। রাজাকে বাঁচাবে তুমি, অন্তত চেষ্টা করবে, প্রাণ দিয়ে চেষ্টা করবে। তুমি মানুষটাই যদি মেকি হয়ে যাও তোমার প্রেম কোন ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে থাকবে? ক্যাভিয়া কাকে ভালোবাসে? একজন লোভী, ঠগ, প্রবঞ্চককে না একজন মানুষকে, খাঁটি মানুষকে?'

নাহ্, আর চলতে দেয়া যায় না এই ঢিলেঢালা ভাব। স্যাপ্টের দিকে তাকালাম আমি।

'কর্নেল, রাজাকে উদ্ধার করার আগে আর আমি বিশ্রাম নেবো না। আপনারা যেভাবে কাজ করছেন তা আমার একদম পছন্দ

হচ্ছে না।'

'খুব গোপনে কাজ করতে হচ্ছে আমাদের ...'

'গোপনে করছেন না প্রকাশ্যে করছেন আমি জানি না, জানতে চাইও না। আমরা কালই জেনডায় যাচ্ছি। রাজাকে উদ্ধার করতে হলে ওখানেই যেতে হবে, এখানে বসে বসে গোপনে কাজ করে কিছু ফল হবে না।'

'আর কয়েকটা দিন ধৈর্য...।'

'না, কর্নেল, না, আর একদিনও না। এখানে এমনি হাত পা গুটিয়ে বসে থাকলে পাগল হয়ে যাবো আমি।'

উঠে দাঁড়ালেন স্যাপ্ট। আমার হাত ধরে শান্ত কণ্ঠে বললেন, 'ঠিক আছে, আজ রাতের ভেতর সব প্রস্তুতি শেষ করতে বলি ফ্রিৎসকে, কালই আমরা জেনডায় যাবো।

পরদিন খুব ভোরেই আমরা তৈরি হয়ে গেলাম। স্যাপ্ট, ফ্রিৎস, আমি আর রাজার দেহরক্ষী বাহিনীর দশজন দুর্দান্ত সাহসী, বিশ্বস্ত বাছাই করা সৈনিক।

আমাদের এই আকস্মিক রাজধানী ছেড়ে যাওয়ার একটা যুক্তি-সংগত কারণ দেখাতে হবে সবার কাছে। সেই অনুযায়ী কর্নেল স্যাপ্ট রাতের ভেতরেই রটিয়ে দিয়েছেন, হঠাৎ করে শূকর শিকারের শখ হয়েছে রাজার, সে জন্যে আজ সকালেই জেনডার কাছে যে জঙ্গল আছে তার উদ্দেশ্যে রওনা হচ্ছেন তিনি। সঙ্গে যাচ্ছেন রাজার দুই একান্ত পার্শ্বচর কর্নেল স্যাপ্ট ও ফ্রিৎস আর দশজন দেহরক্ষী।

সুতরাং রাজাকে বিদায় জানানোর জন্যে এই সাত সকালেই প্রাসাদে উপস্থিত হয়েছেন উচ্চপদস্থ রাজ কর্মচারীরা। একে একে সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক মার্শাল স্ট্র্যাকেঞ্জ-এর সামনে এলাম আমি। বললাম, 'আপনার ওপর আমার আস্থা আছে, মার্শাল। সেজন্যে কথাটা আমি আপনাকেই বলে যেতে চাই, আকস্মিক কোনো দুর্ঘটনায় যদি রাজা মারা যান সেনাবাহিনীর সহায়তায় আপনি দেশের শাসনভার গ্রহণ করবেন। তারপর রাজকুমারী ফ্ল্যাভিয়াকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করে ছাউনীতে ফেরত পাঠাবেন আপনার বাহিনীকে।'

আমার কথা শুনে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন মার্শাল স্ট্র্যাকেঞ্জ।

'মনে হচ্ছে বিপদজনক কোনো কাজে যাচ্ছেন আপনি,' বললেন তিনি। 'আমি আসবো সাথে?'

'না। রাজকুমারীর নিরাপত্তার দায়িত্ব থাকছে আপনার ওপর। এ দায়িত্ব ঠিক মতো পালন করলেই আমি বেশি খুশি হবো। আপনার ওপর নির্ভর করতে পারি তো, মার্শাল?'

'নিশ্চয়ই, মহানুভব। আশা করি যে কাজে যাচ্ছেন, আপনি সফল হবেন।'

এবার ফ্ল্যাভিয়ার সাথে একবার দেখা করতে হবে। হয়তো শেষ দেখা।

লাফ দিয়ে ঘোড়ায় উঠলাম আমি। স্যাপ্‌ট, ফ্রিৎস আর দশ সৈনিককে বললাম একটু অপেক্ষা করতে। প্রাসাদ ফটক পেরিয়ে রাজপথে এসে নামলাম আমি।

হেলগার সাথে গল্প করছিলো ফ্ল্যাভিয়া। আমাকে দেখে উঠে দাঁড়ালো দু'জন।

'মহানুভব শিকারে যাচ্ছেন শুনলাম,' বললো হেলগা।

'হ্যাঁ, হেলগা। হঠাৎ করেই শখ চাপলো। জেনডার জঙ্গলে নাকি বেশ শুয়োর দেখা যাচ্ছে আজকাল। মেরে আসি কয়েকটা।'

'কাল বিয়ের প্রস্তাব দিলেন আমার সখীকে, আর আজ চললেন শিকারে?'

'চিন্তা কোরো না, দু'এক দিনের ভেতর ফিরবো।'

'হেলগা,' বলে উঠলো ফ্ল্যাভিয়া, 'মহানুভবকে কিছু খেতে দেবে না?'

'যাচ্ছি,' বলে চলে গেল হেলগা।

'আমি দুঃখিত,' শীতল কণ্ঠে বললো ফ্ল্যাভিয়া, 'তোমার ভালো লাগার মতো কিছু নেই এই স্ট্রেলসাউ-এ। আমি ভেবেছিলাম কাল রাতের ঘটনার…' থেমে গেল সে। টলটল করে উঠলো চোখের পানি। কাতর কণ্ঠে বললো, 'ও, রুডল্ফ! কেন আমাকে ছেড়ে যাচ্ছো তুমি? কেন? শিকারটাই বড় হলো তোমার কাছে? কালই…।'

ওর একটা হাত তুলে নিলাম আমার হাতে।

'আমার কথা শোনো, ফ্ল্যাভিয়া,' কোমলকণ্ঠে বললাম। 'বিপদজনক একটা কাজে যাচ্ছি আমি—।'

চমকে উঠলো ফ্ল্যাভিয়া। 'বিপদজনক! শিকারে নয় তাহলে?'

'আঁ…হ্যাঁ, শিকারই। যে শুয়োরটাকে আমরা শিকার করবো তার নাম ব্ল্যাক মাইকেল।'

মুহূর্তে ফ্যাকাসে হয়ে গেল ফ্ল্যাভিয়ার মুখ। 'ব্ল্যাক মাইকেল!'

'হ্যাঁ। অসম্ভব বাড়াবাড়ি শুরু করেছে মাইকেল। ভাই বলে এতদিন মেনে নিয়েছি। কিন্তু ওকে আর বাড়তে দেয়া উচিত নয়। ভালো একটা শিক্ষা দেয়া দরকার মনে করছি।'

'ও, রুডল্‌ফ, রুডল্‌ফ, ঐ ভয়ানক লোকটার বিরুদ্ধে…।'

'তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, ফ্ল্যাভিয়া, ও আমার কোনো ক্ষতিই করতে পারবে না।'

'তবু—তবু বলো, তুমি সাবধানে থাকবে?'

ওর চোখে চোখ রাখলাম আমি। 'থাকবো।'

'রোজ চিঠি লিখে জানাবে, কেমন আছো।'

'জানাবো।'

'রোজ?'

'হ্যাঁ, রোজ।'

'কবে ফিরবে?'

'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।'

'সম্ভব-টম্ভব না, তাড়াতাড়ি আসবে। বলো, আসবে?'

'আসবো।' তারপর গলা খাদে নামিয়ে আমি বললাম, 'ফ্ল্যাভিয়া, লক্ষ্মী মেয়ে শোনো, কোনো কারণে আমি যদি ফিরে না আসি, —কত কিছুই তো ঘটতে পারে, তাই না?—আমি চাই তুমি সিংহাসনে বসবে। তুমি রানী হয়ে আমার পক্ষে দেশ শাসন করবে। কথা দাও…।'

স্থির চোখে আমার দিকে তাকালো ফ্ল্যাভিয়া। কয়েক মুহূর্ত কি যেন খুঁজলো আমার চেহারায়। তারপর কান্নাভেজা স্বরে বললো, 'ঠিক আছে, তুমি যদি চাও। কথা দিলাম। আমার হৃদয়টা মরে

যাবে—যাক, তুমি যে দায়িত্ব আমাকে দিয়ে যাচ্ছো তা পালন করবো।'

বলতে বলতে সত্যিই রানীর ভঙ্গিতে মাথা উঁচু করে দাঁড়ালো ও। পরমুহূর্তে দু'হাতে মুখ ঢেকে ভেঙে পড়লো কান্নায়। শিশুর মতো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে ফ্ল্যাভিয়া।

'লক্ষ্মী, লক্ষ্মী, অমন করে কাঁদে না,' আমি বললাম। 'একটা কথাই কেবল মনে রেখো—আমি—আমি আমার প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবাসি তোমাকে; সারা জীবন বেসে যাবো।'

আর কিছু বলতে পারলাম না আমি, ছুটে বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে। সিঁড়ির কাছে দেখা হলো হেলগার সাথে।

'চললেন, মহানুভব?' বললো সে; মুখে চপল হাসি।

'হ্যাঁ, হেলগা, আর হয়তো দেখা হবে না আমাদের…।'

'একি বলছেন আপনি, মহানুভব?'

'হ্যাঁ, হেলগা, এই হয়তো শেষ দেখা। যদি না ফিরি, ফ্ল্যাভিয়াকে তুমি ছেড়ো না, সব সময় ওর কাছে থেকো। তুমি কাছে থাকলে, হয়তো ও একটু শান্তি পাবে।'

আর কিছু না বলে, হেলগাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করলাম। নিচে নেমে ঘোড়ায় চেপে ছুটলাম প্রাসাদের দিকে।

দশ দেহরক্ষী নিয়ে ফ্রিৎস আর স্যাপ্‌ট অপেক্ষা করছিলেন। আমাকে দেখেই ঘোড়ায় চাপলেন তাঁরা। একটু পরেই আমরা রওনা হয়ে গেলাম জেনডার পথে।

ফ্রিৎস আর স্যাপ্‌ট আলোচনা করে ঠিক করেছেন, আমরা গিয়ে

টারলেনহেইম ছুর্গে উঠবো। সম্পত্তিটা ফ্রিৎস-এর চাচার। জেনডা থেকে মাইল পাঁচেক দূরে টারলেনহেইম বনের ভেতর ছুর্গটা। টারলেনহেইম জঙ্গল শুয়োরের জন্যে বিখ্যাত, সুতরাং আমাদের শুয়োর শিকারের গল্পটা বিশ্বাসযোগ্যই মনে হবে সবার কাছে।

যেতে যেতে একটা কথা আমার বার বার মনে হচ্ছে শুয়োর শিকারের গল্পটা আর যে-ই বিশ্বাস করুক ডিউক মাইকেল করবে না। আমরা জেনডায় পৌঁছানোর পর কি করবে ও? আমাকে হত্যা করার একটা চেষ্টা চালাবে সন্দেহ নেই। আর? আর, আমার ধারণা, রাজাকে পাহারা দেয়ার ব্যাপারে একটু সতর্ক হবে। অবশ্য তাতে আমাদের সুবিধা বা অসুবিধা কিছুই হবে না। শক্তি প্রয়োগ করে রাজাকে উদ্ধারের আশা নেই। শক্তি প্রয়োগ করতে গেলে আমরা রাজার কাছ পর্যন্ত পৌঁছুনোর আগেই খুন হয়ে যাবেন তিনি। সুতরাং যা করার করতে হবে কৌশল খাটিয়ে। একটা দিক থেকে আমরা সুবিধাজনক অবস্থায় আছি, আমি বেঁচে থাকতে ওরা রাজাকে খুন করবে না। যদি করে নিজের পায়েই কুড়ুল মারবে মাইকেল। এই কথাটা ভেবে একটু স্বস্তি পেলাম মনে।

চোদ্দ

নিঃসন্দেহে ব্ল্যাক মাইকেলের চর আছে রাজধানীতে। তাদের মারফতে আমরা টারলেনহেইম ছুর্গে পৌঁছার আগেই ও খবর পেয়ে গেছে, আমরা আসছি। এটা বুঝলাম, যখন দেখলাম এক ঘণ্টাও হয়নি আমরা এসেছি অথচ এর ভেতরে ওর সেই কুখ্যাত ছয়-এর তিনজন এসে হাজির। কেন? আমার সাথে দেখা করতে চায়। সেদিন যে তিনজনের সাথে আমার মোলাকাত হয়েছিলো এরা সেই তিনজন নয়। এরা রুরিতানীয় তিনজন। নাম, লয়েংগ্রাম, কফস্টেইন আর র‍্যুপার্ট অভ হেনতযাউ। দেখতে শুনতে মন্দ না ওরা, চমৎকার পোশাক আশাক পরে আছে। চটপটে একটা ভঙ্গি তিন জনেরই ভেতরে।

র‍্যুপার্ট অভ হেনতযাউ-এর বয়েস সবচেয়ে কম তিনজনের মধ্যে। তেইশ চব্বিশ হবে। কিন্তু ওকেই দলনেতা মনে হলো। বাকি ছু'জনের হয়ে কথা বলছে ও-ই।

আমার 'প্রিয় ভাই এবং ভৃত্য' ডিউক মাইকেল অভ স্ট্রেলসাউ-এর কাছ থেকে একটা চিঠি নিয়ে এসেছে সে। চিঠিটা পড়লাম

আমি।

মাইকেল লিখেছে, খুব শিগগিরই সে আমার সাথে দেখা করতে আসবে। এখনই আসতো, কিন্তু হঠাৎ করে শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ায় ও ওর দুর্গ ছেড়ে বেরোতে পারছে না। সেজন্যে দুঃখ প্রকাশ করে ও বলছে, শরীরটা একটু সুস্থ হলেই এসে আমার সাথে দেখা করে যাবে। শুয়োর শিকারে আমার সাফল্য কামনা করেছে সবশেষে।

মাইকেল অসুস্থ শুনে আমি দুঃখ প্রকাশ করলাম রুপার্টের কাছে। তারপর জিজ্ঞেস করলাম,

'আমার আর তিন বন্ধুর খবর কি?'

প্রশ্নটা ঠিক বুঝতে পারেনি এমন একটা ভঙ্গি করলো রুপার্ট অভ হেনতযাউ।

'দ্য গতে, বারসোনিন, ডেচার্ড—ওরা কেমন আছে?' আবার জিজ্ঞেস করলাম আমি। 'শুনলাম ডেচার্ডের অবস্থা নাকি খুব ভালো নয়...?'

'ঠিকই শুনেছেন, মহানুভব,' বললো রুপার্ট। 'তবে ঘাবড়াবেন না, শিগগির একটা ওষুধ পেয়ে যাবে ও।'

'সত্যি বলছো!' হেসে ফেললাম আমি। 'ওষুধ' শব্দটার মানে বুঝতে অসুবিধা হয়নি। প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে তৈরি হচ্ছে ডেচার্ড। নিশ্চয়ই অন্যরাও। দেখা যাক কি প্রতিশোধ নেয় ওরা। হাসি থামিয়ে আমি হাঁক ছাড়লাম, 'কর্ণেল! এই ভদ্রলোকদের একটু খাতির যত্নের ব্যবস্থা করুন। আমার ভাইয়ের বন্ধু এরা, মানে আমারও বন্ধু।'

ব্যস্ত হয়ে উঠলো রুপার্ট। 'না, মহানুভব, খাতির যত্নের কোনো প্রয়োজন নেই, আমাদের মেলা কাজ পড়ে আছে দুর্গে।'

'আরে তা কি হয়? দুপুরে আমার সাথে খেয়ে তারপর যাবে।'

'না, মহানুভব, সত্যিই বলছি উপায় নেই। এখনই না ফিরলে ভীষণ রেগে যাবেন ডিউক।'

'আর কি করা,' হতাশ ভঙ্গিতে দু'হাত ছড়িয়ে দিয়ে আমি বললাম, 'সত্যিই যখন এত কাজ পড়ে আছে, যাও তাহলে। মাইকেলকে আমার শুভেচ্ছা জানিও।'

লাফ দিয়ে ঘোড়ায় চাপলো তিনজন। টগবগিয়ে ছুটে চলে গেল ডিউকের দুর্গের দিকে।

ওরা দৃষ্টির আড়ালে চলে যেতেই আমিও ঘোড়ায় চাপলাম। চ্যাপটা কানাওয়ালা টুপিটা পরে নিলাম মাথায়। কোটের কলার উঠিয়ে দিলাম। তারপর ফ্রিৎসকে ডেকে বললাম,

'চলো, আমরা একটু ঘুরে আসি।'

'কোথায়?' এক সাথে প্রশ্ন করলেন ফ্রিৎস আর স্যাপ্ট।

'চলোই না, দেখবে সময় হলে,' বলে কর্ণেলের দিকে ফিরলাম, 'আপনি এখানেই থাকুন। বেশিক্ষণ লাগবে না আমাদের ফিরতে।'

'কিন্তু...কিন্তু...আরো দু'একজন রক্ষী নিয়ে গেলে হতো না?' বললেন স্যাপ্ট।

'দরকার নেই। কেউ চিনতে পারবে না আমাদের।'

ঘোড়া ছুটিয়ে দিলাম আমি। এক লাফে ঘোড়ায় চড়ে অনুসরণ করলো ফ্রিৎস।

একটা বুদ্ধি এসেছে মাথায়। বুদ্ধিটা যদি ঠিকমতো কাজে পরি-

ণত করা যায় তাহলে হয়তো রাজাকে উদ্ধারের একটা সুযোগ পাওয়া যাবে।

বনভূমি পেরিয়ে লোকালয়ে এলাম। প্রথম দিন জেনডায় এসে যে সরাইখানায় উঠেছিলাম সেটার সামনে পৌঁছে লাগাম টেনে ধরলাম। ফ্রিৎসকে বললাম, 'তুমি যাও, আলাদা কামরায় আমাদের দু'জনের জন্যে খাবার দিতে বলো। ঘোড়া দুটো বেঁধে রেখে আমি আসছি। দাও তোমার লাগামটা।'

কোনো প্রশ্ন করলো না ফ্রিৎস। লাগামটা আমার হাতে দিয়ে ঢুকে পড়লো সরাই-এ।

কয়েক সেকেণ্ড পর আমিও ঢুকলাম। বুড়ির মেয়ে তখন আলাদা একটা কামরায় নিয়ে বসাচ্ছে ফ্রিৎসকে। সতর্ক চোখে একবার তাকালাম চারপাশে। কয়েকজন লোক আপন মনে খাচ্ছে। বুড়ি তাদের তদারক করছে। তার মনোযোগ পুরোপুরি খদ্দেরদের দিকে। অন্য কোনো দিকে তাকাচ্ছেই না। নিশ্চিন্ত হয়ে ফ্রিৎসকে যে ঘরে বসিয়েছে মেয়েটা সে ঘরের দিকে রওনা হলাম আমি।

সামনাসামনি বসলাম ফ্রিৎস আর আমি। একটু পরেই খাবার নিয়ে এলো মিষ্টি মেয়েটা। দাঁড়িয়ে থেকে পরিবেশন করতে লাগলো।

নিঃশব্দে খাওয়া শেষ করলাম আমরা। অবশেষে মেয়েটা মদের বোতল এনে রাখলো টেবিলে। ধীরে ধীরে আমি কলার ঠিক করলাম, তারপর টুপি খুলে ডাকলাম মেয়েটাকে।

'আমাকে চিনতে পারছো?'

'রাজা!' অস্ফুট কণ্ঠে চিৎকার করলো সে। 'কাগজে ছবি দেখেই চিনেছি আপনাকে। মা-কেও বলেছি...'

'শ্‌-শ্‌-শ্‌! অত জোরে না,' আমি বললাম। 'একটা কথা জানতে চাই তোমার কাছে, বলবে?'

'নিশ্চয়ই বলবো, স্যার...মানে, মহানুভব।'

'স্যার-এই চলবে। জোহান কি এখন এখানে?'

'না, স্যার।'

'ও আসে না তোমাদের এখানে?'

'আঁ...স্যার, মহানুভব...আমার সাথে ওর ঝগড়া হয়েছে তাই...'

'ঝগড়া হয়েছে! তবু তুমি বললে ও আসবে, তাই না?'

'আঁ...তা বোধ হয় আসবে। কিন্তু ও এখন খুব ব্যস্ত। দুর্গে। খুব বেশি সময় পায় না।'

'রাজা যদি তোমার সাহায্য চায় করবে?'

'নিশ্চয়ই, স্যার। খুব খুশি হয়েই করবো।'

'বেশ, তাহলে জোহানকে বলবে জেনডার বাইরে যে সেতুটা আছে সেখানে যেন তোমার সাথে দেখা করে, কাল রাত দশটার সময়। সেতুটা চেনো তো...?'

'নিশ্চয়ই, স্যার...মহানুভব।'

'বলবে ওকে?'

'ওর কোনো বিপদ হবে না তো?'

'না—যদি আমি যা বলবো সেই মতো চলে।'

'চলবে, স্যার—আমি বললে ও মানা করতে পারবে না।'

'আর হ্যাঁ, শোনো, রাজা যে এখানে এসেছিলো, বা তোমার সাথে আলাপ করেছে তা কাউকে বলবে না। মনে থাকবে তো? এটা আমার আদেশ।' শেষ কথাটা একটু কড়া গলায়ই বললাম।

শুকনো মুখে ঘাড় কাত করলো ও।

তারপরই আমার মনে হলো, খামোকা বেচারির সাথে দুর্ব্যবহারটুকু করলাম। সত্যিই ভালো মেয়েটা। তাছাড়া সেদিনের কথাবার্তায় মনে হয়েছে, ওর মা মাইকেলের পক্ষে হলেও ও রাজার পক্ষে। এখন ধমকধামক দিলেই বরং ওর বিগড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। তাড়াতাড়ি ছোট একটা উপহার দিয়ে খুশি করে ফেললাম ওকে।

উপহার পেয়ে আমাকে ধন্যবাদ জানালো মেয়েটা। তারপর মৃদু হেসে বললো, 'খুশি হয়েই আমি আপনাকে সাহায্য করবো, স্যার—মানে মহানুভব।'

শুনে আমিও খুশি হলাম। মনে হয় মেয়েটাকে বিশ্বাস করা যায়। আমি যা ভেবেছি সেই মতো যদি ও জোহানকে দিয়ে করিয়ে নিতে পারে তাহলে হয়তো রাজাকে উদ্ধার করার যে পরিকল্পনা আমি করেছি তা সফল হবে।

ফেরার পথে আমার পরিকল্পনা সম্পর্কে একের পর এক প্রশ্ন করে চললো ফ্রিৎস। সামান্যই বললাম আমি। আসলে বলার নেইও বেশি কিছু। পুরো ব্যাপারটাই নির্ভর করছে ভাগ্যের ওপর।

যে সড়কটা সোজা টারলেনহেইম দুর্গে চলে গেছে সেটার শেষ

মাথায় অপেক্ষা করছিলেন স্যাপ্‌ট। আমাদের দেখেই ঘোড়া ছুটিয়ে এগিয়ে এলেন।

'উহ্‌, দুশ্চিন্তায় পাগল হওয়ার দশা হয়েছিলো আমার!' চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি। 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আপনাদের কিছু হয়নি!'

'ব্যাপার কি? কি হয়েছে?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'ওদের কারো সাথে দেখা হয়নি?'

'ঐ কুখ্যাত ছয়? না।'

'আর কখনো এমন একা একা বেরোবেন না আপনি,' গম্ভীর মুখে বললেন স্যাপ্‌ট। 'বেরোতে যদি হয়ই, সঙ্গে অন্তত ছ'জন রক্ষী নিয়ে যাবেন। আরেকটু হলেই বারনেনস্টেইনকে খুন করে ফেলেছিলো ওরা।'

'বারনেনস্টেইন!'

'হ্যাঁ। যে দশজনকে আমরা সঙ্গে এনেছি তাদের একজন। লম্বায় চওড়ায় আপনার মতোই। অন্ধকারে বা পেছন থেকে দেখে আপনি বলে ভুল করা খুবই সম্ভব। ওকে গুলি করেছে ওরা। এখনো বেঁচে আছে, তবে কতক্ষণ থাকবে জানি না।'

'আপনি বলতে চাইছেন গুলিটা করা হয়েছিলো আমাকে মারার জন্যেই?'

'কোনো সন্দেহ নেই আমার।'

খবরটা শুনে গম্ভীর হয়ে গেলাম আমি। বেচারা বারনেনস্টেইন! সাহসী, বিশ্বস্ত, নিরপরাধ। ওকে কেন খুন করার চেষ্টা করলো ওরা? সত্যিই কি আমাকে ভেবে ভুল করেছিলো, না ওরা মরীয়া হয়ে উঠেছে, যাকে হাতের নাগালে পাচ্ছে, খুন করার চেষ্টা

করছে?

'ঐ ছ'জনের একজনেরও বেঁচে থাকা চলবে না, কর্ণেল,' আমি বললাম। 'ওরা বেঁচে থাকলে রুরিতানিয়ায় শান্তি বলে কিছু থাকবে না।'

উমেশচন্দ্র পাবলিক লাইব্রেরী
স্থাপিত-১৮৬৭
খুলনা

পনেরো

পরদিন সকালে বেশ ঝরঝরে শরীর নিয়ে ঘুম থেকে জাগলাম। মনটাও বেশ ভালো আজ। আজ থেকেই কাজ শুরু করবো আমরা। আর বসে থাকা নয়, আর অপেক্ষা নয়। স্বেচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক জোহান যদি কয়েকটা তথ্য দেয় আর একটু সাহায্য করে, আমার পরিকল্পনা সফল হবে।

বিছানা থেকে নেমে হাতমুখ ধুয়ে পোশাক পরে নিলাম আমি। তারপর নাশ্‌তা করে ফ্রিৎস আর স্যাপ্‌ট-এর সঙ্গে গিয়ে বসলাম দুর্গের সামনে একটা ছাউনীওয়ালা বাঁধানো জায়গায়। আজ রাতে জোহান যখন সরাইওয়ালীর মেয়ের সাথে দেখা করতে আসবে তখন আমাদের কার কি ভূমিকা হবে এই নিয়ে বিস্তারিত আলাপ করছি স্যাপ্‌টের সাথে, এমন সময় দূরে দেখতে পেলাম, এক ঘোড়সওয়ার দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে আমাদের দিকে। একটু পরেই চিনতে পারলাম লোকটাকে। রুপার্ট অভ হেনতযাউ।

'কুখ্যাত ছয়-এর সবচেয়ে কুখ্যাত জন,' বিড়বিড় করে বললেন স্যাপ্‌ট। 'এমন বদমাশ লোক খুব কমই আছে পৃথিবীতে।'

নির্ভীক ভাবে ঘোড়া ছুটিয়ে আমাদের একেবারে সামনে এসে লাগাম টেনে ধরলো সে। তীব্র এক চিঁ-হি-হি-হি শব্দ তুলে থেমে দাঁড়ালো ঘোড়াটা। ঐ দুর্দান্ত গতিতে ছুটে আসতে আসতে আচমকা থেমে পড়ার জন্যে কি প্রচণ্ড প্রচেষ্টা চালাতে হলো জন্তুটাকে তা তার চিৎকার শুনেই বুঝতে পারলাম।

ঘোড়া থেকে নেমে তাচ্ছিল্যের একটা হাসি হাসলো রুপার্ট। আমার দিকে তাকিয়ে সামান্য মাথা ঝুঁকিয়ে বললো, 'মহামান্য রাজার সাথে আমি একটু একা কথা বলতে চাই।'

'উহুঁ, রুপার্ট, তা হবে না,' জবাব দিলেন স্যাপ্‌ট,। 'যা বলার আমাদের সামনেই বলতে হবে।'

'তাহলে আর কি, কথাটা না বলেই ফিরে যেতে হবে আমাকে। আমার মালিক, মহামান্য ডিউক তাঁর ভাইয়ের কাছে জরুরি একটা খবর পাঠিয়েছেন; পই পই করে বলে দিয়েছেন, খবরটা যেন শুধু রাজার সামনে বলি। তা যখন সম্ভব নয়, আমি চলি।'

'ঠিক আছে, কর্নেল, আপনারা একটু দূরে যান,' আমি বললাম, 'শুনে দেখি, ও কি বলতে চায়।'

'আচ্ছা যাচ্ছি। তবে আমরা কিন্তু তৈরিই থাকবো। কোনো চালাকির চেষ্টা দেখলেই—' পকেট থেকে রিভলভারটা বের করে রুপার্টের চোখের সামনে একবার নাচালেন স্যাপ্‌ট।

'আপনার মনটা বড় সন্দেহপ্রবণ, কর্নেল,' বললো রুপার্ট। 'কি করে এতদিন ঘর করলেন বেগমের সাথে?'

'চুপ। যা বললাম, মনে রেখো, কোনো চালাকি নয়।'

ফ্রিৎস আর কর্নেল একটু দূরে সরে যেতেই শুরু করলো রুপার্ট,

'র‍্যাসেনডিল,…'

'মানে…!' নির্ভেজাল বিস্ময় আমার চোখে, মুখে, কণ্ঠে।

'হয়েছে, থামো, আর অভিনয় না করলেও চলবে। আমি জানি, তুমি কে।'

'তাহলে আরো একটা কথা জেনে নাও উল্লুক, রাজার যোগ্য সম্মান দেখিয়ে কথা না বললে এক্ষুণি তোমাকে ঘাড় ধরে বের করে দেবো।'

'আচ্ছা আচ্ছা, মহানুভব, তাই হবে। আমি অর্বাচীন মানুষ, কি বলতে কি বলে ফেলেছি, কিছু মনে করবেন না। আমি আপনাকে সাহায্য করতেই এসেছি। সত্যি কথা বলতে কি, আপনাকে আমার ভীষণ পছন্দ হয়ে গেছে। কোনো কোনো দিক থেকে আপনি আমার মতোই…'

অগ্নিদৃষ্টিতে আমি তাকালাম ওর দিকে।

'বাজে কথা রাখো, কি বলতে এসেছো বলো। নইলে বিদায় হও।'

'জি, বলছি, মহানুভব।' দাঁত বের করা হাসি হাসলো রুপার্ট। 'আমাদের মহামান্য ডিউক বলেছেন, আপনি যদি এই মুহূর্তে রুরিতানিয়া ছেড়ে চলে যান, উনি কিছু বলবেন না আপনাকে, উপরন্তু এক লক্ষ পাউণ্ড দেবেন।'

'তোমার কথা শেষ? এবার দূর হয়ে যাও আমার সামনে থেকে।'

'ডিউককে কি বলবো বললেন না?'

'বলবে আমি ওর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছি।'

হাসলো রুপার্ট। 'আমি জানতাম আপনি করবেন। ডিউককে বলেছিলামও। কিন্তু ওর ধারণা, ইচ্ছে হলেই যে কাউকে কিনতে পারে সে···। তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়াচ্ছে? আপনি এখানেই থাকবেন এবং ফাঁসিতে ঝুলবেন?'

'হ্যাঁ, আমি এখানেই থাকছি। আর ফাঁসি—নিঃসন্দেহে আমার আগে তোমরাই ঝুলবে। ও, ভালো কথা, তোমাদের বন্দীর খবর কি?'

'কার কথা বলছেন? রু···?'

'তোমাদের বন্দী।'

'উনি বেঁচে আছেন, মহানুভব। আমাদের রাজকুমারী সুন্দরী ফ্ল্যাভিয়া কেমন···?'

আগুন জ্বলে উঠলো আমার মাথায়। ওকে শেষ করতে না দিয়ে চিৎকার করে উঠলাম, 'চুপ! ও নাম তুমি উচ্চারণ করবে না—। যাও এখান থেকে। যাও—না হলে কুকুরের মতো গুলি করে মারবো।'

যাওয়ার জন্যে ঘোড়ার দিকে ফিরলো রুপার্ট। তারপর হঠাৎ মনে পড়ে গেছে এমন ভঙ্গিতে ঘুরে দাঁড়ালো আবার। ডান হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললো, 'আসুন হাত মেলাই। আপনাকে বন্ধু ভাবতে পারলে খুশি হবো আমি।'

স্পর্ধা বটে বদমাশটার! মরে গেলেও তো আমি ওর হাতে হাত মেলাবো না। তাড়াতাড়ি দু'হাতই পেছনে নিয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম, 'ভাগো, শয়তান!'

এই সুযোগটার অপেক্ষাতেই যেন ছিলো রুপার্ট। বিদ্যুৎবেগে

নড়ে উঠলো ওর ডান হাত। পর মুহূর্তে একটা ছোরা ঝিক করে উঠলো সেখানে। সোজা আমার বুক লক্ষ্য করে চালালো সেটা রুপার্ট। ভাগ্য ভালো আমার, আচমকা ওর হাত নড়ে উঠতে দেখেই আমি লাফ দিয়েছিলাম একপাশে। ফলে ছোরাটা আমার হৃৎপিণ্ডে না ঢুকে ঢুকলো বাঁ কাঁধের মাংসপেশীতে। তীব্র ধাক্কায় ছিটকে পড়ে গেলাম পেছন দিকে একটা চেয়ারের ওপর।

রুপার্ট এত দ্রুত ছোরা বের করে আমাকে আঘাত করেছে যে আমি পড়ে যাওয়ার আগ মুহূর্তেও স্যাপ্‌ট বা ফ্রিৎস টের পাননি আমাকে ছোরা মারা হচ্ছে। যখন ওঁরা টের পেলেন তত-ক্ষণে ঘোড়ায় উঠে ছুটতে শুরু করেছে রুপার্ট। স্যাপ্‌ট গুলি করলেন কয়েকবার, কিন্তু লাগলো না একটাও। এরপর হঠাৎই টলে উঠলো আমার পা দুটো। আর কিছু মনে নেই।

যখন জ্ঞান ফিরলো তখন আমি আমার ঘরে বিছানায় শুয়ে আছি। ভীষণ দুর্বল লাগছে। নিঃসন্দেহে প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়েছে, তা নাহলে এত দুর্বল লাগার কথা নয়।

আমাকে চোখ মেলতে দেখেই হাসি মুখে এগিয়ে এলেন স্যাপ্‌ট আর ফ্রিৎস।

'যাক বাবা, জ্ঞান তাহলে ফিরেছে,' স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন স্যাপ্‌ট। 'এতক্ষণ ধরে অজ্ঞান হয়ে আছেন আমি তো ঘাবড়েই যাচ্ছিলাম।'

'কতক্ষণ অজ্ঞান হয়ে আছি?'

'তা প্রায় চোদ্দ ঘণ্টা তো হবেই। জ্ঞান হারিয়েছেন সকালে,

এখন প্রায় মাঝরাত।'

'এতক্ষণ!'

'সেজন্যেই আরো বেশি দুশ্চিন্তা হচ্ছিলো,' বললো ফ্রিৎস। 'আঘাত খুব মারাত্মক নয়। এই আঘাতে এতক্ষণ অচেতন থাকা ঠিক স্বাভাবিক মনে হচ্ছিলো না আমাদের কাছে।'

আঘাত মারাত্মক নয় শুনে একটু স্বস্তি পেলাম মনে।

'জোহানের খবর কি?' জিজ্ঞেস করলাম। 'তোমরা কেউ গিয়েছিলে সেতুর কাছে?'

'হ্যাঁ। জোহানকে ধরে আনা হয়েছে। এখন এ বাড়িতেই আছে,' জবাব দিলো ফ্রিৎস।

'এক্ষুণি এখানে নিয়ে এসো ওকে। আমি কথা বলবো ওর সাথে।'

চলে গেল ফ্রিৎস। একটু পরেই ফিরলো জোহানকে নিয়ে। চোখমুখ কুঁচকে উঠে বসলাম আমি।

ভয়ে পাংশু হয়ে আছে বেচারার মুখ। তাতে অবশ্য আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। ও ঘরে ঢুকতেই কর্নেল স্যাপ্‌ট রিভলভার তাক করেছেন ওর দিকে। এতক্ষণ যেখানে ছিলো সেখানেও নিশ্চয়ই বন্দুকের মুখেই রাখা হয়েছিলো। সুতরাং ভয় পাওয়াটা স্বাভাবিক। অবশ্য সামান্য কথা বলেই বুঝলাম, ভয় পেলেও আমরা ধরে আনায় মনে মনে খুশি সে। ডিউকের কথা মতো না চললে ধনে প্রাণে মারা পড়ার সম্ভাবনা, শুধু সে কারণেই ও মাইকেলকে সাহায্য করে, তা নইলে করতো না। এমনিতে সে অপছন্দই করে ব্ল্যাক মাইকেলকে।

'আজ হোক কাল হোক ডিউক আমাকে মারবেই,' বললো সে। 'কারণ, ওর কুকীর্তি সম্পর্কে আমি যতটুকু জানি ওর কুখ্যাত ছয় ছাড়া আর কেউ বোধ হয় এতটা জানে না।'

'জোহান,' আমি বললাম, 'আমাকে যদি সাহায্য করো, আমি তোমাকে পুরস্কৃত করবো। তবে তার আগে ডিউকের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে যা জানো সব বলতে হবে আমাকে।'

রাজি হলো জোহান। তারপর শুরু করলো তার বক্তব্য:

'পুরনো দুর্গে বন্দী করে রাখা হয়েছে রাজাকে। ঝুলসেতু পেরিয়ে দুর্গে ঢোকার পর বাঁ দিকে প্রথম যে কামরাটা পড়ে, সেটাতেই রাখা হয়েছে ওঁকে। পাশের কামরায় বসে সর্বক্ষণ পাহারা দেয় ঐ ছয়জন। ওদের ওপর ডিউকের কড়া নির্দেশ আছে, দুর্গ আক্রান্ত হলে এক মুহূর্ত দেরি না করে ওরা রাজার কামরায় ঢুকে রাজাকে হত্যা করবে। রাজার পক্ষে বাধা দেয়া সম্ভব হবে না। কারণ একে তো তিনি একা, তার ওপর তাঁর হাত পা বেঁধে রাখা হয়েছে।'

'রাজাকে যদি খুন করে,' আমি বললাম, 'তাঁর লাশ পাওয়া যাবে না দুর্গে? তাতেই তো প্রমাণ হয়ে যাবে ডিউক খুনী।'

'না না। খুন করে রাজার লাশ ওরা ফেলে রাখবে না ওখানে। সব দিক ভেবেছে ডিউক। রাজাকে যে ঘরে রাখা হয়েছে সে ঘর থেকে মোটা একটা নল চলে গেছে পরিখা পর্যন্ত। রাজার মৃতদেহের পায়ে ভারি একটা পাথর বেঁধে ঐ নল দিয়ে ফেলে দেবে ওরা। পরিখার তলায় পড়ে থাকবে লাশ, কে খুঁজে পাবে? রাজকীয় বাহিনী দুর্গ জয় করার পর ডিউক বা তার সঙ্গীদের কাউকে পাবে না। ওরাও নলের ভেতর দিয়ে নেমে যাবে পরিখায়। ডুব

সাঁতার দিয়ে দূরে গিয়ে ভেসে উঠবে। তারপর কোনো এক সুযোগে পালিয়ে যাবে।'

'বিরাট এক বাহিনী নিয়ে যদি আমি দুর্গ আক্রমণ করি?'

'একই কথা। সঙ্গে সঙ্গে মারা যাবেন রাজা।'

হুঁ, সব দিক ভেবেছে ব্ল্যাক মাইকেল। স্যাপ্‌ট আর ফ্রিৎস-এর দিকে তাকালাম আমি। ওঁরাও তাকালেন আমার দিকে। হতাশার ছাপ দু'জনের মুখে। রাজাকে বাঁচানোর কোনো সম্ভাবনাই দেখছি না। কিন্তু তাই বলে হাল ছেড়ে দেবো? হেরে যাবো ডিউকের শয়তানির কাছে? অসম্ভব। প্রাণ বাজি ধরে হলেও চেষ্টা একবার করবো। তারপর দেখা যাক কি ঘটে।

'ওদের মতো বদমাশ আর নিষ্ঠুর লোক হয় না, স্যার,' বলে চললো জোহান। 'মানুষ খুন করে আনন্দ পায় ওরা। রুপার্ট অভ হেনতযাউ হলো দু'জনের ভেতর সবচেয়ে খারাপ। মানুষ খুন করা নিছক একটা খেলা ওর কাছে। কি করে যে আমি এখনো প্রাণে বেঁচে আছি জানি না।'

যা জানার জানা হয়ে গেছে আমার। জোহানকে বললাম, 'কেউ যদি জিজ্ঞেস করে, দুর্গে কোনো বন্দী আছে কি না, বলবে, হ্যাঁ আছে। কিন্তু যদি জিজ্ঞেস করে সে কে, বলবে, জানি না। যদি ঘুণাক্ষরেও কারো কাছে প্রকাশ করো, রাজা আছেন ওখানে, আমি নিজ হাতে তোমাকে খুন করবো। মনে থাকবে তো, জোহান?'

মাথা ঝাঁকালো ডিউকের বনরক্ষী।

'ঠিক আছে, তাহলে এখন যাও। দরকারের সময় যেন পাই তোমাকে।'

ফ্রিৎস-এর সঙ্গে চলে গেল জোহান। বিছানায় শুয়ে পড়লাম আমি। কাঁধের ক্ষতটায় ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছে। স্যাপ্‌ট বসে আছেন। তাঁর সাথে কথা বলার মতো শক্তিটাও আমি পাচ্ছি না। কিন্তু দু'জনই বুঝতে পারছি কিছু একটা করা দরকার—এবং করা দরকার খুব তাড়াতাড়ি।

ষোলো

যতটা ভেবেছিলাম তার চেয়ে অনেক কম মারাত্মক আমার আঘাতটা। ভালো হয়ে উঠতে খুব বেশি দিন লাগলো না।

তবে এ কথা বাইরে প্রচার হতে দিলাম না আমরা। ব্ল্যাক মাইকেল জানুক আমি এখনো ভয়ানক অসুস্থ, এবং তার বিরুদ্ধে কিছু করার মতো শক্তিশালী হয়ে উঠতে বেশ সময় লাগবে আমার। সে অনুযায়ী কর্নেল স্যাপ্ট রটিয়ে দিলেন, শূকর শিকার করতে গিয়ে মারাত্মক ভাবে জখম হয়েছেন রাজা। ভালো হয়ে উঠতে বেশ কিছু দিন লাগবে।

রাজধানীতেও পৌঁছলো এ খবর। রাজকুমারী ফ্ল্যাভিয়া যখন শুনলো, কোনো কিছুই তাকে আটকে রাখতে পারলো না স্ট্রেলসাউ-এ। মার্শাল স্ট্র্যাকেঞ্জ-এর নির্দেশ অমান্য করে টারলেনহেইম দুর্গে হাজির হলো সে। আমি বেঁচে আছি দেখে কি খুশি যে হলো কি বলবো! দুশ্চিন্তা আর বেদনায় ম্লান মুখটা মুহূর্তে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। আমার জন্যে কতখানি অনুভব করে তা বুঝতে পারলাম ওর মুখের সেই উজ্জ্বলতা দেখে। বুকের ভেতরটায় মোচড় দিয়ে

উঠলো আমার। ফ্ল্যাভিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে মনে মনে বললাম, 'কোনো দিনই তুমি আমার হবে না, রাজকুমারী!'

পরের দুটো দিন আমরা একসাথে কাটালাম টারলেনহেইম দুর্গে। আহ্! কি সুখের দুটো দিন! এমন সুখ কি জীবনে আর কখনো পাবো? কিছুই করলাম না আমরা। কথা হলো সামান্য, বেশির ভাগ সময়েই পাশাপাশি বসে বনের সবুজ সৌন্দর্য দেখলাম। এর ভেতরে যে এত আনন্দ, এত তৃপ্তি, আগে কখনো টের পেয়েছি?

যা হোক, দুটো দিন ফ্ল্যাভিয়ার সাথে কাটিয়েছি বটে, কিন্তু রাজার কথা ভুলে গিয়ে নয়। প্রতিটা মুহূর্ত মাথার ভেতর ঘুরপাক খেয়েছে রাজার চিন্তা কি করে তাঁকে উদ্ধার করা যাবে? ফ্ল্যাভিয়া এসে পড়ায় আরেক সমস্যা হয়েছে। সত্য গোপন করতে হিমশিম খেতে হচ্ছে আমাকে—স্যাপ্টকে, ফ্রিৎসকে। কথাবার্তা বলার সময় খুবই সতর্ক থাকতে হচ্ছে আমাদের।

এর ভেতর একদিন জোহান এসে একটা দুঃসংবাদ দিয়ে গেছে, রাজা অসুস্থ। এবং প্রতিদিনই তাঁর অবস্থা খারাপের দিকে যাচ্ছে।

দুশ্চিন্তার ওপর দুশ্চিন্তা, মার্শাল স্ট্র্যাকেঞ্জ একটা চিঠি পাঠিয়েছেন। তাতে উনি লিখেছেন, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিয়ের দিন তারিখ ঠিক করে ফেলা উচিত, রাজকুমারী ফ্ল্যাভিয়াকে অহেতুক আর উৎকণ্ঠায় রাখা ঠিক হচ্ছে না।

সুতরাং আর সময় নষ্ট করার সুযোগ নেই। এস্পার ওস্পার যা হোক কিছু একটা করে ফেলতে হবে এবার।

রাজকুমারী আসার পর তৃতীয় রাতে আমরা বের হলাম।

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। আমি যে পরিকল্পনা করেছি তা কাজে পরিণত করার পক্ষে খুব সুবিধাজনক আবহাওয়া। শেষ রাতের দিকে আমরা বেরিয়ে এলাম টারলেনহেইম দুর্গ থেকে। স্যাপ্‌ট, ফ্রিৎস, আমি আর অন্য ছ'জন ঘোড়সওয়ার। জেনডা দুর্গের দিকে যাচ্ছি আমরা।

যথা সম্ভব কম শব্দ করে ঘোড়া চালিয়ে দুর্গের কাছাকাছি পৌঁছুলাম। পরিখার কিছুটা দূর দিয়ে ঘুরে বনের প্রান্তে গিয়ে লুকিয়ে পড়লো ছয় অশ্বারোহী। ডিউকের বাগানবাড়ির দিকে চোখ রাখবে ওরা। ফ্রিৎস, স্যাপ্‌ট আর আমি এগিয়ে গেলাম পরিখার দিকে।

পরিখার পাড়ে পৌঁছে একটা গাছের সাথে শক্ত একটা রশি বাঁধলেন স্যাপ্‌ট। রশির অন্য মাথা নামিয়ে দেয়া হলো পরিখার ভেতর। অস্ত্রশস্ত্র বিশেষ কিছু নেইনি। কারণ, প্রথমত, নেয়ার অসুবিধা; দ্বিতীয়ত, অস্ত্র দিয়ে করবোটা কি? যে কাজে যাচ্ছি তাতে সফল হতে হলে অস্ত্রের চেয়ে কৌশলেরই প্রয়োজন বেশি। তাছাড়া দুর্গের ভেতরের পরিস্থিতির ওপরও অনেকখানি নির্ভর করবে সাফল্য। তাই অস্ত্র হিশেবে একটা ছুরি ও লাঠি ছাড়া আর কিছু নেইনি। ছুরিটা নিয়েছি কোমরে গুঁজে; আর লাঠিটা মুখে, দাঁতে কামড়ে।

স্যাপ্‌ট আর ফ্রিৎসকে বললাম, 'আপনারা এখানে অপেক্ষা করুন। আমি একা গিয়ে আগে পরিস্থিতিটা বুঝে নিই। প্রয়োজন হলে আপনাদের ডাকবো।'

টারলেনহেইম দুর্গে বসে অনেক তর্ক বিতর্কের পর ঠিক হয়েছে, প্রথমে আমি একাই যাবো, পরে প্রয়োজন হলে ডাকবো স্যাপ্‌ট

বা ফ্রিৎসকে। সুতরাং এখন আর কথা বাড়িয়ে সময় নষ্ট করলেন না স্যাপ্‌ট। শুধু বললেন, 'যান। সাবধানে থাকবেন।'

রশি ধরে আমি নেমে গেলাম পরিখার জলে। ধীরে ধীরে, নিঃশব্দে জল কেটে এগিয়ে যেতে লাগলাম পরিখার ওপারে জল-তল থেকে উঠে আসা দুর্গের প্রস্তর-দেয়ালের দিকে।

বেশিক্ষণ লাগলো না দেয়ালের কাছে পৌঁছুতে। তারপর দেয়াল ধরে ধরে এগিয়ে চললাম ঝুল সেতুর ঠিক পাশে, রাজাকে যে কামরায় রাখা হয়েছে সেটার দিকে। ওখানে গিয়ে ডুব দিয়ে দেখবো জোহান যে নলের কথা বলেছিলো সেটা খুঁজে পাই কিনা। যদি পাই ঐ নলের ভেতর দিয়ে দুর্গে ঢোকার চেষ্টা করবো।

আমার বাঁ দিকে পরিখার ওপারে ডিউকের আধুনিক বাগানবাড়ি। ছোটখাটো একটা প্রাসাদ যেন। সাধারণ মানুষের ভাষায় জেনডার নতুন দুর্গ। পরিখার পার ঘেঁষেই উঠেছে ওটার পাথরের দেয়াল। দুর্গের এ অংশটা অন্ধকার হলেও বাগান বাড়ির ওদিকটায় আলো দেখা যাচ্ছে। মাঝে মাঝেই ভেসে আসছে অস্পষ্ট হৈ হল্লার আওয়াজ। নিশ্চয়ই সঙ্গীদের নিয়ে ফূর্তি করছে ডিউক! আমার জন্যে আশার কথা। কুখ্যাত ছয়-এর যত বেশিজন ডিউকের সঙ্গে ফুর্তিতে মেতে থাকবে তত কমে যাবে রাজাকে পাহারা দেয়ার লোকের সংখ্যা। আলোকিত বাগান বাড়ির দিকে একবার তাকিয়ে আবার এগোতে শুরু করলাম আমি।

নিকষ অন্ধকার চারপাশে। হঠাৎ আরো অন্ধকার একটা জিনিস ভেসে উঠলো আমার চোখের সামনে। সেই নলটা! সাঁতরে আরেকটু কাছে গেলাম আমি। তারপরই সভয়ে দেখলাম, নলের

ওপাশে আরো একটা অন্ধকার অবয়ব। ভুরু কুঁচকে ভালো করে তাকাতে বুঝলাম, একটা নৌকা। নৌকার ওপর একজন মানুষ। নিশ্চয়ই নলের মুখ পাহারা দেয়ার জন্যে ওকে বসিয়ে রেখেছে ডিউক!

লোকটা কি জেগে, না ঘুমিয়ে গেছে? বুঝতে পারছি না এখান থেকে। অত্যন্ত সতর্কতার সাথে, একটুও যেন শব্দ না হয় এমন ভাবে পানি কেটে এগোলাম আমি। একটু পরেই বুঝতে পারলাম, নৌকার ওপর লোকটা ঘুমিয়ে আছে। বেশ গাঢ় ঘুম। একটু যেন নাক ডাকার শব্দও পাচ্ছি। তার এক পাশে, বৈঠা, অন্য পাশে বন্দুক। ভালো লোককেই ডিউক পাহারায় বসিয়েছে যাহোক!

এখানে দেয়ালের কাছে পানির গভীরতা অনেক কম। মাটিতে পা ঠেকিয়ে দাঁড়ালাম। গলাপানি। আস্তে কোমরের কাছ থেকে ছুরিটা বের করে নিলাম। তারপর—হ্যাঁ, তারপর আমার জীবনের সবচেয়ে লজ্জাজনক কাজটা করলাম। ঘুমন্ত একজন মানুষকে খুন করলাম। মৃত্যুর দিন পর্যন্ত এই লজ্জা আমাকে বয়ে বেড়াতে হবে। কিন্তু এছাড়া আর কি-ই বা করার ছিলো আমার? ঘুমন্ত লোক-টাকে বাঁচানোর জন্যে আজ ফিরে গিয়ে কাল আবার আসতে পার-তাম। তাতে কি লাভ হতো? কালও নিশ্চয়ই পাহারা থাকতো। এ লোকের বদলে হয়তো অন্য একজনকে খুন করতে হতো। সব-চেয়ে বড় কথা আর দেরি করা সম্ভব নয়, এখনই না পারলে হয়-তো কোনো দিনই উদ্ধার করা যাবে না রাজাকে।

নিঃশব্দে নৌকার একেবারে কাছে চলে গেলাম আমি। তার-পর আচমকা পেছন থেকে লোকটার মুখ চেপে ধরে বুকে বসিয়ে

দিলাম ছোরা। অস্পষ্ট একটা গোঙানির মতো আওয়াজ বেরোলো তার গলা দিয়ে, তারপর স্থির হয়ে গেল দেহটা।

দ্রুত সাঁতরে নলের কাছে চলে এলাম। সময় খুব কম, যে-কোনো মুহূর্তে আরেক জন পাহারাদার এসে যেতে পারে একে বিশ্রাম দেয়ার জন্যে। সাবধানে পরীক্ষা করলাম নলটা। পানির ঠিক উপরে শেষ হয়েছে ওটার এদিকের মাথা। তারপরই চরম হতাশা নিয়ে দেখলাম, মুখটা বন্ধ। খোলা হলে হাঁচড়ে পাচড়ে হয়তো উঠে যেতে পারতাম। এখন আর সে সম্ভাবনা নেই। কি আর করা, নতুন কোনো উপায় ভাবতে হবে। ফিরে যাওয়ার জন্যে তৈরি হলাম। এমন সময় হঠাৎ খেয়াল করলাম, নলের নিচে ছোট্ট একটা ছিদ্র দিয়ে বিন্দুর মতো একটুখানি আলো এসে পড়েছে জলের ওপর। এতক্ষণ চোখে পড়েনি কেন, ভেবে অবাক হলাম।

দেখি তো কোনো শব্দ পাওয়া যায় কিনা, ভেবে কান লাগালাম ছিদ্রটায়। হ্যাঁ, কারা যেন কথা বলছে। ডেচার্ডের গলা চিনতে পারলাম। মোটা নলের ভেতর দিয়ে আসছে বলে শব্দগুলো গম-গম করছে আমার কানের পর্দায়।

'আমি চলে যাচ্ছি, মহানুভব,' রুক্ষ স্বরে বললো ডেচার্ড। 'কিছু লাগলে বলুন, দিয়ে যাই।'

দুর্বল কণ্ঠে রাজা জবাব দিলেন, 'আমার কিছু লাগবে না, ডেচার্ড। শুধু আমার ভাইকে বলো, যেন তাড়াতাড়ি আমাকে মেরে ফেলে। এই কষ্ট আর আমি সহ্য করতে পারছি না। এর চেয়ে মরে যাওয়া ভালো।'

এই কি সেই রাজার কণ্ঠস্বর! সেদিন হান্টিং লজে কেমন প্রাণ-

যাগ, উৎফুল্ল লাগছিলো, আর আজ ! যেন কয়েক বছর ধরে অসুস্থ কোনো রোগী কথা বলছে!

'অত দুশ্চিন্তার কিছু নেই, মহানুভব,' বললো ডেচার্ড, 'শিগগিরই মরবেন আপনি। আপনার মৃত্যু নির্ধারিত হয়ে গেছে, কেবল ডিউকের ইচ্ছার অপেক্ষা।' হা-হা করে হেসে উঠলো সে।

আলোটা মিলিয়ে গেল। দরজা বন্ধ হওয়ার আওয়াজ, চাবি ঘোরানোর শব্দ। তারপর সব নিস্তব্ধ। একবার মনে হলো, ছোট্ট ছিদ্রটায় মুখ লাগিয়ে কথা বলি রাজার সাথে। তাঁকে আশ্বাস দেই, যেন ভয় না পান, আমরা তাঁর উদ্ধারের চেষ্টা করছি। কিন্তু কাজটা খুব ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যাবে ভেবে বললাম না। প্রথমতঃ, নৌকার ওপরের লাশটা নিয়ে এক্ষুনি ফিরে যেতে হবে আমাকে। দ্বিতীয়তঃ, আমি কথা বললে রাজাও কথা বলবেন। এবং পাহারাদারদের কেউ যদি তাঁর কথা শুনে ফেলে, দুইয়ে দুইয়ে চার মিলিয়ে ওরা বুঝে নেবে ব্যাপারটা। সতর্ক হয়ে যাবে ডিউক। হয়তো রাজাকে অন্য কোনো কামরায় সরিয়ে নেবে, নয়তো পাহারা জোরদার করবে। আমাদের জন্যে আরও কষ্টকর হয়ে উঠবে উদ্ধারের কাজ।

নিঃশব্দে নৌকার কাছে ফিরে এলাম আমি। নৌকায় উঠে বৈঠা নিয়ে বাইতে শুরু করলাম অপর পাড়ের সেই গাছটার দিকে, যেখানে অপেক্ষা করছেন স্যাপ্ট আর ফ্রিৎস। গাছটার কাছে পৌঁছেছি কি পৌঁছাইনি, এমন সময় একটা চিৎকার শুনতে পেলাম পেছন থেকে :

'ম্যাক্স! ঘুমিয়ে গেছো নাকি?'

'তাড়াতাড়ি কর্নেল!' ফিস ফিস করে বললাম আমি। পরিখার পাড় হাতড়ে রশিটা খুঁজে বের করে, সেটা বেঁধে দিলাম মৃতদেহ-

টার শরীরে। 'টেনে নিন, কর্নেল!' আবার আগের মতোই ফিস-ফিস করে আমি বললাম।

ফ্রিৎস আর স্যাপ্ট দু'জনে দ্রুত হাতে টেনে তুললেন ম্যাক্স-এর মৃতদেহ। তারপর আমিও লাফ দিয়ে উঠে এলাম পাড়ে। ঝটপট একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে ফেললাম লাশটা। তারপর তাকালাম আলোকিত বাগান বাড়ির দিকে।

এখনো তেমনি আলোকিত প্রাসাদের মতো বাড়িটা। এত দূর থেকে হৈ-হল্লার শব্দ শোনা যাচ্ছে না, তবে আলোর বাহুল্য দেখে বোঝা যাচ্ছে, ডিউকের ফুর্তি এখনো শেষ হয়নি। হঠাৎ দেখলাম, তিনজন লোক বেরিয়ে এলো বাড়িটা থেকে। কুখ্যাত ছয়-এর তিনজন! আমাদের ছয় ঘোড়সওয়ার যেখানে লুকিয়ে আছে সেদিকে হাঁটতে শুরু করলো তারা। বুঝতে পারছি না আমাদের খবর পেয়ে গেছে কিনা। হয়তো ম্যাক্স-এর খোঁজ করতে এসেছিলো যে সে ওর কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে ছুটে গিয়ে জানিয়েছে ডিউককে। এবং ডিউক তিন স্যাঙাৎকে পাঠিয়েছে খোঁজ-খবর করতে। তাই যদি হবে ওরা ওদিকে যাচ্ছে কেন? ম্যাক্সের যেখানে থাকার কথা সেদিকেই তো যাবে ওরা। আরেকটা কথা, ডিউকের কাছে যেতে হলে সেতু পেরিয়ে যেতে হবে। কিন্তু আমরা তো কাউকে সেতু পেরোতে দেখিনি!

গুলির শব্দে চিন্তার সূত্র ছিন্ন হয়ে গেল আমার। আমাদের লোকেরা গুলি ছুঁড়তে শুরু করেছে ডিউকের তিন স্যাঙাৎকে লক্ষ্য করে। স্যাপ্ট, ফ্রিৎস আর আমি ছুটলাম সেদিকে। ইতিমধ্যে শত্রুও গুলি করতে শুরু করেছে। তীব্র বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে এক-

জনকে আসতে দেখলাম আমার দিকে। এক মুহূর্ত পরেই চিনতে পারলাম রূপার্ট অভ হেনতযাউকে।

ঘৃণ্য লোকটাকে হাতের এত কাছে দেখে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম আমি। 'এইবার তোমাকে দেখে নেবো, শয়তানের বাচ্চা,' মনে মনে বলতে বলতে লাফ দিলাম ওর ঘোড়ার মাথা লক্ষ্য করে। সেই সাথে সবেগে চালিয়েছি হাতের লাঠি।

রূপার্টের তলোয়ারের এক কোপে দু'টুকরো হয়ে গেল লাঠিটা। পর মুহূর্তে আমার মাথা লক্ষ্য করে তলোয়ার চালালো সে। লাফ দিয়ে এক পাশে সরে গিয়ে এ যাত্রা রক্ষা পেলাম। ইতিমধ্যে আমাদের লুকিয়ে থাকা ঘোড়সওয়াররা এসে গেছে ওর পাশে। ফ্রিৎস আর স্যাপ্‌টও এগিয়ে এসেছেন আমার সাহায্যে। বেগতিক দেখে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে দিয়ে পরিখার দিকে ছুটে গেল রূপার্ট। ঘোড়াশুদ্ধ লাফিয়ে পড়লো জলে। আমাদের লোকগুলো পেছন পেছন গেল। কিন্তু অন্ধকারের জন্যে কিছু ঠাহর করতে পারলো না। জলের ভেতর ছপ ছপ শব্দ শুনলো শুধু। ঘোড়া সহ সাঁতরে দুর্গের এক কোণে চলে গেল রূপার্ট। তারপর ওর কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।

রূপার্টের দুই সঙ্গী নিহত হয়েছে। একজন লয়েংগ্রাম অন্যজন ক্রফস্টেইন।। ম্যাক্স আর ওদের দু'জনের লাশ পরিখায় ফেলে দিলাম আমরা। নিজেদের ক্ষয়ক্ষতির হিশেব নিতে গিয়ে দেখলাম, অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে আমাদের। ছ'জন অশ্বারোহীর তিনজনই মারা গেছে।

তিনটে মৃতদেহ নিয়ে টারলেনহেইম দুর্গে ফিরে এলাম। ভারা-

ক্রান্ত সবার মন। আমাদের অভিযান রাজার কোনো উপকার তো করেইনি, বরং পরিস্থিতি আরো ঘোলাটে করে তুলেছে। মাই-কেল এবার কি পদক্ষেপ নেবে কে জানে? ঝোঁকের মাথায় রাজাকে খুনই করে বসে কিনা! তার ওপর রূপার্ট বদমাশটাকে বাগে পেয়েও কিছু করতে পারলাম না। নিজের ওপরই ভয়ানক রাগ হচ্ছে আমার।

দুর্গে পৌঁছেই যার যার কামরায় ঢুকে শুয়ে পড়লাম আমরা। এখন বিশ্রাম দরকার। বিশ্রাম শরীর ও মনের শক্তি ফিরিয়ে আনবে। তারপর নতুন করে ভেবে দেখতে হবে, কি করা যায়। আমাদের যারা নিহত হয়েছে তাদের সৎকারের ব্যবস্থা কাল সকালে করা যাবে।

সতেরো

ব্ল্যাক মাইকেলের সাথে আমার যত শত্রুতা সব রাতে। দিনের বেলায় দেখা হলে আমরা বন্ধুর মতো, ভাইয়ের মতো আচরণ করি একে অন্যের সাথে।

সুতরাং পরদিন সকালে রাজকুমারী ফ্ল্যাভিয়ার সাথে যখন জেনডার পথে বেড়াতে বেরোলাম, নিশ্চিন্ত মনেই বেরোলাম। আমি আর ফ্ল্যাভিয়া পাশাপাশি ছুটো ঘোড়ায় চেপে চলেছি। পেছনে কিছুটা দূরে স্যাপ্‌ট এবং ফ্রিৎস। ওঁরাও ছুটো ঘোড়ায় চেপে পাশাপাশি আসছেন। আরো পেছনে কয়েকজন সশস্ত্র ভৃত্য।

জেনডা শহরটাকে এক চক্কর দিয়ে যখন ফিরতি পথ ধরতে যাচ্ছি তখন দেখলাম ঘোড়া ছুটিয়ে একটা লোক আসছে আমাদের দিকে। একটু শঙ্কিত হলাম আমি। মাইকেলের লোক নয়তো? একটু পরেই দেখলাম, না, রুরিতানিয়ার পুলিস প্রধান। আমাদের কাছে এসে ঘোড়া দাঁড় করালেন তিনি, মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানালেন আমাকে। তারপর বললেন, 'মহানুভবের সাথে একটু একা কথা বলতে চাই। শুধু সেজন্যেই এই সাত সকালে ছুটে এসেছি রাজ-

ধানী থেকে।'

স্যাপ্‌ট, ফ্রিৎস এবং রাজকুমারীকে অপেক্ষা করতে বলে এক পাশে সরে গেলাম আমি আর পুলিস প্রধান।

'হ্যাঁ, এবার বলুন কি বলবেন?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'বৃটেনের রাষ্ট্রদূত আমাকে আপনার সাথে আলাপ করার পরামর্শ দিয়েছেন, মহানুভব।'

'আচ্ছা! কেন?'

'এক ইংরেজ যুবকের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।'

'তাতে আমার কি ভূমিকা!' কণ্ঠে নির্ভেজাল বিস্ময় ফুটিয়ে তুললাম আমি।

'তা আমি ঠিক বলতে পারবো না, মহানুভব। রাষ্ট্রদূত বলছেন, ছেলেটার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবরা খুব দুশ্চিন্তায় আছে। তাদের ধারণা ছেলেটা নাকি রুরিতানিয়ায়, ঠিক ঠিক বলতে গেলে এই জেনডায় এসেছিলো। তারপর থেকে আর কোনো খোঁজ নেই।'

'নাম কি তার?'

'রুডল্‌ফ র‍্যাসেনডিল।'

'হুঁ। ছেলেটা যে আমাদের এই রুরিতানিয়ায়, জেনডায়ই এসেছে তা ওদের ধারণা হলো কি করে?'

'তা ঠিক জানি না, মহানুভব। তবে ওদের ধারণা যে একেবারে অমূলক নয় তা আমরা পরীক্ষা করে দেখেছি।'

'কি রকম?'

'জেনডা স্টেশনের এক কুলী বলেছে, সে নাকি কিছু দিন আগে এক লোককে ট্রেন থেকে নামতে দেখেছে, যার হাতে একটাই মাত্র

বাক্স ছিলো এবং সেটার গায়ে লেখা ছিলো নামটা। তাছাড়া লোকটার এক বন্ধু, প্যারিসে থাকে, বলছে, প্যারিস স্টেশনে নাকি তার সঙ্গে দেখা হয়েছিলো মিস্টার র‍্যাসেনডিলের। কথা প্রসঙ্গে সে নাকি জানিয়েছিলো, অভিষেক দেখার জন্যে রুরিতানিয়ায় আসছে।' আমার আরো কাছে, প্রায় কানের কাছে মুখ এনে পুলিস প্রধান জিজ্ঞেস করলেন, 'আঁতোয়ানেত দ্য মবাঁ বলে কোনো মহিলাকে চেনেন, মহানুভব?'

'হ্যাঁ, চিনি। কিন্তু তার সাথে কি সম্পর্ক আপনার এই মিস্টার ...মিস্টার...কি যেন নামটা?'

'রুডল্‌ফ র‍্যাসেনডিল। আমার ধারণা সম্পর্ক আছে মহানুভব। ওর সেই প্যারিসের বন্ধু একটা কথা বলছে, বেশ কৌতূহল জাগানোর মতো। প্যারিস স্টেশনে নাকি মেয়েটাকে দেখেছিলো র‍্যাসেনডিল; এবং একবার দেখেই ওর সম্পর্কে উৎসাহী হয়ে উঠেছিলো।'

'আচ্ছা! আপনারা দেখছি অনেক খবর বের করে ফেলেছেন!'

'উপায় কি না করে? ডিউক মাইকেল অভ স্ট্রেলসাউ নিজে উৎসাহী ভদ্রমহিলার ব্যাপারে। আমার সন্দেহ হচ্ছে, মহিলাকে নিয়ে ডিউকের সাথে কিছু একটা গণ্ডগোল হয়েছে মিস্টার র‍্যাসেনডিলের। আপনি তো ভালোই জানেন ডিউকের স্বভাব চরিত্র..., হয়তো দুর্গে নিয়ে আটকে রেখেছেন বেচারা র‍্যাসেনডিলকে।'

'হুঁ,' আমি বললাম। 'আপনার কথায় যুক্তি আছে। দেখি আমি খোঁজ নিয়ে। ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দিয়ে আপনি এক্ষুণি স্ট্রেলসাউ-এ ফিরে যান। আপনাকে এখানে দেখলে লোকজন নানা রকম প্রশ্ন করতে শুরু করবে।' সবশেষে যোগ করলাম,

'আর হ্যাঁ, ব্যাপারটা গোপন রাখবেন, আমার ভাইয়ের সম্মান নির্ভর করছে এর ওপর।'

'নিশ্চয়ই, মহানুভব। কিন্তু...।'

'আর কোনো কিন্তু নয়, আপনি এক্ষুণি রওনা হয়ে যান। এটা আমার আদেশ।'

'জি, জি, যাচ্ছি, মহানুভব।'

শেষের এই রুক্ষ ব্যবহারটুকু করতে হলো ভদ্রলোকের সাথে। নিরুপায় হয়েই করতে হলো। উনি যদি জেনডায় থাকেন, আমার সব পরিকল্পনা মাটি হয়ে যাবে। রাজাকে উদ্ধার করা আরো দুরূহ হয়ে উঠবে। ওঁর উপস্থিতি অতিরিক্ত বিপদ হয়ে দেখা দেবে আমার জন্যে।

ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে রওনা হয়ে গেলেন পুলিস-প্রধান। আমি আমার সঙ্গীদের কাছে ফিরে এলাম। আমাদের আলাপ শুনতে পাননি ওঁরা। ছটো কফিন নিয়ে ধীর গতিতে একটা শববাহী মিছিল এগিয়ে চলেছে গির্জার দিকে, সেদিকে তাকিয়ে আছেন তিনজন।

শববাহী মিছিলটা আরেকটু এগিয়ে আসতে আমি দেখলাম, কফিনের পাশে পাশে হেঁটে আসছে র‍্যাপার্ট অভ হেনতযাউ।

'কারা মারা গেছে?' জিজ্ঞেস করলো রাজকুমারী ফ্লাভিয়া। 'কফিন দেখে তো মনে হচ্ছে বড়সড় কেউ। আবার এক সাথে ছ'জন!'

র‍্যাপার্ট অভ হেনতযাউকে ডেকে আনার জন্যে পাঠালাম এক ভৃত্যকে।

'কাদের শব বয়ে নিয়ে যাচ্ছো, র‍্যাপার্ট?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'আমার ছই বন্ধু কফস্টেইন আর লয়েংগ্রামের,' ভারাক্রান্ত স্বরে

জবাব দিলো সে। একটু চুপ করে থেকে যোগ করলো, 'চিন্তা করবেন না, মহানুভব, ওদের শত্রুরা শিগগিরই পেছন পেছন যাবে।'

'ঠিক,' আমি বললাম, 'পৃথিবীর সবাই একদিন মরবে।'

'রাজারাও, মহানুভব।'

চলে গেল রুপার্ট অভ হেনতযাউ। হঠাৎ করেই একটা বুদ্ধি খেলে গেল আমার মাথায়। ওর পেছন পেছন ঘোড়া ছোটালাম আমি। পেছনে খুরের শব্দ পেয়ে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো রুপার্ট। সঙ্গে সঙ্গে হাত চলে গেল তলোয়ারের বাঁটে। ভেবেছে আমি ওকে আক্রমণ করতে যাচ্ছি। দাঁড়িয়ে পড়লো ও।

ওর সামনাসামনি গিয়ে দাঁড়ালাম আমি। বললাম, 'দারুণ দেখিয়েছো কাল রাতে। সত্যিই তোমার মতো সাহসী লোক আমি খুব কমই দেখেছি। রাজাকে উদ্ধারের ব্যাপারে আমাকে যদি সাহায্য করো, কথা দিচ্ছি, রুপার্ট, তোমার সব অপরাধ আমি ক্ষমা করে দেবো। আমাদের সাহায্য করলে তুমি পস্তাবে না।'

হো-হো করে হেসে উঠলো রুপার্ট।

'ধন্যবাদ, মহানুভব,' হাসতে হাসতেই সে বললো, 'অনেক অনেক ধন্যবাদ, এমন সদয় একটা প্রস্তাব আমাকে দিয়েছেন। কিন্তু, মহানুভব, দুঃখের সাথে জানাচ্ছি, আপনার প্রস্তাব আমি গ্রহণ করতে পারছি না। বরং আমিই একটা প্রস্তাব দিচ্ছি, দেখুন গ্রহণ করতে পারেন কিনা।' আমার আরো একটু কাছে এগিয়ে এসে নিচু স্বরে বললো, 'যে কোনোদিন দিনের বেলায় দুর্গ আক্রমণ করুন। যদি রাজি থাকেন সময়টা আমি পরে জানাবো। স্যাপ্ট আর ফ্রিৎসকে নেতৃত্ব দিয়ে পাঠাবেন।'

'তারপর?'

'স্যাপ্ট, ফ্রিৎস নিহত হবে। ডিউকও।'

'কি!'

'ব্ল্যাক মাইকেল মারা পড়বে। আমাদের বিশিষ্ট বন্দীও মরবেন। দু'জন কেবল বেঁচে রইবে—আপনি আর আমি। রুরিতানিয়ার রাজসিংহাসন স্থায়ীভাবে চলে আসবে আপনার দখলে, রাজকুমারীকে বিয়ে করবেন। আর আমি, রুপার্ট অভ হেনতযাউ পাবো ক্ষমতা—ক্ষমতা আর বিত্ত।'

লোকটা পাগল নাকি?—মনে মনে প্রশ্ন করলাম আমি। পাগল ছাড়া এমন ইতর প্রস্তাব কেউ দিতে পারে?

'আমি জানতাম তুমি ডিউকের বন্ধু,' শান্তস্বরে আমি বললাম।

আবার হেসে উঠলো রুপার্ট।

'বন্ধু! হাহ্ বন্ধু!...কাল রাতে ওকে প্রায় খুন করে ফেলেছিলাম, জানেন?'

'তাই নাকি! কোনো মহিলাকে নিয়ে ঝগড়া?'

'হ্যাঁ—সুন্দরী আঁতোয়ানেত। আমি ওকে চাই। কিন্তু ও চায় ডিউককে। যা-ই হোক, শেষ পর্যন্ত আমি ওকে কব্জা করবোই, আপনি দেখে নেবেন।'

প্রচণ্ড ক্রোধে ফেটে পড়তে গিয়েও আমি সামলে নিলাম। আগের মতোই কণ্ঠস্বর সংযত রেখে বললাম, 'রুপার্ট—রুপার্ট, চেহারা ছাড়া মানুষের আর কোনো লক্ষণ তোমার ভেতরে নেই। খোদ শয়তানের মতো কথা বলছো তুমি!'

'শয়তান নয়, মহানুভব, শয়তানের প্রভু আমি,' বলেই আবার

হো-হো করে হেসে উঠলো সে। তারপর দ্রুতপায়ে চলে গেল শববাহী মিছিলটার দিকে।

একটা হলেও সত্যি কথা বলেছে বদমাশটা।

টারলেনহেইম দুর্গে ফিরে এলাম আমরা। দেখলাম জোহান এসে বসে আছে আমার সাথে দেখা করার জন্যে। আঁতোয়ানেত দ্য মবাঁর কাছ থেকে একটা চিঠি নিয়ে এসেছে।

ছোট্ট চিঠি। কিন্তু পড়তে পড়তে বিষণ্ণ হয়ে উঠলো আমার মন।

আঁতোয়ানেত দ্য মবাঁ লিখছে :

'আমি একবার আপনাকে সাহায্য করেছি। প্রতিদান চাওয়ার ইচ্ছা বা আশা কোনোটাই তখন ছিলো না। কিন্তু এখন, মহান ঈশ্বরের দোহাই দিয়ে বলছি, আমাকে সাহায্য করুন। এই মৃত্যুপুরী থেকে আমাকে উদ্ধার করুন দয়া করে।'

স্যাপ্‌টের দিকে বাড়িয়ে দিলাম চিঠিটা। দ্রুত একবার সেটায় চোখ বুলিয়ে নিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি। বললেন, 'নিজের দোষে ওর এই পরিণতি। কেন ঢুকলো ঐ দুর্গে?'

ঠিক, দোষটা ওরই। তবু বেচারা বিধবার জন্যে অদ্ভুত এক মায়া অনুভব করলাম আমি। আমাকে একবার সাহায্য করেছে, অযাচিত ভাবেই করেছে, এবার তার প্রতিদান দিতে হবে। কিন্তু কি করে?

আঠারো

পরিস্থিতি ক্রমেই জটিল হয়ে উঠছে।

রাজাকে উদ্ধারের কাজে এক পা-ও এগোতে পারিনি, এদিকে আঁতোয়ানেত দ্য মবাঁ আবার সাহায্য চেয়ে বসেছে। কিভাবে সাহায্য করবো ওকে? দুশ্চিন্তায় মাঝে মাঝে অস্থির লাগে আমার। মনে হয়, শেষ পর্যন্ত হয়তো ব্যর্থ হবে রাজাকে উদ্ধারের সব প্রয়াস। সেদিনের সেই ঘটনার পর দুর্গে আরো কড়াকড়ি ভাবে পাহারা দেয়া হচ্ছে তাঁকে। অন্য দিকে আবার পুলিস-প্রধান খোঁজ শুরু করেছেন রুডলফ র‍্যাসেনডিলের। যে কোনো দিন ওর সন্ধান তিনি পেয়ে যাবেন। তারপর? কথাটা ভাবতেই আমার শরীর শিউরে ওঠে।

শুধু এই নয়, রাজধানীতে সাধারণ মানুষ সব ক্ষেপে উঠছে। তারা প্রকাশ্যেই প্রশ্ন করতে শুরু করেছে, 'এতদিন ধরে জেনডায় বসে আছে কেন রাজা? শুয়োর শিকার কি শেষ হবে না? নাকি অন্য কোনো কাজ করছে ওখানে? কি এমন কাজ যা জনগণ জানতে

পারে না ?' ইত্যাদি ইত্যাদি। শিগগির শিগগির বিয়ের তারিখ নির্ধারণেরও দাবি জানাচ্ছে তারা। যে কোনো মুহূর্তে গণ অসন্তোষ হিংসাত্মক রূপ নিতে পারে।

রাজধানীর এই অবস্থা দেখে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকা সমীচীন মনে করেননি মার্শাল স্ট্র্যাকেঞ্জ। এক সকালে ছোট্ট এক বাহিনী নিয়ে তিনি টারলেনহেইম দুর্গে এসে হাজির। বিয়ের তারিখটা ঠিক করে ফেলার আবেদন জানালেন আমার কাছে। এই আবেদনের অর্থ যে অনেকটা আদেশ তা বুঝতে অসুবিধা হলো না। হয়তো জনতার পাশাপাশি তিনিও বিরক্ত হয়ে উঠেছেন রাজকাজে আমার অবহেলা দেখে। শেষ পর্যন্ত তারিখটা ঠিক করতে হয়েছে আমাকে। ঠিক হয়েছে আর দু'সপ্তাহ পরে রাজা পঞ্চম রুডলফের সাথে বিয়ে হবে রাজকুমারী ফ্ল্যাভিয়ার। ইতিমধ্যে সারাদেশে খবরটা প্রচার করে দেয়ারও ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। সুতরাং সময় নষ্ট করার অবকাশ নেই। আর দু'সপ্তাহের মধ্যে রাজাকে উদ্ধার করে মঞ্চ থেকে বিদায় নিতে হবে আমাকে।

মার্শালের সাথে বসে যেদিন আমরা বিয়ের দিন ঠিক করলাম সেদিনই রাতে জোহান এলো কিছু গুরুত্বপূর্ণ খবর নিয়ে। সে জানালো, বিয়ের খবরে ভয়ানক চটে গেছে ডিউক। সবার সাথে দুর্ব্যবহার করছে। এক পর্যায়ে মাদাম দ্য মবাঁ ও রুপার্ট অভ হেনতযাউ-এর সাথে ঝগড়া পর্যন্ত হয়ে গেছে তার।

বেশ খুশি হলাম খবরটা শুনে। নিজেদের মধ্যে ওদের এই ঝগড়াটা যদি শেষ পর্যন্ত মারামারির পর্যায়ে পৌঁছায় তাহলে আর চিন্তা নেই। অনেক সহজ হয়ে যাবে আমার কাজ।

খুশি হওয়ার মতো আরেকটা খবর দিলো জোহান, ডিউকের ক্ষেপে ওঠার মূল কারণ হলো, সে কি করবে কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না। আমি জীবিত থাকা অবস্থায় রাজাকে মেরে ফেললে তার রাজা হওয়ার আশা শেষ ; সুতরাং ওটা সে করতে পারছে না। একমাত্র যেটা করার—আমাকে হত্যা করা, তাতেও সে সফল হতে পারছে না, এদিকে নিজেদের ভেতরেই ভাঙন শুরু হয়েছে। মোট কথা, বেশ বেকায়দা পরিস্থিতিতে পড়েছে মাইকেল।

পরদিন আরো গুরুত্বপূর্ণ খবর নিয়ে এলো জোহান। রাজার অবস্থা ভয়ানক খারাপ। একে অসুস্থ, তার ওপর দুশ্চিন্তা, মৃত্যুভয়। খাওয়া দাওয়াও ছেড়ে দিয়েছেন। রোগা হতে হতে হাড্ডিচর্মসার হয়ে গেছেন। উঠে দাঁড়াতে পর্যন্ত তাঁর কষ্ট হয়। স্ট্রেলসাউ থেকে এক ডাক্তারকে ধরে এনেছে ডিউক তাঁর দেখাশোনার জন্যে। কিন্তু ডাক্তারেরই বোধহয় এখন চিকিৎসা দরকার। প্রাণভয়ে অস্থির বেচারা। বন্দী হিশেবেই তাকে রাখা হয়েছে দুর্গে।

'রাজাকে এখন কিভাবে পাহারা দেয়া হচ্ছে ?' জোহানকে জিজ্ঞেস করলাম।

'দিনে রাতে দু'জন দু'জন করে পালা করে থাকে। ডেচার্ড ও বারসোনিন পাহারা দেয় রাতে আর রুপার্ট অভ হেনতযাউ এবং দ্য গতে থাকে দিনে। রাজার পাশের ঘরেই বসে থাকে পাহারাদার দু'জন, যাতে বিপদ দেখলে মুহূর্তের ভেতর পাশের ঘরে ঢুকে খুন করতে পারে রাজাকে। অন্য দু'জন থাকে দোতলার একটা কামরায়। রাজা যে ঘরে আছেন তার ঠিক ওপরে সে ঘরটা।'

'ডিউকের ঘর কোন জায়গায় ?'
'বাগানবাড়িতে। দোতলায়। ঝুল সেতুর ঠিক ডান পাশে।'
'আর মাদাম দ্য মর্বার ?'
'সেটাও বাগানবাড়িতে। ডিউকেরটার পাশে ঝুলসেতুর বাঁদিকে।'
'সেতুর চাবি কার কাছে থাকে ?'
'ডিউকের কাছে, মহানুভব।'
'আর পুরনো দুর্গের চাবি ?'
'পাহারাদারদের কাছে, মহানুভব।'
'তুমি ঘুমাও কোথায় ?'
'বাগানবাড়ির ফটকের কাছে ভৃত্যদের যে ঘরগুলো আছে সেখানে।'
হ্যাঁ, আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি, কালই আরেকবার চেষ্টা চালাবো। রাজাকে উদ্ধার করা যায় কিনা দেখি।
'শোনো, জোহান,' আমি বললাম, 'যা বলছি সেইমতো যদি কাজ করো তোমাকে আমি পঞ্চাশ হাজার ক্রাউন দেবো। কাল রাত দুটোর সময় বাগানবাড়ির ফটক খুলে দেবে। ঠিক দুটোর সময়, বুঝেছো ?'
'জি, মহানুভব। আপনি ওখানে থাকবেন সে সময় ?'
'কোনো প্রশ্ন নয়! কাজটা শুধু করবে তুমি।'
'জি, মহানুভব।' একটু ইতস্তত করে জোহান জিজ্ঞেস করলো, 'একটা কথা, ফটক খুলে দিয়ে আমি পালাতে পারবো তো ?'
'হ্যাঁ। প্রাণ বাঁচাতে হলে তোমাকে পালাতেই হবে! এই চিঠিটা নাও। মাদাম দ্য মর্বার হাতে দেবে। ওকে বলবে, চিঠিতে যা লিখে

দিয়েছি সেই মতো যদি না করে, ওর মুক্তির কোনো আশা নেই।'
চিঠিটা যখন নিলো, দেখলাম হাত কাঁপছে জোহানের। ভয় পেয়েছে। একবার মনে হলো, সব কথা ফাঁস করে দেবে না তো মাইকেলের কাছে ? দিলেও কিছু করার নেই। ওকে বিশ্বাস করতে হবে। ওর সাহায্য ছাড়া বাগানবাড়িতে বা দুর্গে ঢোকা অসম্ভব।
জোহান ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই স্থাপ্‌ট প্রশ্ন করলেন, 'কাল-কেই কেন ? আর দু-এক দিন দেরি করলে হতো না ?'
'না। দেরি করলে হয়তো রাজাকে আর জীবিত পাওয়া যাবে না।'
'ঠিক আছে। আপনি যখন বলছেন, কালই। তবে ফ্রিৎস আর আমি যাবো আপনার সাথে। আপনার নিরাপত্তার দিকটা দেখতে হবে আমাকে। যদি আমরা ব্যর্থ হই, যদি ডিউক রাজাকে মেরে ফেলে, আপনাকে বেঁচে থাকতে হবে দেশ শাসন করার জন্যে।'
'না। যদি-র কোনো প্রশ্ন নেই এখানে। রাজাকে বাঁচাতেই হবে। বিয়ের যে তারিখ ঠিক হয়েছে তার আগেই তাঁকে উদ্ধার করে আনতে হবে। তা যদি না পারি, আমি সত্য প্রকাশ করবো। হ্যাঁ, কর্ণেল, তারপর কি ঘটবে না ঘটবে আমি জানি না। এই মিথ্যার বোঝা আমি বয়ে বেড়াতে পারবো না সারাজীবন।'
কিছুক্ষণ গুম হয়ে রইলেন স্থাপ্‌ট। আমার মনের অবস্থাটা বোঝার চেষ্টা করলেন।
'বেশ,' অবশেষে বললেন তিনি, 'আমরা সবাই যাবো জেনডার দুর্গে।'
'শুনুন!' আমি বললাম, 'আপনি, কর্ণেল, আপনার লোকদের

নিয়ে বাগানবাড়ির ফটকের কাছে বনের ভেতর অপেক্ষা করতে থাকবেন। জোহান দরজা খোলা মাত্র আপনারা ভেতরে ঢুকে পড়ে ভৃত্যদের আটক করে ফেলবেন। একটা ব্যাপারে সতর্ক থাকবেন, কেউ যেন গুলি না করে। যা করার তলোয়ার দিয়ে করতে হবে। আগের দিন আমাদের ব্যর্থ হওয়ার মূল কারণ গুলি করা। নিঃশব্দে কাজ সারতে পারলে ঐ দিনই হয়তো আমরা রাজাকে বের করে আনতে পারতাম।

'যা হোক, ভেতরে ঢুকেই চাকরগুলোকে বেঁধে ফেলবেন। ঠিক ঐ সময় মাইকেলের সাহায্য চেয়ে চিৎকার করে উঠবে আঁতোয়ানেত্ ও মর্বা। আশা করছি ওকে সাহায্য করার জন্যে বেরিয়ে আসবে মাইকেল, এবং সোজা আপনাদের হাতে পড়বে। ওর কাছ থেকে সেতুর চাবিটা নিয়ে সেতু নামিয়ে দেবেন। কি হয়েছে দেখতে ছুটে আসবে র‍্যুপার্ট। তারপর আমার পালা।

'সেতুর পাশেই অন্ধকারে ঘাপটি মেরে থাকবো আমি। র‍্যুপার্ট আসার সঙ্গে সঙ্গে ওকে যমের বাড়ি পাঠিয়ে দেবো। দ্য গতেও থাকতে পারে র‍্যুপার্টের সঙ্গে। ওকেও হত্যা করবো। ওদের কাছ থেকে দুর্গের চাবি নিয়ে সোজা চলে যাবো রাজার কামরায়। আশা করি রাজাকে উদ্ধার করতে পারবো আমি। সেজন্যে বারসোনিন আর ডেচার্ডকে খুন করতে হবে, তা হোক, খুশিমনেই আমি করবো ওকাজ।'

এই হলো আমার পরিকল্পনা। যদিও একটু মরিয়া ধরনের; কিন্তু কি করবো, আমি নিজেই কি কম মরিয়া হয়ে উঠেছি?

পরদিন ভোর থেকেই শুরু হলো প্রস্তুতি। তবে খুব একটা হাঁক ডাক করে নয়, বরং একটু চুপেচুপেই। স্যাপ্‌ট যাদের যাদের নিয়ে যাবেন তাদের বাছাই করে ফেললেন। কখন, কোথায়, কি করতে হবে সে সম্পর্কে প্রয়োজনীয় নির্দেশও দিলেন। কোনো অবস্থাতেই বন্দুক ব্যবহার করা চলবে না তা-ও জানিয়ে দিলেন।

টারলেনহেইম দুর্গের অতিথিদের ভেতর একমাত্র স্যাপ্‌ট, ফ্রিৎস আর আমি জানি এই প্রস্তুতির আসল কারণ। অন্য সবাইকে বোঝানো হয়েছে, রাজাকে উৎখাত করে নিজে রাজা হওয়ার জন্যে গভীর ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করেছে ব্ল্যাক মাইকেল। তাকে শায়েস্তা করার জন্যেই এ অভিযান। এমন একটা কাজ যে ঢাকঢোল পিটিয়ে করা যায় না তা সবাই হৃদয়ঙ্গম করেছেন।

দেখতে দেখতে দিন ফুরিয়ে রাত হলো। প্রতিদিন যা জ্বালানো হয় তার দশগুণেরও বেশি আলো জ্বালানো হয়েছে আজ টারলেনহেইম দুর্গে। সন্ধ্যা থেকেই গান, বাজনা, হৈ-হুল্লোড় শুরু করে দিয়েছে আমাদের কিছু লোক। শত্রুর মনে ভুল ধারণা দেয়ার জন্যেই এসব করা হচ্ছে। এত আলো এত গান বাজনার খবর চর মারফত পাবে ব্ল্যাক মাইকেল, তখন সে যেন ভাবে আমরা মহাফূর্তিতে ভোজ খাচ্ছি এবং এই ভেবে সে যেন নিশ্চিন্তে থাকে সেজন্যেই আমাদের এই আয়োজন।

ধীরে ধীরে যাত্রার সময় এগিয়ে এলো। মার্শাল স্ট্র্যাকেঞ্জকে ডেকে পাঠালাম আমি। তাঁকে বললাম, 'ভোরের ভেতর যদি আমরা ফিরে না আসি আপনি অবিলম্বে জেনডা দুর্গ আক্রমণ করবেন। এখানে যা লোক আছে তাতে না কুলালে রাজধানী থেকে নতুন

সৈন্য আনিয়ে নেবেন। দুর্গ জয় করার পর যদি রাজাকে না পান, রাজকুমারী ফ্ল্যাভিয়াকে নিয়ে স্ট্রেলসাউ-এ ফিরে যাবেন। রাজকুমারীকে রানী ঘোষণা করবেন। আপনার ওপর এ ভার আমি দিয়ে যাচ্ছি, মার্শাল। এটাকে আমার আদেশ হিশেবে গণ্য করবেন।'

'আপনার আদেশ পালিত হবে মহানুভব,' কুর্নিশ করে প্রতিশ্রুতি দিলেন মার্শাল।

এরপর বিদায় নেয়ার জন্যে ফ্ল্যাভিয়ার কাছে গেলাম আমি। আমার মনে হলো, এর চেয়ে কঠিন কাজের মুখোমুখি আমি হইনি জীবনে। যে চিন্তা আমাকে সবচেয়ে বেশি পীড়া দিচ্ছে, আর হয়তো দেখা হবে না রাজকুমারীর সাথে। জানি দেখা হওয়াটা শোভনও হবে না, তবু আমার মন তা মানতে চাইছে না। অনেক কষ্টে উদ্‌গত অশ্রু দমন করলাম আমি। তারপর আমার আংটিটা খুলে ওর আঙুলে পরিয়ে দিলাম।

'যখন রানী হবে,' বললাম আমি, 'তখন হয়তো অন্য একটা আংটি তুমি পরবে। কিন্তু এটা খুলে ফেলো না। আমার কথা মনে করে এটা তুমি পরে থেকো।'

'একথা বলছো কেন, রুডলফ?' ধরা গলায় বলল ফ্ল্যাভিয়া।

'যদি কোনোদিন সুযোগ পাই, বলবো। না হলে কোনোদিন তোমার জানা হবে না, কেন বললাম। যাই তাহলে, রাজকুমারী।'

'এসো। আমার মৃত্যুদিন পর্যন্ত আমি এ আংটি পরে থাকবো।'

আর বাঁধ মানলো না আমার অশ্রু। দু'চোখ ছাপিয়ে নেমে এলো। ছুটে চলে এলাম আমি ফ্ল্যাভিয়ার সামনে থেকে। ও আমার চোখে জল দেখুক তা আমি চাই না।

উমেশচন্দ্র পাবলিক লাইব্রেরী স্থাপিত-১৮৯৭ খুলনা

উনিশ

রাতটা চমৎকার। মেঘশূন্য আকাশে উজ্জ্বল চাঁদ ভাসছে।

ব্যাপারটা দুঃখজনক। আমি যে পরিকল্পনা করেছি তাতে আবহাওয়া খারাপ হলেই ভালো ছিলো। পরিখার ভেতর দিয়ে সাঁতরে ঝুল সেতুর কাছে যাবো আমি। আকাশে এত উজ্জ্বল চাঁদ থাকায় কারো চোখে পড়ে যাওয়া বিচিত্র নয়। এখন অনেক বেশি সাবধান হতে হবে আমাকে। পরিখার কোল ঘেঁষে দুর্গের ছায়ায় ছায়ায় সাঁতরে যেতে হবে। ব্যাপারটাতে ঝুঁকি থাকবে। কিন্তু কি আর করা? আবহাওয়া তো আর আমার ইচ্ছায় ভালো বা খারাপ হবে না।

'আসল বিপদ ওঁত পেতে আছে বাগানবাড়ির ফটকে,' স্যাপ্‌টকে বললাম আমি। 'আর ওখানেই থাকতে হবে আপনাদের।'

'আমাদের নিয়ে আপনার দুশ্চিন্তা না করলেও চলবে,' বললেন স্যাপ্‌ট, 'আমরা ঠিকই সামলাতে পারবো। শুধু জোহান ব্যাটা সময় মতো দরজা খুললে হয়। আপনি আপনার দিকটায় খেয়াল রাখবেন। সাবধান থাকবেন।'

বারোটার সময় রওনা হয়ে গেলেন স্যাপ্‌ট আর ফ্রিৎস তাঁদের দলবল নিয়ে। ওঁদের সঙ্গে লোক বেশি। কেউ যেন টের না পায় তাই ওঁরা বনের ভেতর দিয়ে একটু ঘুর পথে যাবেন। আশা করছি পৌনে ছটা নাগাদ পৌঁছে যাবেন বাগানবাড়ির ফটকের কাছে। মিনিট পনেরো ওখানে ঘাপটি মেরে থাকবেন; তারপর জোহান দরজা খুললেই ঢুকে পড়বেন ভেতরে।

সময় মতো যদি জোহান দরজা না খোলে তাহলে কি হবে? কথাবার্তা যা হয়েছে সে অনুযায়ী ফ্রিৎস তখন পরিখার ধারে এসে খুঁজবে আমাকে। যদি আমি বেঁচে থাকি আর আমাকে খুঁজে পায় ফ্রিৎস তাহলে নতুন কোনো বুদ্ধি বের করবো ভেবে চিন্তে। আমাকে যদি ফ্রিৎস খুঁজে না পায় তাহলে ও সরাসরি ফিরে যাবে টারলেন-হেইম দুর্গে। মার্শালকে জানাবে আমার নিখোঁজ সংবাদ। তখন নিশ্চয়ই মার্শাল বাহিনী নিয়ে আক্রমণ করবেন জেনডা দুর্গ। আমার কোনো সন্দেহ নেই, উনি এসে দেখবেন দুই রাজাই মৃত!

যাহোক, ভবিষ্যতে তো কত কিছুই ঘটতে পারে, তা নিয়ে এখন ভেবে লাভ আছে? ফ্রিৎস ও স্যাপ্‌ট সদলে রওনা হয়ে যাওয়ার কয়েক মিনিট পরেই আমিও রওনা হলাম। একা। লম্বা একটা দড়ি আর দড়ির মই নিয়েছি সঙ্গে। আমাকে পরিখায় নামা ও ওঠার ব্যাপারে সাহায্য করবে এগুলো। সংক্ষিপ্ত একটা পথ ধরে জেনডা দুর্গের দিকে চলতে লাগলাম আমি।

সাড়ে বারোটা নাগাদ পৌঁছে গেলাম পরিখার কাছে। সামান্য দূরে অন্ধকারে ছায়ার মতো দেখতে পাচ্ছি ঝুল সেতুটা। গাছ-পালার ভেতর এক জায়গায় আমার ঘোড়াটাকে লুকিয়ে রাখলাম।

লাগামটা বেঁধে দিলাম গাছের একটা ডালের সাথে। নিঃশব্দে নেমে গেলাম পরিখায়।

দুর্গ প্রাচীরের ছায়ায় ছায়ায় থেকে সাবধানে সাঁতরে চললাম আমি। ঘন্টা বাজিয়ে পৌনে একটা বাজার সংকেত দিলো দুর্গের ঘড়ি। পরের কয়েক মিনিটের ভেতর পৌঁছে গেলাম রাজার কামরা থেকে নেমে আসা সেই নলটার কাছে। নলের ছায়ায় কিছুক্ষণ চুপ করে ভেসে রইলাম আমি।

ঝুলসেতুটা নামানো। আমার বাঁয়ে প্রায় দশ গজ দূরে কয়েকটা আলোকিত জানালা। সামান্য আলো এসে পড়েছে পরিখার জলে। যদিও আলো নল পর্যন্ত পৌঁছায়নি তবু ঢিপ ঢিপ করছে আমার বুকের ভেতর। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সম্পন্ন কেউ যদি তাকায় এদিকে দেখে ফেলবে হয়তো!

নলের আরেকটু নিচে ঢুকে গেলাম আমি। এমন সময় হঠাৎ একটা জানালা খুলে গেল। আঁতোয়ানেত ও মর্বা তাকিয়ে আছে পরিখার দিকে। কয়েক সেকেণ্ড পরে একজন পুরুষ এসে দাঁড়ালো তার পাশে। প্রথমে ভাবলাম ডিউক বোধহয়। কিন্তু না, পর-মুহূর্তে ভুল ভাঙলো। লোকটা রুপার্ট অভ হেনতযাউ।

'থামো বলছি!' রুপার্ট পাশে এসে দাঁড়াতেই চিৎকার করে উঠলো আঁতোয়ানেত; 'নইলে আমি জলে ঝাঁপ দেবো।'

'ছি-ছি-ছি, এই রাতে এই ঠাণ্ডা পানিতে ঝাঁপ দেবে!' হেসে উঠলো রুপার্ট। তারপরই গম্ভীর কণ্ঠে বললো, 'আঁতোয়ানেত, আমাকে কেন ভালোবাসো না তুমি? মাইকেলের ভেতর কি আছে? ও তো একটা ঠগ, নীচ, কাপুরুষ।'

‘এসব কথা আমি ওকে বলে দেবো, রুপার্ট।’

‘বলে দেবে! হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলে দাও, এক্ষুণি যাও। ও কিছু মনে করবে না। আমি ওকে কি মনে করি তা মাইকেল জানে।’

ঘৃণার ছাপ পড়লো আঁতোয়ানেত্তের মুখে।

‘তুমি ভাবো তোমার জন্যে খুব দরদ ডিউকের?’ বলে চললো রুপার্ট। ‘হায়রে অবোধ নারী! যদি জানতে তোমাকে নয়, রাজকুমারী ফ্ল্যাভিয়াকে চায় ডিউক! ও আমাকে কি বলেছে শুনবে? বলেছে, আমি যদি রুডলফ র‍্যাসেনডিলকে খুন করতে পারি, আমার হাতে তুলে দেবে তোমাকে…কিন্তু আমি অতদিন অপেক্ষা করার বান্দা নই। আমি যদি কিছু চাই সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে নেই। কেউ ঠেকাতে পারে না।’

আঁতোয়ানেত্তকে জড়িয়ে ধরলো রুপার্ট। এমন সময় অস্পষ্ট একটা শব্দ ভেসে এলো আমার কানে। দরজা খুললে যেমন হয় তেমন। ত্রস্ত ভঙ্গিতে আঁতোয়ানেত্তকে ছেড়ে দিলো রুপার্ট। তারপরই ব্ল্যাক মাইকেলের কণ্ঠস্বর।

‘এখানে কি করছো, রুপার্ট?’

‘এই ভদ্র মহিলাকে একটু সঙ্গ দিচ্ছিলাম,’ বিগলিত হাসি হেসে জবাব দিলো রুপার্ট। ‘আপনার সঙ্গ লাভের জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন উনি। এদিকে আপনার পাত্তা নেই, শেষে আর কি, ওঁর ব্যথা সহ্য করতে না পেরে আমিই এলাম সঙ্গ দিতে।’

ইতিমধ্যে ডিউকও জানালার সামনে চলে এসেছে। বজ্রমুষ্টিতে রুপার্টের হাত ধরতে দেখলাম ওকে।

‘তুমি চাও তোমাকে আমি পরিখার জলে ছুঁড়ে ফেলে দিই?’

হিংস্র কণ্ঠে বললো সে।

‘চেষ্টা করে দেখুন!’ হিমশীতল কণ্ঠ রুপার্টের।

মুহূর্তে সতর্ক হয়ে গেল মাইকেল। রুপার্টের হাত ছেড়ে দিয়ে বললো, ‘শোনো, রুপার্ট, এটা ঝগড়ার সময় নয়। আমাদের সামনে এখন সমূহ বিপদ…।’

‘আমিও তাই বলি, এখন যদি আমরা নিজেদের ভেতর ঝগড়া করি বিপদের মাত্রা বাড়বে বই কমবে না,’ মাইকেলকে থামিয়ে দিয়ে বললো রুপার্ট।

‘ডেচার্ড আর বারসোনিন ঠিক মতো পাহারা দিচ্ছে তো?’

‘হ্যাঁ, স্যার।’

‘ঠিক আছে, এবার তুমি যাও। দশ মিনিটের ভেতর সেতু তুলে ফেলা হবে। এখন না গেলে শেষে সাঁতরে বিছানায় যেতে হবে বলে দিচ্ছি।’

জানালার সামনে থেকে সরে গেল রুপার্টের মূর্তিটা। একটা দরজা খোলার এবং বন্ধ হওয়ার শব্দ হলো। মিনিট খানেক পর সেতুর প্রান্তে আবার দেখতে পেলাম রুপার্টকে।

‘দ্য গতে! দ্য গতে!’ চিৎকার করে ডাকলো সে। ‘জলদি এসো, নইলে সাঁতরে খাল পেরোতে হবে!’

একটু পরেই দু’জনকে সেতু পেরোতে দেখলাম।

সেতুর মাঝামাঝি জায়গায় এসে দাঁড়িয়ে পড়লো রুপার্ট।

‘বোতলটা দাও,’ সে বললো, ‘এখনই শেষ করে যাই।’ দ্য গতের হাত থেকে বোতলটা নিয়ে গলায় উপুড় করলো রুপার্ট। তারপরই খেঁকিয়ে উঠলো, ‘একি! শেষ করে ফেলেছো!’ বলতে বলতে

শূন্য বোতলটা পরিখায় ছুঁড়ে দিলো সে।

নলের নিচে আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি তার মাত্র কয়েক গজ দূরে পড়ে ভেসে রইলো ওটা। ছুরু ছুরু বুকে শ্বাসবন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি।

'আমার জন্যে একটু রাখতে পারলে না হতভাগা!' বলতে বলতে পকেট থেকে রিভলভার বের করলো রূপার্ট। বোতলটাকে নিশানা করে গুলি ছুঁড়তে লাগলো। তৃতীয় গুলিটা লাগলো বোতলে। ঠকাস করে শব্দ তুলে চারপাশে ছিটকে পড়লো কাঁচ। কিন্তু গুলি থামালো না রূপার্ট। এখন নলটাকে লক্ষ্য করে গুলি করছে ও। আমার চুল ছুঁয়ে বেরিয়ে গেল একটা গুলি।

রিভলভার গুলিশূন্য হয়ে যাওয়ার পর থামলো রূপার্ট। এই সময় সেতুর প্রান্ত থেকে কেউ একজন চিৎকার করে উঠলো, 'তাড়াতাড়ি নেমে যান, জনাব, আমরা সেতু তুলবো!'

সম্বিত ফিরলো যেন রূপার্টের। রিভলভারটা পকেটে ভরে চলে গেল দুর্গের দিকে। পেছন পেছন অদৃশ্য হয়ে গেল ঘড় ঘড় শব্দে উঠে যেতে শুরু করলো সেতুটা। তারপর সব চুপচাপ। দুর্গের ঘড়ি সময় ঘোষণা করলো—সোয়া একটা। মিনিট দশেক পেরিয়ে গেছে। ঠাণ্ডা পানিতে তেমনি ভেসে আছি আমি। আপাতত অপেক্ষা ছাড়া আর কিছু করার নেই আমার। স্যাপ্ট দলবল নিয়ে বাগানবাড়িতে ঢোকার পর আবার কাজ শুরু হবে।

হঠাৎ খুব কাছেই অস্পষ্ট একটা শব্দ হলো। চমকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালাম আমি। সেদিন যেখানে নৌকার ওপর ম্যাক্সকে দেখেছিলাম তার সামান্য ওপাশে একটা দরজা দুর্গের গায়ে। দরজা

থেকে কয়েক ধাপ সিঁড়ি নেমে এসেছে পরিখা পর্যন্ত। কপাট লাগানো থাকলে অন্ধকারে টের পাওয়া যায় না দরজাটার অস্তিত্ব। কিন্তু এখন যাচ্ছে। কারণ কপাটটা খোলা। কেউ খুলেছে। সেই শব্দই আমি পেয়েছি। চোখ কুঁচকে ভালো করে তাকালাম। লোকটাকে চিনতে পেরে আবার চমকে উঠতে হলো আমাকে। রূপার্ট অভ হেনতযাউ! শয়তানটা এখানে কি করছে?

দ্রুত অথচ নিঃশব্দ পায়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলো রূপার্ট। পানির কিনারে পৌঁছে থামলো এক মুহূর্তের জন্যে। হাতের তলোয়ারটা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরলো। তারপর আলতো ভাবে নেমে পড়লো পানিতে। নিঃশব্দে সাঁতার কেটে চললো ওপারে বাগানবাড়ির দিকে।

আমার একবার মনে হলো, ওকে অনুসরণ করি। ওর সঙ্গে বোঝা পড়া করার এমন সুযোগ আর পাওয়া যাবে না। তারপরই স্মরণ হলো আমার উদ্দেশ্যের কথা—কেন এসেছি এখানে। রাজাকে উদ্ধার না করে অন্য কোনো কিছু করা চলবে না। কিন্তু রূপার্ট যাচ্ছে কোথায়? বাগানবাড়িতে যে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু কেন? কি ফন্দি এঁটেছে ও?

বাগানবাড়ির দিকে তাকালাম অাঁতোয়ানেত দ্য মবাঁর ঘরের সেই জানালাটা এখনো খোলা, তেমনি আলোকিত। এছাড়া আর কোনো জানালায় আলো নেই। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে নিশ্চয়ই। চারদিক নিস্তব্ধ। একটা শব্দ করেনি রূপার্ট সাঁতরানোর সময়। দুর্গের ঘড়ি ঢং শব্দে ঘোষণা করলো, দেড়টা বাজে। গলা পর্যন্ত পানিতে ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি। আর আধ ঘন্টা!

কুড়ি

মিনিট দশেক পেরিয়ে গেছে।

এতক্ষণে নিশ্চয়ই পরিখার অন্য প্রান্তে পৌঁছে গেছে রুপার্ট। ও কি উদ্দেশ্যে কোথায় গেল এখনো ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। যা হোক রাজাকে পাহারা দেয়ার লোকের সংখ্যা একজন কমেছে, এতেই আমি খুশি। এখন যদি আমার কাছে চাবি থাকতো! পাহারাদারের সংখ্যা চারের জায়গায় তিন হয়েছে। অনেক সহজ হয়ে যেতো আমার কাজ।

যাকগে, ও নিয়ে ভেবে আর লাভ নেই। সব কিছু ঠিকঠাক মতো চললে ছুটোর পরেই আমি চাবি পাবো। ততক্ষণ ধৈর্য ধরতে হবে।

জোহান কি কথা রাখবে, বা রাখতে পারবে? কোনো কারণে যদি ছুটোর সময় ফটক খুলতে না পারে? বার বার ঘুরেফিরে আসছে অশুভ ভাবনাগুলো। তাড়াতে চেষ্টা করছি, পারছি না।

বাগানবাড়িতে সবকিছু চুপচাপ। আঁতোয়ানেতের জানালাটা এখনো আলোকিত। ও কি ঘুমায়নি? ঘুমাতে পারছে না? হঠাৎ

করেই দিবালোকের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল আমার কাছে, কোথায় গেছে রুপার্ট। নিঃসন্দেহে আঁতোয়ানেতের ঘরে। এছাড়া এত-রাতে আর কি কাজ থাকতে পারে ওর বাগানবাড়িতে?

কয়েক মিনিট পরেই প্রমাণ পেলাম, আমার ধারণা সত্যি।

পৌনে ছুটো বাজার ঘণ্টা পড়লো, অমনি জোর একটা শব্দ ভেসে এলো আঁতোয়ানেতের ঘর থেকে, ভারি কিছু আছড়ে পড়লে যেমন হয় তেমন। জানালাটা অন্ধকার হয়ে গেল। নিশ্চয়ই ঘরের ভেতর বাতি নিভিয়ে দেয়া হয়েছে। তারপরই তীব্র আত-ঙ্কিত একটা চিৎকারে খান খান হয়ে গেল রাতের নৈঃশব্দ্য।

'বাঁচাও! বাঁচাও! মাইকেল, বাঁচাও!'

চিৎকারটা আঁতোয়ানেতে দ্য মবাঁর। জোহানের হাতে যে চিঠি দিয়েছিলাম তাতে লিখেছিলাম, যেন এমনি করেই চিৎকার করে আঁতোয়ানেত। কিন্তু সে তো ছুটোর সময় করার কথা। এখন বাজে পৌনে ছুটো। আমি বলেছিলাম বিপদে পড়ার অভি-নয় করতে, এখন দেখছি সত্যিই বিপদে পড়েছে আঁতোয়ানেত।

পরিখা পেরিয়ে বাগানবাড়িতে ঢুকবো কিনা একবার ভাবলাম। না, উচিত হবে না। আমার সাহায্যের দরকার নেই আঁতোয়া-নেতের। অন্তত এমুহূর্তে নয়। ডিউকই ওকে সাহায্য করবে। আমি বরং এই গোলমালের সুযোগে উপরে উঠে পড়ি। দুর্গের ফটকের ছায়ায় দাঁড়িয়ে থাকবো। কেউ যদি বেরিয়ে আসে বাধা দিতে পারবো।

'বাঁচাও! বাঁচাও, মাইকেল! রুপার্টের হাত থেকে বাঁচাও আমাকে!' আবার শোনা গেল আঁতোয়ানেতের চিৎকার।

দরজা ভাঙার আওয়াজ পেলাম। তারপর ডিউকের কণ্ঠস্বর। তলোয়ারে তলোয়ারে ঠোকাঠুকির শব্দ। রুপার্ট অভ হেনতযাউ-এর সাথে লড়ছে ডিউক!

অনেক মানুষের হৈ-চৈ-এর আওয়াজ পেলাম একটু পরে। আবার আলো দেখা গেল আতোয়ানেতের কামরার জানালায়। রুপার্ট মরিয়া হয়ে লড়ছে পাঁচ ছ'জনের সাথে। ওর চিৎকার শুনলাম,

'জোহান গেল! এবার তুমি, মাইকেল!'

ডিউককে পড়ে যেতে দেখলাম আমি। জোহানকেও।

জোহান নিহত হয়েছে, নিদেনপক্ষে আহত! তাহলে ছুটোর সময় বাগানবাড়ির ফটক খুলে দেবে কে?

এখনো লড়ছে রুপার্ট। কয়েকবার শত্রুদের হটিয়ে দিলো সে। প্রতিবারই তারা ফিরে এসে আক্রমণ করলো। অবশেষে রণে ভঙ্গ দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলো রুপার্ট। ভয়ঙ্কর ভাবে তলোয়ার চালাতে চালাতে লাফ দিয়ে জানালার ওপর উঠলো সে। ধেয়ে এলো ডিউকের লোকেরা। জানালার ওপর কয়েক মুহূর্ত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো রুপার্ট। তারপর পাগলের মতো হেসে উঠে লাফিয়ে পড়লো পরিখার জলে।

ঠিক সেই সময়, দুর্গের ফটক গেল খুলে। দৌড়াতে দৌড়াতে বেরিয়ে এলো দ্য গতে। লাফ দিয়ে ওর ঘাড়ের ওপর পড়লাম আমি। হৃৎপিণ্ড বরাবর ঢুকিয়ে দিলাম তলোয়ার। নিঃশব্দে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলো দ্য গতে। চাবির খোঁজে ওর পকেটগুলো একের পর এক হাতড়াতে শুরু করলাম। প্যান্টের এক পকেটে পেলাম

শেষ পর্যন্ত। বড় একটা গোছা।

চাবির গোছাটা নিয়ে ছুটলাম আমি। প্রথম যে দরজা পেলাম সবচেয়ে বড় চাবিটা নিয়ে চেষ্টা করতেই খুলে গেল সেটার তালা। প্রায়ান্ধকার একটা সিঁড়িঘরে পৌঁছেছি আমি। এক কোণে টিম-টিমে একটা লণ্ঠন জ্বলছে। পাথরের সিঁড়ি ধাপে ধাপে নেমে গেছে নিচে। লণ্ঠনটা নিভিয়ে দিয়ে কান খাড়া করলাম। সিঁড়ির নিচে থেকে কথাবার্তার শব্দ ভেসে এলো।

'ব্যাপার তো কিছু বুঝতে পারছি না। কি শুরু হয়েছে ওদিকে?'

'জানি না। রাজাকে কি শেষ করে দেবো এখন?'

'আরেকটু দেখি দাঁড়াও। ওপরে কি হচ্ছে আগে বুঝে নেই। নাহলে পরে ডিউকের কাছে কৈফিয়ত দিতে দিতে জান শেষ হয়ে যাবে।'

এতক্ষণে চিনতে পারলাম গলাটা। ডেচার্ডের।

সিঁড়ির নিচে একটা দরজার তালা খোলার শব্দ হলো। তারপর বারসোনিন-এর কণ্ঠস্বর—

'আরে লণ্ঠনটা নিভলো কখন? কিছুই দেখতে পাচ্ছি না!'

বুঝলাম সময় হয়েছে। তৎপর হয়ে উঠলাম আমি। যত দ্রুত পারি সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলাম। বারসোনিন তখন হাতড়ে হাতড়ে সিঁড়ি বেয়ে ওঠার চেষ্টা করছে। সোজা ওর ঘাড়ে পড়লাম আমি। আচমকা এমন বিভ্রাট আশা করেনি বারসোনিন। হকচকিয়ে গেল। এই সুযোগে অনায়াসে ওর বুকে তলোয়ার ঢুকিয়ে দিলাম আমি। তারপর এক লাফে ঢুকে পড়লাম কামরাটায়। আমাকে দেখেই ডেচার্ড ছুটলো পাশের ঘরের দিকে। রাজাকে খুন করবে! দরজা খোলাই ছিলো। মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল ডেচার্ড পাশের কামরায়।

'গেল! রাজাকে বোধহয় আর জীবিত পেলাম না!' ভাবতে ভাবতে আমিও ছুটলাম ওর পেছন পেছন।

সত্যিই রাজাকে জীবিত পেতাম না, যদি না সেখানে ঐ ডাক্তার ভদ্রলোক থাকতেন। খালিহাতে ডেচার্ডকে বাধা দিয়ে চলেছেন তিনি। নিরীহ ডাক্তার, তিনি যে কোনো ঝামেলা করতে পারেন সম্ভবত কল্পনাও করেনি ডেচার্ড। ঘরে ঢুকেই ডাক্তারের পাশ কাটিয়ে ও ছুটে গেল রাজার দিকে। ঠিক তক্ষুণি পেছন থেকে তাকে জাপটে ধরলেন ডাক্তার।

ঘরে ঢুকে আমি দেখলাম, তীব্র এক ঝটকায় ডাক্তারের হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিচ্ছে ডেচার্ড। পরমুহূর্তে ঘুরে দাঁড়িয়ে তলোয়ার চালালো ডাক্তারের বুক লক্ষ্য করে। এই সময় আমাকে দেখলো ডেচার্ড। এখন রাজার দিকে ঘোরা মানে মৃত্যু তা জানে সে। ভয়ঙ্কর এক চিৎকার করে লাফ দিয়ে এগিয়ে এলো আমার দিকে খোলা তলোয়ার হাতে।

'আয়!'

চেঁচিয়ে উঠে তলোয়ার বাগিয়ে দাঁড়ালাম আমি। শুরু হলো তলোয়ারে তলোয়ারে যুদ্ধ। কিছুক্ষণের ভেতর বুঝতে পারলাম তলোয়ারে আমার চেয়ে অনেক পাকা ডেচার্ডের হাত। পিছু হটতে হটতে দেয়ালে গিয়ে ঠেকলো আমার পিঠ। একটু পরেই ও আচমকা এক কোপ বসিয়ে দিলো আমার বাঁ হাতে। বেশ খানিকটা মাংস কেটে নিয়ে চলে গেল ওর তলোয়ার। তাড়াতাড়ি সরে গিয়েছিলাম বলে রক্ষা, নাহলে পুরো হাতটাই আলাদা হয়ে যেতো শরীর থেকে। দরদর ধারায় রক্ত নেমেছে। এখনো লড়ছি,

তবে বুঝতে পারছি, ক্রমশ দুর্বল হয়ে আসছে শরীর। একটু একটু করে হতাশায় আচ্ছন্ন হয়ে উঠছে মনটা। কেবলই মনে হচ্ছে, পারলাম না! রাজার এত কাছে এসেও তাঁকে বাঁচিয়ে নিয়ে যেতে পারলাম না! উল্টে নিজের প্রাণটাই খোয়াতে বসেছি।

স্পষ্ট বুঝতে পারছি ডেচার্ডের সাথে পারবো না আমি। হাতটা জখম না হলেও নাহয় প্রাণপণে একবার চেষ্টা করে দেখা যেতো। হাতের প্রচণ্ড যন্ত্রণা আর রক্তক্ষরণের ফলে দুর্বলতা—ডেচার্ডের সঙ্গে যোগ দিয়েছে এই দুই শত্রু।

শেষ মুহূর্তটির প্রতীক্ষা করছি। এমন সময় একটা গলা শুনতে পেলাম, 'রুডল্ফ! ভাই রুডল্ফ! তুমি এসেছো?'

অত্যন্ত দুর্বল কণ্ঠস্বর। কিন্তু চিনতে পারলাম আমি। এতক্ষণে সজাগ হয়েছেন রাজা।

'আর একটু টিকে থাকো, আমি আসছি!' আবার বললেন তিনি।

এক কি দু'সেকেণ্ড পর, রাজার বিছানার পাশে একটা চেয়ার ছিলো, সেটা এসে লাগলো ডেচার্ডের গায়ে। মৃত্যুর প্রান্তে পৌঁছে গেছেন রাজা। তবুও, চকিতে ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম, কি করে যেন বিছানা থেকে নেমে এসেছেন তিনি। দু'হাত বাঁধা। কিন্তু দমেননি। ঐ বাঁধা হাতেই তাঁর পক্ষে যতদূর সম্ভব তিনি করেছেন।

চেয়ারের আঘাতে তাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেছে ডেচার্ড। টলতে টলতে ওর দিকে এগোলাম আমি। কিন্তু পৌঁছানোর আগেই আবার উঠে দাঁড়িয়েছে ও। রাজার দিকে ফিরে একবার তলো-

য়ার চালালো সে। দুর্বল একটা আর্তনাদ করে পড়ে গেলেন রাজা। পর মুহূর্তে আমার দিকে ফিরলো ডেচার্ড। ভয়ানক এক লাফ দিয়ে তলোয়ার চালালো আমার বুক লক্ষ্য করে। আতঙ্কে চোখ বন্ধ করে ফেললাম আমি। বুকের ওপর মরণ-আঘাতটা আশা করছি। কিন্তু না, ডেচার্ডের তলোয়ার স্পর্শ করলো না আমার বুক। চোখ মেলতেই দেখলাম ডাক্তারের রক্তে পা পিছলে গেছে তার। আধ পড়া অবস্থায় দু'পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে আছে ডেচার্ড। দু'হাত মাথার ওপর তুলে তাল সামলাচ্ছে। এমন সুযোগ আমি আর পাবো না। ভয়ানক ভারি মনে হচ্ছে, তবু তুললাম আমার তলোয়ারটা। সোজা চালিয়ে দিলাম ডেচার্ডের গলা বরাবর। ডাক্তারের শরীরের ওপর মুখ থুবড়ে পড়লো সে।

রাজা কি বেঁচে আছেন এখনো, না মরে গেছেন?

ছুটে গেলাম আমি তাঁর কাছে। মাথার পাশে একটা ক্ষত থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। ঝুঁকে পড়লাম আমি রাজার ওপর। বুকে হাত রাখলাম। পরম স্বস্তির সাথে অনুভব করলাম তাঁর হৃৎস্পন্দন। অবিলম্বে উপযুক্ত চিকিৎসা করালে আশা করি ভালো হয়ে যাবেন।

উঠে দাঁড়ালাম। এমন সময় একটা শব্দ শুনে লাফ দিয়ে উঠলো আমার হৃৎপিণ্ডটা। ঝুল সেতুর ঘড় ঘড় শব্দ। নেমে আসছে! কারা নামাচ্ছে? কর্ণেল স্যাপ্ট না শত্রুপক্ষ? স্যাপ্ট হলে আমরা জিতে গেছি। আর শত্রু হলে আমার কোনো আশা নেই। বেচারী রাজারও না।

ভয়ানক যন্ত্রণা আমার বাঁ কাঁধে। মাথার ভেতর ঝিম ঝিম করছে। মনে হচ্ছে জ্ঞান হারাবো।

'আর একটু, রুডল্ফ! আর একটু!' মনে মনে বললাম আমি। তারপর কোনোমতে শরীরটাকে টানতে টানতে বেরিয়ে এলাম রাজার কামরা থেকে। বাইরের কামরায় একটু থামলাম একটা রিভলভার তুলে নেয়ার জন্যে। তারপর বেরিয়ে এলাম এ কামরা থেকেও। প্রাণপণ চেষ্টায় একটা একটা করে ধাপ টপকে উঠে এলাম সিঁড়ির ওপরে। এই সময় সেতুর ওপর থেকে ভেসে এলো রুপার্ট অভ হেনতযাউ-এর রক্ত হিম করা হাসির শব্দ। সব শেষ! আমার পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছে। তীরে এসে তরী ডুবলো! পারলাম না রাজাকে উদ্ধার করতে। হতাশ মনে দরজার গোড়ায় বসে পড়লাম আমি।

পাবলিক লাইব্রেরী হাপিত-১৮৯৭ খুলনা

একুশ

এক মিনিটের বেশি স্থায়ী হলো না আমার নৈরাশ্য। র‍্যাপার্টের আরেক চিৎকারে নতুন করে প্রাণের সঞ্চার হলো আমার দেহে।

'আয়, আয় হতভাগার দল!' চেঁচালো সে। 'এই যে আমি এখানে, কোথায় তোদের ডিউক! ডেকে আন! পারে তো বাঁচাক ছুঁড়িকে!'

টলতে টলতে উঠে দাঁড়িয়ে সেতুর ওপর দৃশ্যটা দেখলাম। সেতুর মাঝামাঝি জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে র‍্যাপার্ট অভ হেনতযাউ। হাতে খোলা তলোয়ার। সেতুর ওপ্রান্তে জড়ো হয়েছে ডিউকের কয়েকজন ভৃত্য। প্রত্যেকের হাতে লাঠি অথবা ছোরা। কিন্তু এগোতে সাহস পাচ্ছে না ওরা। র‍্যাপার্টকে ভয় পায় সবাই। হঠাৎ দেখলাম জোহানও আছে ওদের ভেতর। মরেনি তাহলে ব্যাটা! সম্ভবত আহত হয়েছিলো, আঘাত গুরুতর কিছু না হওয়ায় উঠে এসেছে আবার।

এ-ই আমার সুযোগ। ঠিকমতো নিশানা করে একটা গুলি করতে পারলেই হবে, দুনিয়ার আলো আর দেখতে হবে না র‍্যাপা-

টকে। রিভলভার তুললাম। নামিয়ে নিলাম আবার। নাহ, সামনা-সামনি লড়ে ওকে হত্যা করবো আমি। ওর ক্ষমতা কতটুকু না দেখে ওকে মারা চলবে না। এ ছাড়াও অদ্ভুত এক কৌতূহল জাগছে আমার মনে, দেখি না, শেষ পর্যন্ত কি হয় এখানে। এত দিন যে কালসাপকে ডিউক পুষেছে সে কি করে ছোবল মারে ওকে, দেখার লোভ সামলাতে পারছি না।

'মাইকেল! এই কুত্তা! বেরিয়ে আয়, সাহস থাকে তো বেরিয়ে আয়। কেমন লড়তে পারিস দেখি!'

কেউ ওর দিকে এগোচ্ছে না দেখে আবার চেঁচালো র‍্যাপার্ট।

এমন সময় নারীকণ্ঠের এক চিৎকার ধ্বনিত হলো: 'হায় হায়, ও মরে গেছে। তুই ওকে খুন করেছিস! পশু! তুই ওকে খুন করেছিস! মাইকেল···মাইকেল···!' ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো আঁতোয়ানেত দ্য মবাঁ।

'মরে গেছে! হা-হা-হা!' হাসতে হাসতে চিৎকার করলো র‍্যাপার্ট। 'তাহলে আমারই জিত হলো শেষ পর্যন্ত!' ভৃত্যদের দিকে তাকিয়ে যোগ করলো, 'এই গর্দভের দল, লাঠি ছোরা ফেলে দে। ফেলে দে বলছি। তোদের মালিক পটল তুলেছে, এখন আমিই তোদের মালিক। যা বলছি কর, ফেলে দে ওগুলো।'

এতদূর থেকেও স্পষ্ট দেখতে পেলাম, ভয়ের ছায়া ঘনীভূত হলো ভৃত্যদের চোখে মুখে। র‍্যাপার্ট আর একবার হাঁক ছাড়লেই ওরা অস্ত্রশস্ত্র ফেলে হয় পালাবে নয় তো ওর পায়ে গিয়ে মাথা ঠেকাবে। কিন্তু আরেকবার হাঁক ছাড়ার সুযোগ পেলো না র‍্যাপার্ট অভ হেনতযাউ। বাগানবাড়ির দিক থেকে অনেক মানুষের সম্মি-

লিত চিৎকার ভেসে এলো। দলবল নিয়ে পৌঁছে গেছেন স্যাপ্‌ট।

আমার মনে হলো, আমি একাই শুনেছি এই চিৎকার। কারন কারো ভেতর কোনো প্রতিক্রিয়া দেখলাম না। না রূপার্টের ভেতর, না ভৃত্যদের ভেতর। তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে রেখেছে অন্য কিছু। কিছু একটা ঘটেছে তাদের কাছাকাছি।

একটু পরেই দেখলাম শাদা পোশাক পরা এক রমণী ঠেলাঠেলি করে বেরিয়ে এলো ভৃত্যদের মাঝখান দিয়ে। আঁতোয়ানেতকে সবাঁকে চিনতে পারলাম। চুলগুলো এলো হয়ে ঝুলে আছে কাঁধের ওপর। মুখটা মলিন, ফ্যাকাসে। কিন্তু চোখে হিংস্র দৃষ্টি। কম্পিত হাতে একটা রিভলভার ধরে ছুটে আসছে সে।

কয়েক পা এগিয়ে এসে গুলি করলো আঁতোয়ানেত। কিন্তু তার হাত এত কাঁপছে যে লাগাতে পারলো না রূপার্টের গায়ে। আমার মাথার ওপরে দরজার কাঠে লাগলো গুলিটা। গুলি করার জন্যে আবার রিভলভার তুললো আঁতোয়ানেত। ঠিক তক্ষুণি দ্রুত হাতে তলোয়ারটা খাপে পুরে এক লাফে সেতু থেকে পরিখার পানিতে পড়লো রূপার্ট।

বাগানবাড়ির দিক থেকে এখন অনেক জোরে ভেসে আসছে হৈ-হট্টগোলের শব্দ। কর্ণেলের গলা শুনতে পেলাম আমি :

'আরে এ যে দেখছি ডিউক! মরে গেছে!'

আমার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। স্যাপ্‌টই এখন রাজার তদারক করতে পারবেন। একলাফে ঝুল সেতুর ওপর উঠে এলাম আমি। পরমুহূর্তে লাফিয়ে পড়লাম পরিখার কালো পানিতে।

পনেরো গজ মতো সামনে রূপার্ট অভ হেনতযাউ। আমি

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি, ওর সাথে লড়ে হয় মারবো নয় মরবো। ওর চেয়ে অনেক ধীরে সাঁতরাতে হচ্ছে আমাকে। প্রচুর রক্ত পড়েছে কাঁধের ক্ষত থেকে। এমনিতেই দুর্বল বোধ করছি, তার ওপর যন্ত্রণা তো আছেই। পানির ছোঁয়ায় এখন আবার জ্বালা করছে। তাই ইচ্ছে থাকা সত্বেও দ্রুত সাঁতরাতে পারছি না।

আমিও যে পরিখায় লাফিয়ে পড়েছি এবং ওর পেছন পেছন সাঁতার কেটে যাচ্ছি তা বোধহয় এখনো টের পায়নি রূপার্ট। পেলে কি করতো জানি না, এখন নিশ্চিন্ত মনে সাঁতরে এগিয়ে যাচ্ছে ও।

দুর্গের কোনায় পৌঁছে থামলো রূপার্ট। সুবিধাজনক একটা জায়গা খুঁজছে পাড়ে ওঠার জন্যে। এমন সময় আমার বেঁধে রাখা রশিটা ওর নজরে পড়লো।

'আরে এটা আবার এখানে লাগালো কে!' ওর বিস্মিত কণ্ঠস্বর শুনলাম আমি। 'যাক বাবা, যে-ই লাগাক, আমার কাজে লাগবে।'

রশি ধরে উঠে গেল রূপার্ট ওপরে। ঘুরে একবার তাকালো অন্ধকার পানির দিকে, এবং দেখতে পেলো আমাকে।

'ও, দড়িটা তাহলে তোমার! তা কি উদ্দেশ্যে আসা হয়েছে শুনি?'

রূপার্টের স্নায়ুর জোর দেখে অবাক না হয়ে পারলাম না। স্পষ্ট বুঝতে পারছে ওর খেলা শেষ, এখন ওর ভয়ে ইঁদুরের মতো ছোটাছুটি করার কথা। কিন্তু কোথায় কি? দিব্যি আছে। ভাব দেখে মনে হচ্ছে ও-ই বিজয়ী পক্ষ।

আমি এখন ইচ্ছে করলেই উঠে যেতে পারি দড়ি বেয়ে, কিন্তু

তাতে মাথাটা খোয়ানো ছাড়া আর কিছু হবে না। তাই পানিতে ভেসে থেকেই জবাব দিলাম, 'বুঝতেই পারছো, আমি তোমার শেষ দেখতে এসেছি।'

অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো রুপার্ট। ওর সেই রক্তহিম করা হাসি।

'তা যা বলেছো, রুডল্ফ র‍্যাসেনডিল। আমার শেষ কাজটা দেখ। অবশ্য সম্পূর্ণটা দেখার দুর্ভাগ্য তোমার হবে না...,' বলতে বলতে খাপ থেকে তলোয়ার বের করে মাথার ওপর তুললো সে। নামিয়ে আনবে আমার মাথা লক্ষ্য করে এমন সময় ঢং ঢং শব্দে বেজে উঠলো দুর্গ-চূড়ার বিশাল ঘণ্টাটা। হৈ-চৈ-এর আওয়াজ এখন সেতুর ওপর পৌঁছে গেছে। কর্ণেল স্যাপ্ট-এর চিৎকার শুনতে পাচ্ছি।

মাথার ওপর থেকে তলোয়ারটা নামিয়ে ফেললো রুপার্ট।

'নাহ্, র‍্যাসেনডিল, নাটকটা শেষ হয়েও হলো না। এ মুহূর্তে আমি পালাচ্ছি বটে, তবে চিন্তা কোরো না, শিগগিরই আবার আমাদের দেখা হবে।'

অন্ধকার বনের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল রুপার্ট অভ হেনতযাউ। আর দেরি না করে রশি বেয়ে পাড়ে উঠে এলাম আমি। যে দিকে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখেছি সেদিকে ছুটলাম প্রাণপণে।

সম্পূর্ণ অক্ষত শরীরে আছে রুপার্ট। দৌড়ে হরিণের গতিকেও হার মানিয়ে দিলো সে। ক্রমশ আমি পিছিয়ে পড়ছি। দুর্বল শরীরে খুব দ্রুত দৌড়াতে পারছি না। হাঁপ ধরে আসতে চাইছে। তবু থামছি না। শরীরের সমস্ত শক্তি এক করে দাঁতে দাঁত চেপে দৌড়ে

চলেছি। দূর থেকে ভেসে আসছে রুপার্টের পায়ের আওয়াজ, সেই আওয়াজ লক্ষ্য করে ছুটছি আমি।

ভোর হতে আর বিশেষ বাকি নেই। পুবের আকাশ রাঙা হয়ে উঠেছে। ছুটতে ছুটতে বনের গভীরে চলে এসেছি আমি। রুপার্টের নাগাল এখনো পাইনি। পাবো সে সম্ভাবনাও নেই। ক্রমশ বাড়ছে আমাদের মাঝের দূরত্ব। তবু যে কেন ছুটছি আমি নিজেই বলতে পারবো না। কেমন একটা রোখ যেন চেপে গেছে মাথার ভেতর। শরীর আর চলতে চাইছে না, কিন্তু মনটা এখনো সতেজ। রুপার্টকে ধরতেই হবে।

আমার দুর্বলতাটা টের পেয়েছে রুপার্ট। সেজন্যে খুব জোরে দৌড়াচ্ছে না ও। তবু একটুও কমছে না দূরত্ব।

গাছ গাছালির মাথায় যখন সূর্যের সোনালি আলো পড়লো, আচমকা থেমে দাঁড়ালো রুপার্ট। ঘুরে চাইলো আমার দিকে। বিদ্রূপের হাসি হেসে হাত নাড়লো একবার। পরমুহূর্তে ঘুরে দাঁড়িয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল আমার দৃষ্টি থেকে। এরপর আর পারলাম না। নিজের অজান্তেই ভাঁজ হয়ে এলো পা দুটো। পড়ে গেলাম আমি। চেতন অচেতনের মাঝামাঝি একটা অবস্থা।

হঠাৎ নারীকণ্ঠের তীক্ষ্ণ এক চিৎকারে সজাগ হয়ে গেলাম আমি। কোত্থেকে শক্তি পেলাম জানি না, উঠে বসলাম। তারপর দাঁড়িয়ে ছুটলাম শব্দ লক্ষ্য করে।

বনের ভেতর গাছপালাশূন্য একটা ফাঁকা জায়গায় আবার রুপার্ট

অত হেনতবাউ-এর সাথে দেখা হলো আমার। নিরীহ এক কৃষক বালিকাকে ঘোড়া থেকে টেনে নামাচ্ছে সে। নরম গলায় ওকে বলতে শুনলাম—

'কিছু মনে কোরো না, মেয়ে, তোমার ঘোড়াটা আমার খুব দরকার। ভয় পেও না, এমনি এমনি নেবো না, এই সোনার মোহরটা রাখো, তোমার ঘোড়ার দাম।'

মেয়েটাকে মাটিতে নামিয়ে রেখে ঘোড়ার চেপে বসলো র‍্যাপার্ট। ছোটার জন্যে তৈরি। এমন সময় চোখ পড়লো আমার ওপর। থেমে গেল সে।

'এসে গেছ!' বললো র‍্যাপার্ট। 'বেশ বেশ, তা যখন এসেই পড়েছো, একটা কথা জিজ্ঞেস করি, দুর্গে কি করছিলে তুমি?'

'তোমার দুই দোস্তকে নিকেশ করলাম আর কি!'

'আর রাজা?'

'আমার ধারণা উনি ভালোই আছেন।'

'কি গর্দভ তুমি!' হেসে বললো সে।

'তা বলতে পারো। তোমাকে খুন করার সুযোগ পেয়েও করিনি। যখন পানিতে লাফিয়ে পড়লে তোমার পেছনে সেতুর কোনায় ছিলাম আমি।'

'বাহ্, বাহ্! আমি একটুও টের পাইনি!' আবার হেসে উঠলো র‍্যাপার্ট। 'সামনাসামনি লড়ে মারবে আমাকে?'

'ঘোড়া থেকে নেমে পুরুষ মানুষের মতো দাঁড়াও, সাহস থাকে যদি!'

'সাহস ঠিকই আছে, তবে মেয়েমানুষের সামনে প্রকাশ করতে

চাই না,' বিদ্রূপের সুরে বললো র‍্যাপার্ট।

আর সহ্য করতে পারলাম না আমি। শরীরের অবশিষ্ট শক্তিটুকু এক করে আচমকা এক লাফ দিলাম। তলোয়ারটা হাতেই ছিলো। র‍্যাপার্ট কিছু বুঝে ওঠার আগেই ওর গালে গিয়ে লাগলো ওটা। রক্ত বেরিয়ে এলো। তীক্ষ্ণ এক আর্তনাদ করে মুখ ঢাকলো মেয়েটা।

র‍্যাপার্টের গালে রক্তের ধারা দেখে হেসে উঠলাম আমি। পরিতৃপ্তির হাসি। তারপরই তলোয়ার ধরা হাতটা ঝুলে পড়লো শরীরের পাশে। আমার শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে।

হিংস্র দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালো র‍্যাপার্ট। ভয়ানক বেগে পা দিয়ে খোঁচা দিলো ঘোড়ার পেটে। লাফিয়ে উঠে ছুটতে শুরু করলো ঘোড়াটা। ওর পেটের ধাক্কায় পড়ে গেলাম আমি। ফাঁকা জায়গাটার শেষ প্রান্তে গিয়ে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে আবার আমার দিকে আসতে লাগলো র‍্যাপার্ট।

অসহায় ভাবে মাটিতে শুয়ে শুয়ে দেখছি। কিছু করার সাধ্য নেই আমার। মৃত্যু-দূতের মতো ছুটে আসছে র‍্যাপার্ট। গড়িয়ে এক ধারে সরে যাওয়ার চেষ্টা করলাম। বিদ্রোহ করলো শরীর। ক্রূর একটা হাসি ফুটে উঠেছে র‍্যাপার্টের রক্তাক্ত মুখে। এমন বীভৎস হাসি আমি আর কখনো কারো মুখে দেখিনি। এক টানে খাপ থেকে তলোয়ার বের করলো সে। আর কয়েক কদম মাত্র ব্যবধান ওর আর আমার ভেতর।

এমন সময় আচমকা একটা শব্দ শুনে লাগাম টেনে ধরলো র‍্যাপার্ট। ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো পেছন দিকে। অনেক কষ্টে সামান্য কাত হয়ে আমিও তাকালাম। শুকনো এক টুকরো হাসি ফুটে

উঠলো আমার মুখে। টগবগিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে ফ্রিৎস ফন টারলেনহেইম। হাতে একটা রিভলভার।

আমার দিকে ফিরলো রুপার্ট। বীভৎস হাসিটা একটু বিস্তৃত হলো। 'এ যাত্রাও বেঁচে গেলে, র‍্যাসেনডিল,' বললো সে। 'ভবিষ্যতের আশায় রইলাম আমি।'

হাসতে হাসতে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলো রুপার্ট। বনের প্রান্তে পৌঁছে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো একবার আমার দিকে। হাত নাড়লো বিদায় জানানোর ভঙ্গিতে, রক্তাক্ত হাসিটা এখনো ধরা আছে মুখে। পর মুহূর্তে হারিয়ে গেল সে বনের ভেতর। আর আমি শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলাম, ও কি মানুষ, না অতিমানুষ, না মানুষের চেহারায় পিশাচ?

ফ্রিৎস এসে দাঁড়ালো আমার পাশে।

'ওর পেছন পেছন যাও, ফ্রিৎস!' চেঁচালাম আমি। 'পারলে ধরো, নয়তো খুন করো!'

জবাবে ঘোড়া থেকে নেমে আমার দিকে ছুটে এলো ফ্রিৎস।

'আমাকে একটু ধরো তো,' আবার বললাম আমি, 'তোমার ঘোড়ায় উঠিয়ে দাও! আমি যাই, ওকে খুন করে আসি!'

আমি যেন একটা মানুষই না, আমার কথার কোনো দামই নেই, এমন ভঙ্গিতে ফ্রিৎস বসে পড়লো আমার পাশে। উদ্বিগ্ন চোখে তাকালো কাঁধের ক্ষতটার দিকে। হাত বাড়িয়ে ওর কাঁধ ধরলাম আমি। ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলাম। পারলাম না। একবিন্দু শক্তি অবশিষ্ট নেই আমার শরীরে। আধ বসা আধ দাঁড়ানো অবস্থা থেকে পড়ে গেলাম মাটিতে। জ্ঞান হারালাম।

যখন জ্ঞান ফিরলো, দেখলাম ফ্রিৎস ঝুঁকে আছে আমার ওপর। রুমাল দিয়ে মায়ের স্নেহে মুছিয়ে দিচ্ছে মুখ। আমাকে চোখ মেলতে দেখেই উজ্জ্বল হয়ে উঠলো ওর চোখ দুটো।

'নড়বেন না,' ফিস ফিস করে বললো।

'রাজা বেঁচে আছেন তো, ফ্রিৎস?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'হ্যাঁ। ওঁকে নিয়ে আর দুশ্চিন্তা করতে হবে না আপনাকে।'

কৃষক মেয়েটাকে দেখলাম, কয়েক হাত দূরে দাঁড়িয়ে আছে। বিস্ময় আর ভয় মেশানো দৃষ্টিতে দেখছে আমাকে। চোখ দুটোয় পানি টল টল করছে। কি বৈপরীত্য! ওর মনে এখন ভয়, বিস্ময় আর আমার মনে? খুশিতে চিৎকার করে উঠতে চাইলাম আমি, উঠে বসতে চাইলাম। কোনোটাই পারলাম না। কেবল ফ্রিৎস-এর হাতে লুটিয়ে পড়লো আমার নিস্তেজ দেহ। তারপর আচমকা গভীর ঘুমে ঢলে পড়লাম আমি।

বাইশ

সে রাতে কোথায় কি ঘটেছিলো পরে বিভিন্ন জনের কাছে টুকরো টুকরো ভাবে সব শুনেছি।

আঁতোয়ানেত গু মর্বা বললো, কি করে তার কামরায় ঢুকেছিলো রুপার্ট অভ হেনতযাউ। পরে ডিউক এলে তাকে হত্যা করে রুপার্ট লাফিয়ে পড়েছিলো পরিখায়। ডিউক মরে গেছে এটা টের পায়নি সে। পেলে বোধহয় জলে ঝাঁপ দিতো না। আঁতোয়ানেত গভীরভাবে ভালোবাসতো ডিউককে। প্রেমিক হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে ও ঝুল-সেতুর ওপর রুপার্টকে খুন করার চেষ্টা করেছিলো। সেতুর ওপর থেকে রুপার্টের পেছন পেছন আমাকে পরিখায় লাফিয়ে পড়তেও দেখেছিলো আঁতোয়ানেত।

আঁতোয়ানেত গু মর্বার কাহিনী কিছু কিছু আমি জানি। কিন্তু কর্ণেল স্যাপ্ট যা বললেন তা রীতিমতো চমকপ্রদ।

বাগানবাড়ির ফটকের সামনে অপেক্ষা করছিলেন ওঁরা, দুটোয় সময় দরজা খুলবে এই আশায়। দুটো বেজে গেল, কিন্তু খুললো না দরজা। জোহান কাচুমাচু মুখে বললো দুটো কারণে ও দরজা

খুলতে পারেনি। প্রথমতঃ ও ভয় পেয়েছিলো, দ্বিতীয়ত রুপার্ট অভ হেনতযাউ-এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ডিউককে সাহায্য করতে গিয়ে সে ভুলে গিয়েছিলো দরজা খোলার কথা।

যাহোক, আড়াইটা পর্যন্ত অপেক্ষা করার পরও যখন দরজা খুললো না, ফ্রিৎসকে আমার খোঁজে পাঠালেন কর্ণেল। আমার যেখানে থাকার কথা, অর্থাৎ পরিখার আশপাশে খুঁজলো ফ্রিৎস। পেলো না। সঙ্গে সঙ্গে সে গিয়ে কর্ণেলকে জানালো, আমাকে খুঁজে পায়নি। স্যাপ্ট তখন দেরি না করে একজন লোককে পাঠিয়ে দিলেন টারলেনহেইম দুর্গে মার্শাল ও তাঁর সৈন্যদের ডেকে আনার জন্যে।

এরপর কর্ণেল তাঁর সাথে যে অল্প ক'জন লোক ছিলো তাদের নিয়েই বাগানবাড়ি আক্রমণ করলেন। ফটক ভেঙে ফেলা হলো। বাগানবাড়ির ভেতর ছড়িয়ে পড়লো স্যাপ্টের লোকেরা। স্যাপ্ট সরাসরি এগিয়ে গেলেন ডিউকের কামরার দিকে। সেতুর ওপর হৈ-চৈ শুনে কয়েকজনকে ডিউকের কামরায় যেতে বলে নিজে এগিয়ে গেলেন সেতুর দিকে। দেখলেন, রুপার্টকে গুলি করছে আঁতোয়ানেত। ব্যাপার কি বোঝার চেষ্টা করছেন কর্ণেল, এমন সময় তাঁর লোকেরা এসে জানালো, ডিউক মৃত পড়ে আছে আঁতোয়ানেত গু মর্বার কামরায়।

সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা ঝুলসেতু পেরিয়ে দুর্গে ঢুকলেন। কর্ণেল আশঙ্কা করছিলেন, হয়তো দুই রাজাকেই মৃত দেখবেন। রাজাকে যে ঘরে রাখা হয়েছিলো প্রথমে তার পাশের ঘরে ঢুকলেন তাঁরা। বারসোনিন-এর মৃতদেহ দেখতে পেলেন দরজার মুখে। হৃৎস্পন্দন দ্রুত হয়ে

উঠলো স্থাপ্‌টের। ঝড়ের বেগে রাজার কামরায় ঢুকলেন তিনি। পেছন পেছন ফ্রিৎস এবং অন্যরা। ডেচার্ড, ডাক্তার আর রাজার রক্তাক্ত দেহ পড়ে থাকতে দেখলেন মেঝেতে। রাজার দিকে ছুটে গেলেন স্থাপ্‌ট। পরীক্ষা করে বুঝতে পারলেন, মারাত্মক ভাবে আহত হলেও মারা যাননি তিনি।

ডাক্তার ডাকার জন্যে একজনকে পাঠিয়ে কর্নেল ফ্রিৎসকে আবার পাঠালেন আমার খোঁজে।

'ভালো করে খুঁজবে বনের ভেতর,' বলে দিলেন তিনি। এবং বনের ভেতরেই আমাকে পেয়েছে ফ্রিৎস। ও আর মাত্র মিনিট-খানেক পরে পৌঁছুলেও আমার কি দশা হতো ভেবে একবার শিউরে উঠলাম আমি।

রাজা বেঁচে আছেন। এদিকে গোপন কথাটাও গোপন রাখতে হবে। জোহান এবং মাদাম দ্য মবাঁকে ডেকে পাঠালেন কর্নেল। ওরা প্রতিশ্রুতি দিলো, কোনো কথা প্রকাশ করবে না। এখন পর্যন্ত ওরা ওদের কথা রেখেছে, ভবিষ্যতেও রাখবে আশা করা যায়।

এরপর রাজধানীতে খবর পাঠানো হলো, ডিউক মাইকেল রাজার এক বন্ধুকে আটকে রেখেছিলো। তাকে উদ্ধার করার জন্যে জেনডা দুর্গে গিয়েছিলেন রাজা। যুদ্ধে ডিউক নিহত হয়েছে। রাজাও অক্ষত নেই। মারাত্মক ভাবে আহত হয়েছেন তিনি।

টারলেনহেইম দুর্গে রাজকুমারী ফ্ল্যাভিয়ার কাছেও পৌঁছুলো এ সংবাদ। আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা করতে রাজি হলো না সে। কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারলো না। মার্শাল তখন রওনা হচ্ছেন জেনডা দুর্গের পথে। ফ্ল্যাভিয়াও চেপে বসলো একটা ঘোড়ায়। অনেক

বুঝিয়েও তাকে নিরস্ত করতে পারলেন না মার্শাল।

মার্শাল তাঁর বাহিনী আর ফ্ল্যাভিয়াকে নিয়ে যখন বনের প্রান্তে পৌঁছেছেন, ফ্রিৎসও তখন আমাকে নিয়ে সেখানে পৌঁছেছে।

ইতিমধ্যে জ্ঞান ফিরে এসেছে আমার। ফ্রিৎস-এর কাঁধে ভর দিয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে আসছি বনের পথ ধরে। হঠাৎ গাছ-পালার ভেতর দিয়ে দেখতে পেলাম রাজকুমারীকে। মার্শাল ও তাঁর সৈনিকদেরও দেখলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমরা লুকিয়ে পড়লাম একটা ঝোপের আড়ালে।

কৃষক মেয়েটা যে আমাদের পেছন পেছন আসছিলো খেয়াল করিনি। রাজকুমারীকে দেখতে পেয়ে ছুটে গেল সে।

'আপনি নিশ্চয়ই রাজকুমারী?' বললো মেয়েটা। 'জানেন, ঐ বনের ভেতর রাজা মারাত্মক ভাবে জখম হয়ে পড়ে আছেন।'

'পাগল নাকি!' ধমক লাগালেন মার্শাল। 'রাজা তো জেনডা দুর্গে।'

'না, স্যার, না। কাউন্ট ফ্রিৎস-এর সাথে আছেন উনি—ওখানে—ঐ যে ঐ গাছগুলোর পেছনে।'

'একই সঙ্গে এখানে এবং দুর্গে থাকেন কি করে রাজা?' জিজ্ঞেস করলো ফ্ল্যাভিয়া।

'রাজা এখানে,' জোর গলায় বললো মেয়েটা। 'জোর করে আমার ঘোড়া নিয়ে গেছে এক লোক। আমাকে ঘোড়া থেকে টেনে নামিয়ে সে যখন চড়ে বসছে সেই সময় রাজা এসে আক্র-মণ করলেন তাঁকে। লোকটা ফিরে আক্রমণ করতে যাচ্ছিলো, কিন্তু কাউন্ট ফ্রিৎস এসে পড়ায় পালিয়েছে।'

'আমি দেখবো এই ভদ্রলোককে,' ঘোষণা করলো ফ্ল্যাভিয়া।

ঠিক সেই সময় দুর্গ থেকে ঘোড়া ছুটিয়ে হাজির হলেন স্যাপ্‌ট। রাজকুমারীর সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। বললেন, 'দুশ্চিন্তার কিছু নেই, রাজা এখন বিপদমুক্ত।'

'উনি কি দুর্গে?' জিজ্ঞেস করলো ফ্ল্যাভিয়া।

'নিশ্চয়ই।'

'কিন্তু এই মেয়েটা যে বলছে উনি বনের ভেতর, ঐ ওখানে।'

হাসলেন স্যাপ্‌ট। এতদূর থেকেও আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, এই হাসিটুকু হাসতে কি প্রচণ্ড কষ্ট করতে হলো তাঁকে। বললেন, 'এই মেয়ের কথা আপনি বিশ্বাস করছেন! ভালো কাপড়চোপড় পরা যেকোনো মানুষ দেখলেই বোধ হয় ও রাজা মনে করে!'

'ইস, বললেই হলো,' প্রতিবাদ করলো কৃষক মেয়েটা, 'আমি বুঝি রাজাকে চিনি না? এই তো সেদিন ছবি দেখলাম কাগজে।'

স্যাপ্‌টের দিকে তাকালো রাজকুমারী। বললো, 'লোকটাকে দেখবো আমি, কর্নেল।'

চুপ করে রইলেন স্যাপ্‌ট। অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর অদ্ভুত এক ভঙ্গিতে জবাব দিলেন, 'ঠিক আছে, চলুন।'

ওঁদের পায়ের আওয়াজ শুনতে পেলাম। আমার একেবারে কাছে এসে থামলো। দু'হাতে মুখ ঢেকে বসে আছি আমি। মুখ তুলে তাকানোর সাহস হচ্ছে না।

আমার আরেকটু কাছে সরে এলো ফ্ল্যাভিয়া। কোমল হাতে ধরে আমার মুখের ওপর থেকে সরিয়ে আনলো আমার হাতদুটো।

'এই তো রাজা!' বিস্মিত চিৎকার বেরোলো ওর গলা দিয়ে।

পাশে বসে আমার কাঁধে একটা হাত রাখলো ফ্ল্যাভিয়া। কিন্তু, এখনও মুখ তুলে তাকাতে পারছি না আমি।

'ওহ্‌, রুডল্‌ফ!...' শুরু করলো ও।

ওকে থামিয়ে দিলেন কর্নেল। শান্ত কণ্ঠে বললেন, 'আপনি ভুল করছেন, রাজকুমারী। উনি রাজা নন।'

'রাজা নন! কি করে তা সম্ভব! এইতো রাজার মুখ...রাজার আংটি...আমার আংটি!'

'উনি রাজা নন,' আবার বললেন স্যাপ্‌ট। 'রাজা জেনডা দুর্গে। এই ভদ্রলোক...।'

থেমে গেলেন তিনি। ফ্ল্যাভিয়া শুনছে না তাঁর কথা। আমার সাথে কথা বলছে ও।

'কথা বলো, রুডল্‌ফ! বলো কি হয়েছে? আমার দিকে তাকাচ্ছো না কেন?'

ধীরে ধীরে মাথা তুললাম আমি। তাকালাম ওর দিকে।

'সত্যি কথাই বলেছেন কর্নেল। আমি রাজা নই।'

ফ্রিৎস এবং স্যাপ্‌টের দিকে তাকালো ফ্ল্যাভিয়া। দু'জনের ভাবশূন্য মুখ বলে দিলো ওকে, আমি সত্য কথাই বলেছি। মুহূর্তে ছাইয়ের মতো ফ্যাকাসে হয়ে গেল ওর চেহারা। তারপর জ্ঞান হারিয়ে ঢলে পড়লো আমার পাশে। আমার মনে হলো, পৃথিবী কেন দু'ভাগ হয়ে যাচ্ছে না, মাটির নিচে লুকাতে পারতাম আমি। মনে হলো, এর চেয়ে রুপার্টের হাতে মারা যাওয়া অনেক ভালো ছিলো।

তেইশ

দুর্গের একটা শান্ত সুসজ্জিত কামরায় ওরা নিয়ে গেল আমাকে। এখন আর কিছু নয়, নিরিবিলি বিশ্রাম। শুধু বিশ্রাম।

জোহান আমার রাতের খাবার নিয়ে এলো। সর্বশেষে খবরা-খবর সব জানতে পারলাম তার কাছে।

'রাজা এখনো খুব দুর্বল,' বললো সে। 'রাজকুমারী তার সঙ্গে আছেন। কর্নেল স্যাপ্ট আর ফ্রিৎসও। মাদাম দ্য মবাঁ এখনো ডিউকের মৃতদেহের পাশে বসে আছেন। কিছুতেই তাঁকে সরানো যাচ্ছে না ওখান থেকে। মার্শাল স্ট্র্যাকেঞ্জ স্ট্রেলসাউ-এ ফিরে গেছেন। জেনডার বন্দী সম্পর্কে অদ্ভুত অদ্ভুত সব গল্প গুজব ছড়াতে শুরু করেছে মানুষ। একজন এক কথা বলছে, অন্যজন অন্যটা। কারো সাথে কারো কথা মিলছে না। তবে তাদের বেশির ভাগই বলছে, "কর্নেল স্যাপ্ট সব জানে, কিন্তু আমাদের বলবে না।"

রাতের খাওয়ার পর ফ্রিৎস এলো আমাকে দেখতে। তারপর ও আমাকে রাজার কাছে নিয়ে গেল।

একসাথে আমরা দু'জন সেতু পেরোলাম। আমার মাথায় কানা-ওয়ালা টুপি; কোটের কলার উঠিয়ে দিয়েছি। ডিউকের শোবার

ঘরে নিয়ে গেল আমাকে ফ্রিৎস। রাজা এখন এখানেই আছেন। একজন ডাক্তার নিয়োজিত রয়েছেন তাঁর সার্বক্ষণিক পরিচর্যায়।

ঘরে ঢুকে দেখলাম, বিছানায় শুয়ে আছেন রাজা। রোগক্লিষ্ট পাণ্ডুর চেহারা। ডাক্তার এগিয়ে এলেন আমাদের দিকে।

'মাত্র পাঁচ মিনিট, তার বেশি এক সেকেণ্ডও থাকতে পারবেন না এখানে,' বলে বেরিয়ে গেলেন তিনি কামরা থেকে।

রাজার বিছানার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম আমরা। দুর্বল একটা হাত বাড়িয়ে দিলেন তিনি। আরেকটা দুর্বল হাত দিয়ে ধরলাম আমি সেটা। একটু ঝাঁকিয়ে ছেড়ে দিলাম। রাজার আংটিটা আমার আঙুল থেকে খুলে তাঁর আঙুলে পরিয়ে দিলাম।

'আমি সর্বান্তঃকরণে চেষ্টা করেছি, মহানুভব,' বললাম আমি, 'যেন এটার কোনো অসম্মান না হয়।'

'বেশি কথা বলার সামর্থ্য আমার নেই,' দুর্বল কণ্ঠে বললেন রাজা। 'তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছো, আমার সিংহাসন বাঁচিয়েছো। আমি তোমাকে এখানে, আমার দেশে রেখে দিতে চাই, কিন্তু স্যাপ্ট, ফ্রিৎস ওরা বলছে, সেটা নাকি সম্ভব নয়। গোপন ব্যাপার-টা গোপনই রাখতে হবে।'

'ওঁরা ঠিকই বলছেন, মহানুভব। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাকে রুরিতানিয়া ছেড়ে চলে যেতে হবে।'

'তুমিও তাই মনে করো?'

'হ্যাঁ, মহানুভব।'

কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন রাজা। 'ভাই রুডল্ফ,' শুকনো একটু হাসলেন তিনি, 'আজীবন আমি তোমার কথা স্মরণ রাখবো।

তোমার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করবো। আমি…।' আর কিছু বলতে পারলেন না তিনি। চোখ বন্ধ করে হাঁপাতে লাগলেন।

আমি ঝুঁকে রাজার হাতে চুমু খেলাম। রাজার সঙ্গে এ-ই আমার শেষ দেখা। ফ্রিৎস এসে আলতো করে আমার হাত ধরলো। রাজার কামরা থেকে বেরিয়ে এলাম আমরা। আমাকে নিয়ে সিঁড়ির দিকে এগোলো ফ্রিৎস।

'আরে, বেরোনোর পথ তো এদিকে নয়।' বিস্মিত কণ্ঠে আমি বললাম। 'আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছো তুমি?'

'রাজকুমারী আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন।'

'কি চায় ও?' রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'আমি কি করে জানবো?'

'সব শুনেছে?'

'সব।'

ঠোঁট কামড়ে চুপ করে রইলাম আমি। একটা দরজার সামনে পৌঁছে থামলো ফ্রিৎস। কপাটটা খুলে ধরে বললো, 'যান। কথাবার্তা শেষ করে আসুন। আমাকে বাইরেই পাবেন। সেতুর ঐ কোনায়।'

ভেতরে ঢুকলাম আমি। সুন্দর সাজানো গোছানো একটা কামরা। দামী আসবাবপত্র, দেয়ালে কারুকাজ করা পর্দা। কামরার মাঝামাঝি জায়গায় অপেক্ষা করছে—আমার জন্যে অপেক্ষা করছে, পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দরী রমণী—রাজকুমারী ফ্ল্যাভিয়া।

ধীর পায়ে আমি তার কাছে এগিয়ে গেলাম। তারপর হাঁটুগেড়ে বসে চুমু খেলাম তার হাতে। নড়লো না ও। একটা কথাও বললো

না। আমি উঠে দাঁড়ালাম।

'ফ্ল্যাভিয়া! আমার ফ্ল্যাভিয়া!' মৃদু কণ্ঠে বললাম।

আরো অনেকক্ষণ চুপ করে রইলো ও। আবার আমি ওর হাত ধরলাম। আবার ফিস ফিস করে বললাম, 'ফ্ল্যাভিয়া! কিছু বলবে না?'

মুহূর্তে বাঁধ ভাঙা জোয়ারের মতো জলের ধারা নামলো ওর দু'চোখ থেকে।

'রুডলফ!' চিৎকার করে উঠলো ফ্ল্যাভিয়া, 'একি চেহারা হয়েছে তোমার? এমন ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে! তুমি আহত। বসো, এই সোফায় বসো।' আমার কপালে ওর ঠাণ্ডা আঙুলের স্পর্শ পেলাম। 'এহ, জ্বরে যে গা পুড়ে যাচ্ছে!'

'ফ্ল্যাভিয়া,' আমি বললাম, 'সব তো শুনেছো, আমি সামান্য বিদেশী, রাজা নই। এবার বিদায় দাও। আর যদি পারো ক্ষমা করে দিও আমাকে।'

'রুডলফ, আমি তোমাকে ভালোবাসি,' শান্ত স্বরে বললো ফ্ল্যাভিয়া। 'সব সময় তোমাকেই ভালোবেসে এসেছি—রাজাকে নয়।'

'আমিও তোমাকে ভালোবাসি, ফ্ল্যাভিয়া। প্রথম যখন তোমাকে দেখেছি সেই মুহূর্তে তোমাকে ভালোবেসেছি। মৃত্যুর দিন পর্যন্ত বেসে যাবো। আমার কথা বিশ্বাস করো, ফ্ল্যাভিয়া। ভেবো না যে পরিচয়ে আমি তোমার সামনে এসে ছিলাম সেই পরিচয়ের মতো আমার ভালোবাসাও নকল। সেদিন রাতে প্রাসাদের বাগানে আমি তোমাকে বলতে যাচ্ছিলাম আমার আসল পরিচয়।'

'আমি জানি রুডলফ। ফ্রিৎস সব বলেছে।' এর পরই আমার

দুহাত জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে উঠে ও বললো, 'রুডল্ফ! রুডল্ফ, প্রিয়তম! এবার কি করবো আমরা?'

'আজ রাতেই আমি চলে যাচ্ছি।'

'আজ রাতেই! না! না, রুডল্ফ!'

'তাছাড়া আর তো পথ নেই, ফ্ল্যাভিয়া। তুমি রুরিতানিয়ার বাগদত্তা রানী—।'

'তাহলে আমাকেও নিয়ে চলো তোমার সঙ্গে···।'

'না, ফ্ল্যাভিয়া, তা হয় না,' আমি আবার বললাম। 'আমাদের মিলন সম্ভব নয়। না-ই হলো মিলন, আমাদের প্রেম তো তাতে মিথ্যা হয়ে যাবে না। দূর থেকে আমরা দু'জনে দু'জনকে ভালোবাসবো। হলেই বা তুমি রুরিতানিয়ার রানী, তোমার ভালোবাসা তো চিরদিন আমার থাকবে—।'

'না, রুডল্ফ,' অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বললো ফ্ল্যাভিয়া। 'আমি তোমার সাথেই যাবো। তুমি আমার। তোমাকেই আমি ভালোবেসেছি।'

আমারও গলা ভেঙে আসতে চাইছে, চোখে ঢল নামতে চাইছে। তবু বললাম, 'ফ্ল্যাভিয়া, ফ্ল্যাভিয়া, একটু বুঝতে চেষ্টা করো, প্রেমের চেয়ে সম্মান বড়, কর্তব্য বড়। তুমি চলে গেলে রাজার সম্মান কোথায় থাকবে একবার ভাবো, দেশের লোক তোমাকে কি মনে করবে একবার ভাবো···।'

ফ্ল্যাভিয়ার চোখে চোখ রাখলাম আমি। ও-ও পূর্ণ চোখে তাকালো আমার চোখে। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলো। তারপর আস্তে মুখ নামিয়ে নিলো। আমার হাত ছেড়ে দিয়ে বললো, 'হ্যাঁ, রুডল্ফ, প্রেমই সব নয়। সম্মানটাই আগে। আমার সম্মা-

নই আমাকে বাধ্য করবে এখানে থাকতে। আমার কর্তব্য পেছনে ফেলে আমি পালাতে পারি না। দেশের স্বার্থে আমার প্রেমকে বিসর্জন দিতে হবে। ওহ্, রুডল্ফ! রুডল্ফ! কেন আমাদের দেখা হয়েছিলো? কেন—কেন তুমি এসেছিলে এই দেশে?'

আমি কোনো জবাব দিতে পারলাম না এ প্রশ্নের। ওর হাত তুলে নিয়ে বললাম, 'রানী আমার, তোমার এই আংটি সব সময় আমার হাতে থাকবে। আমার মন সব সময় পড়ে রইবে তোমার কাছে। এবার বিদায় দাও।'

'রুডল্ফ! রুডল্ফ!' আর্তনাদ করে উঠলো ও।

ওর হাতটায় মৃদু একটা চাপ দিয়ে ছুটে বেরিয়ে এলাম আমি ঘর থেকে। ভূতে পাওয়া মানুষের মতো ছুটতে ছুটতেই গিয়ে উঠলাম সেতুর ওপর।

স্যাপ্‌ট আর ফ্রিৎস সেখানে অপেক্ষা করছিলেন আমার জন্যে। ওঁদের সাথে আমার সেই আগের কামরায় ফিরে এলাম। পোশাক পাল্টে নিলাম। লাল আগুনের মতো চুলগুলো আবার ঢেকে নিলাম চাপ্টা কানাওয়ালা টুপিতে। মুখ ঢাকার জন্যে উঠিয়ে দিলাম কোটের কলার। ঘোড়ায় চেপে দুর্গ থেকে বেরিয়ে এলাম তিনজন। পেছনে পড়ে রইলো অভিশপ্ত জেনডা দুর্গ।

সারারাত ঘোড়ার পিঠে কাটলো। সূর্যোদয়ের সামান্য আগে সীমান্তের কাছাকাছি এক গ্রাম্য রেল স্টেশনে পৌঁছুলাম আমরা। অপেক্ষা করতে লাগলাম ট্রেনের জন্যে।

নির্দিষ্ট সময়ে স্টেশনে এসে দাঁড়ালো ট্রেন। স্থাপ্‌ট আর ফ্রিৎস-এর দিকে তাকালাম।

'এবার তাহলে যেতে হয়,' একটু হেসে আমি বললাম। 'ক'টা দিন বেশ কাটলো, কি বলেন?'

'রাজাকে বাঁচাতে পেরেছি আমরা, তাঁর সিংহাসনটাও।' আর কিছু বললেন না স্থাপ্‌ট।

হঠাৎ ফ্রিৎস এক হাঁটু মাটিতে ঠেকিয়ে বসে আমার হাতে চুমু খেলো। আস্তে করে হাতটা টেনে নিলাম আমি। বললাম, 'আসি, ফ্রিৎস।'

অদ্ভুত এক চোখে আমার দিকে তাকালো ও। বললো, 'সেরা মানুষগুলো সাধারণত রাজা হয় না।'

'ঠিক,' আমার সাথে করমর্দন করতে করতে বললেন কর্নেল।

'আসি,' দু'জনের দিকে তাকিয়ে আবার বললাম আমি। তারপর ট্রেনে উঠে পড়লাম।

একটু পরেই ছেড়ে দিলো ট্রেন।

আমি বসে আছি। কিছুই শুনছি না, কিছুই দেখছি না। দু'চোখ পানিতে ঝাপসা। আমার কানে ধ্বনিত হচ্ছে একটা মেয়ের করুণ আর্তনাদ, 'রুডল্‌ফ। রুডল্‌ফ!' এ ছাড়া আর কিছু শুনছি না আমি। মৃত্যুর দিন পর্যন্ত এই আর্তনাদ শুনে যেতে হবে আমাকে।

উমেশচন্দ্র পাবলিক লাইব্রেরী স্থাপিত-১৮৯৭ খুলনা

চব্বিশ

ট্রেনে করে ইটালিতে পৌছুলাম। সেখান থেকে আলপ্‌স। শান্ত, ছোট্ট একটা গ্রামে গিয়ে উঠলাম।

প্রথমেই আমার ভাইয়ের নামে একটা পোস্ট কার্ড ছাড়লাম। তাতে লিখলাম, 'নিরিবিলিতে ছুটি কাটাচ্ছি। সপ্তাহ দু-একের ভেতর ফিরবো।'

এই পোস্টকার্ড পেয়ে আমার সম্পর্কে তাদের দুশ্চিন্তা দূর হলো। রুরিতানিয়ার পুলিস-প্রধানও আমার খোঁজ বন্ধ করলেন। আমার 'নিরিবিলি ছুটি কাটানো' শুরু হলো। আমার শরীর-মনের যে অবস্থা, তাতে এর সত্যিই প্রয়োজন ছিলো। বিশ্রাম ছাড়া আর কিছুই করছি না আমি। সময় মতো খাওয়া দাওয়া, একটু আধটু বেড়ানো আর শুয়ে বসে থাকা। আবার দাড়ি রাখছি আমি।

আলপস থেকে যখন বিদায় নিলাম তখন আমি অনেক সুস্থ, অনেক সমর্থ। ইংল্যাণ্ডে ফেরার আগে কয়েক দিনের জন্যে প্যারিসে থামলাম। পুরনো বন্ধু জর্জের সাথে দেখা করলাম। ওর কাছে শুনলাম আঁতোয়ানেত দ্য মবাঁ ফিরে এসেছে প্যারিসে।

প্যারিসে থাকতে থাকতে মহিলার কাছে একটা চিঠি লিখলাম আমি, তবে দেখা করলাম না। চিঠির জবাব দিলো আঁতোয়ানেত। ও-ও দেখা করলো না আমার সাথে। জর্জের কাছে শুনলাম, ও নাকি এখন কারো সাথেই দেখা করে না। ডিউকের স্মৃতি নিয়ে একা একা কাটিয়ে দিতে চায় দিনগুলো। ডিউক মাইকেলকে ভোলেনি ও, ওর ভাষায়, সম্ভবত ভুলবেও না। ডিউকের বদ চরিত্রের কথা জানার পরও সে ওকে ভালোবেসেছে, এবং বেসে যাবে। আঁতোয়ানেত আমাকে যে চিঠিটা পাঠিয়েছে সেটার শেষে এই বাক্যটা লিখেছে, 'জেনডার বন্দীর গোপন কথা আমি কোনোদিন প্রকাশ করবো না।'

প্যারিস থেকে সোজা বাড়িতে: আমার ভাই, ভাবীর কাছে। আশঙ্কা করছিলাম আমার ওপর ভয়ানক রেগে যাবে ভাবী। আল-প্স-এর ওপর বই লেখার কথা বলে বেরিয়েছিলাম বাড়ি থেকে, কিন্তু বই তো দূরের কথা ঐ সম্পর্কে এক কলমও লিখিনি আমি, উল্টো কোথায় কি না কি করতে গিয়ে হাত খোয়াতে বসেছিলাম।

সত্যি প্রমাণিত হলো আমার আশঙ্কা।

'তুমি একটা অপদার্থ,' কিছু লিখিনি শুনে বললো ভাবী। 'লেখোনি তো ভালো কথা, ঠিকানাটাও জানাওনি। এদিকে দুশ্চিন্তায় নাওয়া খাওয়া মাথায় উঠেছে আমাদের।'

'সুপ্রিয় ভাবী,' একটু হেসে আমি বললাম, 'তোমার জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি, আমি দুধের বাচ্চা নই। বিপদে পড়লে নিজেকে রক্ষা করার ক্ষমতা আমার আছে।'

'আচ্ছা, আচ্ছা! কথাটা জানা ছিলো না। জেনে নিলাম। এখন শোনো আসলে কি জন্যে তোমাকে এত খোঁজাখুঁজি করছিলাম।'

প্রশ্নবোধক চোখে তাকালাম আমি।

'জরুরি একটা খবর দেয়ার ছিলো। অবশ্য আমি নই, স্যার জ্যাকব বরোডেইল দিতে চাইছিলেন।'

'কি? উনি রাষ্ট্রদূত হয়ে গেছেন?'

'এখনো হননি, খুব শিগগিরই হবেন। এবং উনি তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চান।'

'কোথায়?'

'স্ট্রেলসাউ।'

'স্ট্রেলসাউ!'

'হ্যাঁ, রুরিতানিয়ার রাজধানী। তোমার ভাইয়ের কাছে শুনছিলাম, বাস করার জন্যে নাকি চমৎকার জায়গা। তোমার পছন্দ হবে।'

'না,' গম্ভীর মুখে আমি বললাম। 'না', ভাবী, তোমাকে নিরাশ করতে হচ্ছে বলে তোমার চেয়ে কম দুঃখ পাচ্ছি না, কিন্তু কিছু করার নেই আমার, ও জায়গায় আমি যেতে পারবো না।'

কয়েক বছর কেটে গেছে তারপর।

স্যার জ্যাকবের সাথে স্ট্রেলসাউ-এ যাইনি আমি। আমার মনটা পড়ে আছে ওখানে, রাজকুমারী ফ্ল্যাভিয়ার কাছে।

খুব শান্ত, নিরিবিলি জীবন যাপন করি আমি এখন। একা একা

গ্রামের একটা ছোট বাড়িতে থাকি। গ্রামের লোকেরা ভাবে, আমি এক আশ্চর্য লোক। অনেকে তো পাগলই মনে করে। তারা বলে, 'লোকটা স্বপ্নের রাজ্যে বাস করে।'

হ্যাঁ, স্বপ্নের রাজ্যেই বাস করছি আমি। আর কখনো স্ট্রেলসাউ-এ যাবো? জেনডা দুর্গের চেহারা কখনো দেখবো? কখনো—কখনো দেখা হবে রাজকুমারী ফ্ল্যাভিয়ার সাথে?

জানি না।

বছরে একবার রুরিতানিয়ার ঠিক বাইরে এক ছোট্ট শহরে আমি যাই। ফ্রিৎস আর তার স্ত্রী, সুন্দরী কাউন্টেস হেলগাও আসে সেখানে। সপ্তাহ খানেক একসঙ্গে কাটাই আমরা। পুরনো দিনের স্মৃতিচারণ করি। স্ট্রেলসাউ-এর খবরাখবর জানায় ফ্রিৎস। রাজকুমারী ফ্ল্যাভিয়ার খবরও তাতে থাকে। প্রতিবছর রাজকুমারীর কাছ থেকে একটা লাল গোলাপ আর ছোট একটা চিঠি নিয়ে আসে ওরা। তিনটে মাত্র শব্দ থাকে চিঠিতে: 'রুডলফ—ফ্ল্যাভিয়া—চিরদিনের।' প্রতিবছর আমার কাছ থেকে একটা লাল গোলাপ আর ছোট্ট একটা চিঠি নিয়ে যায় ওরা রাজকুমারীর কাছে। আমার চিঠিতেও তিনটে মাত্র শব্দ থাকে: 'ফ্ল্যাভিয়া—রুডলফ—চিরদিনের।'

—: শেষ :—

আলোচনা

[এই বিভাগে রহস্য সংক্রান্ত বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য, মজার আলোচনা, মতামত, নিজের কোন রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা, বিশেষ ব্যক্তিগত সমস্যা, সুরুচিপূর্ণ কৌতুক (jokes), ধাঁধা ইত্যাদি লিখে পাঠাতে পারেন।

বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাগজের একপিঠে লিখবেন। নিজের পূর্ণ ঠিকানা দিতে ভুলবেন না। খাম বা পোস্টকার্ডের উপর 'আলোচনা বিভাগ' লিখবেন।

আলোচনা ছাপা না হলে জানবেন স্থান সংকুলান হয়নি, মনোনীত হয়নি, বা বিষয়বস্তু পুরনো হয়ে গেছে—দয়া করে তাগাদা বা অনুযোগ করে চিঠি লিখবেন না।

কা. আ. হোসেন]

ইকবাল হাবিব (পুলক)
জামাল তালুকদার লেন, সূত্রাপুর, বগুড়া।

'হেল কমাণ্ডো' পড়লাম। সুন্দর লাগলো। একজন কমাণ্ডো হতে এত কষ্ট সইতে হয় এ কল্পনাতেও ঠাঁই পায় নাই। খুব ভাল হয়েছে বইটি। ভবিষ্যতে এধরনের আরও বই আশা করি।

* পাবেন। আশাকরি।

আ, খ, ম, খায়রুল আলম

শিববাটী, বগুড়া।

আমি অনেকদিন আগে একবার ভেবেছিলাম, হ্যান্স ক্রিশ্চিয়ান এণ্ডারসনের রূপকথার জন্য অনুরোধ করব। কিন্তু ভরসা না পেয়ে করিনি।…আজ অপ্রত্যাশিত ভাবে 'কুৎসিত হাঁসের ছানা' পড়তে পেয়ে সত্যিই খুবই ভাল লাগল।

সুনন্দা কবীরকে অনুবাদ করার জন্য শুভেচ্ছা এবং ধন্যবাদ।

গাজী জাহাঙ্গীর আলম

আলী বিপণী, জেল রোড, দিনাজপুর।

এই মুহূর্তে আমার মনে প্রশ্ন জেগেছে আপনার নামের কাজী উপাধি নিয়ে। আমার জানা মতে আপনারা চার ভাই। তার মধ্যে দু'ভায়ের মৃত্যু হয়েছে। এবং বর্তমানে দু'ভাই কাজি মাহবুব হোসেন ও আপনি জীবিত আছেন। কিন্তু কাজী রওনাক হোসেন ও কাজী সারওয়ার হোসেন এই দু'ব্যক্তি কে? উনাদের সাথে আপনার কি সম্পর্ক?

* ওঁরা দুজন আমার আপন চাচাত ভাই।

নাদির জুনাইদ

৫৭/বি, আজিমপুর কলোনী, ঢাকা-৫।

আচ্ছা কাজীদা, রকিব ভাই এমন হাত পা গুটিয়ে বসে আছেন কেন? ওনার ওপরই কি রা-অরকনের সর্বপ্রথম অভিশাপ নামল নাকি? ওনাকে অনুরোধ জানাচ্ছি উনি যেন কিশোর থ্রিলারের অন্যান্য বই যত শীঘ্রি পারেন লিখে ফেলেন।

মোছাঃ গোলাম মইনুদ্দিন হাসু

শালগাড়ীয়া, হাসপাতাল পাড়া, পাবনা।

এইমাত্র শেষ করলাম হিফজুর রহমানের 'অতল প্রলোভন'। সত্যি, কাহিনী বটে একখানা। তবে যারা লেখকের 'ধূসর দেয়াল' পড়েননি তাঁদের কাছে মাঝে মাঝে খটকা লাগবে। যদিও সাগরের বিশাল জাহাজে কোনদিন ভ্রমণের সৌভাগ্য হয়নি, হিফজুর রহমানের সফল বর্ণনায় এস এস ওরান্টিসে বেশ কিছুক্ষণ ঘুরে এলাম। ধন্যবাদ লেখককে। শেষ পর্যায়ে লীন এর মৃত্যুতে খু-উ-ব দুঃখ পেয়েছি। শুধু গগলেরই নয়, আমাদের হৃদয়ও ভেঙে দিয়ে গেছে লীন। নিজের জীবন দিয়ে রক্ষা করে গেল ৬টি মূল্যবান জীবন। আশ্চর্য ভালবাসা! লেখকের আরও বই চাই। সবশেষে শাহাদত চৌধুরীকে অপূর্ব প্রচ্ছদের জন্য ধন্যবাদ।

* পৌঁছে দিলাম।

জাহিদ হোসেন

কন্টাক্টর পাড়া, জেইল রোড,

রাঙামাটি, পার্বত্য চট্টগ্রাম।

ক্লাস ফোরে পচাব্দী গাজীর শিকার কাহিনী দিয়ে পরিচিতি হই সেবার সঙ্গে। বর্তমানে ক্লাস নাইনে পড়ি। এ পর্যন্ত সেবার প্রায় দু'শ থেকে আড়াই'শ বই পড়েছি। আমার একটা অনুরোধ, কিশোর থ্রিলার বইগুলি তাড়াতাড়ি বের করবেন।

* চেষ্টা করবো।

২/লেঃ আশফাক

সি ও ডি, ঢাকা সেনানিবাস।

প্রথমেই শুভেচ্ছা জানাচ্ছি 'অল কোয়ায়েট অন দা ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট' এবং সদ্য প্রকাশিত 'হেল কমাণ্ডো'-এর লেখকদ্বয় জাহিদ হাসান এবং মেজর আনোয়ার হোসেন (অব)-কে মনের মত ছুটি বই উপহার দেয়ার জন্য।

'হেল কমাণ্ডো' সত্যিই অপূর্ব লেগেছে। মেজর আনোয়ারের পি এম এ-তে ট্রেনিং-এর বিবরণ পড়তে পড়তে কয়েক ঘন্টার জন্য হারিয়ে গিয়েছিলাম বি এম এ (বাংলাদেশ মিলিটারী একাডেমী)-তে ফেলে আসা দীর্ঘ ছুই বৎসরের সেই কঠিন দিনগুলোতে। জেন্টেলম্যান ক্যাডেট আনোয়ারের সাথে আমিও যেন ঘুরে এসেছি পিটি-ড্রিল গ্রাউণ্ড আর অস্ত্র প্রশিক্ষণের পাহাড়ী পথে। গত বৎসর এরকম এক দিনেই (১৮ই মে, ১৯৮৫) আমাদের (১২ বি এম এ লং কোর্স) পাসিং আউট হয়েছিলো। সামরিক বাহিনীর একজন অফিসারের জীবনে পাসিং আউট খুবই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এ ধরনের আরো বই চাই সেবা থেকে।

সোহেল রানা, সোহেল

১৬৪/সি লালবাগ রোড, ঢাকা-১১

হিফজুর রহমানের 'অতল প্রলোভন' পড়লাম। সম্ভবতঃ 'ধূসর দেয়ালের' পর এটা তাঁর দ্বিতীয় লেখা। এস. এস. ওয়াল্টিসকে ঘিরে যে ঘটনার সমন্বয় লেখক ঘটিয়েছেন তা সত্যিই অবাক করার মত। প্রচ্ছদ ভাল হয়নি। চমৎকার লেখার জন্য লেখককে আমার প্রাণঢালা শুভেচ্ছা জানাবেন···ও হাাঁ, হিফজুর রহমান সাহেবকে আরও লিখতে বলবেন।

* আচ্ছা।

মঞ্জুরুল হাকিম (তুহিন)

৩/১১০, শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ, বরিশাল।

প্রখ্যাত বৃটিশ লেখক উইলিয়াম গোলডিং-এর ১৯৮৩ সালে নোবেল সাহিত্য পুরস্কার বিজয়ী উপন্যাস "LORD OF THE FLIES"-এর সংক্ষিপ্ত সার পড়ে চমৎকৃত হলাম। জনমানব-শূন্য দ্বীপে কিশোর দলনেতা র‍্যাল্‌ফ-এর একাকীত্ব খুবই করুণ মনে হলো। সুন্দর এই উপন্যাসটির অনুবাদ 'সেবা' থেকে—রকিব হাসানের কলমে—কিশোর ক্লাসিক সিরিজে আশা করছি।

* আপনার অনুরোধ পৌঁছে দিলাম।

মোঃ কামাল উদ্দিন হায়দার

আজীজ বিল্ডিং ২নং বাসা ২য় তলা, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।

ইদানীং সেবা প্রকাশনী বেশ বিস্তৃত হয়েছে প্রকাশনার ক্ষেত্রে। প্রকাশনার এই সুযোগ আমারও লোভ জাগায়। তাই একটি ওয়েস্টার্ন উপন্যাস অনুবাদ করার অনুমতি চাইছি।

* প্রথমেই বড় কাজে হাত না দিয়ে রহস্য পত্রিকায় লিখুন। ভাল হলে ছাপা হবে। পাঠকের ভাল লাগলে লেখক হতে বেশি সময় লাগবে না।

অসিত কুমার শীল

মালোপাড়া, ঘোড়ামারা, রাজশাহী।

সেবার বইতে আলোচনা বিভাগের নিয়মিত উপস্থিতিকে উপেক্ষা করার উপায় নেই। তবে অনেক সময়ই এর মান আমাদের আহত করে। বিশেষ করে তখন যখন দেখি কোন কোন পাঠকের 'সেবা-প্রীতি' প্রায় তোষামোদির পর্যায়ে চলে গেছে (কেউ আঘাত পেয়ে

থাকলে ক্ষমা করবেন)। আর এটাও সত্যি অন্যান্য বিষয়ের চিঠির চাইতে প্রশংসামূলক চিঠির সংখ্যা অনেক বেশি। পাঠক কি শুধুই প্রশংসা করে চিঠি লেখেন?

আলোচনা বিভাগের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে আমার একটা প্রস্তাব আছে। ইদানীং বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় শ্রেষ্ঠ পত্র লেখক নির্বাচন যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। সেবার আলোচনা বিভাগে কি এই পদ্ধতি চালু করা যায় না?

* যায়। আপনারা রাজি থাকলে আমিও রাজি। তবে আমার রায় মেনে নিতে হবে বিনা আপত্তিতে। কিন্তু পুরস্কার কি দেয়া যায় বলুন তো? সেবার পরবর্তী তিনটে বই?

মমিনুল ইসলাম লিটন

৩/২০ মালিবাগ কলোনী, ঢাকা-১৯।

একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, সেবার ভাল বইগুলোর একটি —'হেল কমাণ্ডো'। বইটি পড়ে কমাণ্ডো তৈরির কাহিনী জানতে পারলাম। সত্যি বলতে কি, এর আগে সত্য কাহিনী নিয়ে রচিত কোন বই আমি পড়িনি। 'হেল কমাণ্ডো' পড়ার পর লোভ সামলাতে না পেরে পড়ে ফেললাম, সত্য কাহিনী নিয়ে রচিত আরো ক'টি বই—'অবিচার,' 'আন্দেজের বন্দী' এবং 'হান্টার'।

'হেল কমাণ্ডো' বইটির সাথে সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি রইল আমার উষ্ণ অভিনন্দন।

* পৌঁছে দিলাম।

ফরহাত কামাল

Ec/50 চেবার পাড় রেলওয়ে কলোনী, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়কার মেজর রাহাতের (বর্তমানে মেজর জেনারেল অবসরপ্রাপ্ত রাহাত খান) ঘটনা অবলম্বনে নতুন কোন বই প্রকাশ করছেন কিনা জানাবেন।

* খুব শীঘ্রি না।

এস. এম. আলী খোকন

মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ, বেক্সিমকো ফার্মা, রংপুর।

সদ্য প্রকাশিত 'হেল কমাণ্ডো' কিনে ২০/২১ পৃষ্ঠা পড়ার পর ঘর থেকে ওটা চুরি হয়ে গেল। এখানে একটাই স্টল যে সেবার এজেন্ট। তার কাছে আবার এক কপি চাইলাম। কিন্তু বেচারা দুঃখের সাথে জানালো সব বিক্রি সারা। এক বন্ধু বললো ওর কাছে একটা কপি আছে। পরদিন সে জানালো ওর বোনের বান্ধবী সেটা নিয়ে গেছে। এখন আমার উপায়টা কি বলুন?

* বান্ধবীকে ধরুন।

রানা

বাগবাটী, সিরাজগঞ্জ।

আমি আমার অন্তর থেকেই কথাটা বলছি: হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড সাহেবের 'শী' এবং 'রিটার্ন অভ শী' বই দুইটি এক অনবদ্য সৃষ্টি। 'শী' সম্পর্কিত বই এর কোনো সমালোচনা চলে না। সমস্ত সমালোচনার উর্ধ্বে। 'রিটার্ন অভ শী'-তে হলিকে বলা আয়শার কথা আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি। কথাটা হলো. 'ভেবো না আয়শা হেরে গেছে, ভেবো না আয়শা নিঃশেষ হয়ে গেছে; আয়শা নামক বই-এর একটা মাত্র পৃষ্ঠা তুমি পড়েছো।'

আমার মনে হয় পক্ষান্তরে হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড সাহেব পাঠক/পাঠিকাদের উদ্দেশ্যে কথাগুলি বলেছেন। অতএব আমি আশা করবো 'শী' বা আয়শা সম্পর্কিত যতগুলি বই আছে সবগুলি সেবা প্রকাশনী থেকে প্রকাশ করবেন। সেই সঙ্গে হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড সাহেবের অন্যান্য উপন্যাসগুলিও। সব কথার এক কথা এই লেখকের কোন বই আপনি অপ্রকাশিত রাখবেন না। আর 'আয়শা' সম্পর্কিত বইগুলি সিরিয়াল নং অনুযায়ী চাই, এলোমেলো ভাবে নয়। 'রিটার্ন অভ শী'-র প্রচ্ছদের কথা কি বলবো। এক কথায় অপূর্ব। জনাব শরাফত খান সাহেবকে আমি আন্তরিক ভাবে শুকরিয়া জানাচ্ছি।

* শুকরিয়া পৌঁছে দিলাম।

আজাদ

মহিপাল ওয়াপ্দা, ফেনী।

সদ্য প্রকাশিত হিফজুর রহমানের 'অতল প্রলোভন' কিছুটা অনিচ্ছাসত্ত্বেও কিনলাম। কেন না, নতুন লেখক। তাই কিছুটা সংশয়ে ছিলাম।

কিন্তু পড়া শেষ করে আরেকবার সেবার তারিফ না করে পারলাম না। বুঝলাম, লেখক নয়; লেখাটাকেই আপনারা প্রাধান্য দেন বেশি।

অনেকদিন পর 'গগলকে' পেয়ে ভাল্লাগ্‌লো। খারাপ লেগেছে 'লীনের' আত্মত্যাগ। অপূর্ব প্রচ্ছদের জন্য শাহাদত চৌধুরী এবং চমৎকার লেখার জন্য 'হিফজুর রহমান'কে একরাশ ভালোবাসা।

'তিন গোয়েন্দা' কি আর পাবো না?

* ভালবাসা পৌঁছে দিলাম।...তিন গোয়েন্দা আসিতেছে।

সুরাইয়া আখতার জাহান

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।

অগ্নিপুরুষ-১ পড়লাম, ভাল লেগেছে। শেষের দিকে পড়ে খুব দুঃখ লেগেছে। 'অতল প্রলোভন' ভাল লেগেছে। প্রচ্ছদ ভাল লাগেনি, তবে অগ্নিপুরুষ-১-এর প্রচ্ছদ খুব সুন্দর হয়েছে। এজন্য শরাফত খানকে ধন্যবাদ। পঞ্চ রোমাঞ্চ ভাল লেগেছে; সবচেয়ে ভাল লেগেছে 'ক্যান্সার' গল্পটি। আচ্ছা, প্রচ্ছদ শিল্পী শাহাদত চৌধুরীর খবর কি? ইদানীং সেবার প্রচ্ছদে তাঁকে বিশেষ দেখা যাচ্ছে না কেন? মেজর রাহাত সিরিজের খবর কি?

* ছোট্ট চিঠিতে এত বিষয় ঠেসেছেন—সত্যিই অবাক হতে হয়।

বুলবুল জেসমীন

বি-৩/ই-৮ আগারগাঁও নিউ কলোনী, ঢাকা-৭।

কাজীদা, আপনার কাছে একটি প্রস্তাব দিচ্ছি। প্রস্তাবটা অনেকের হাসির উদ্রেক করতে পারে, হয়তো আপনারও, তবু দিচ্ছি। কারণ সেবা প্রকাশনীকে আমরা সেবার পাঠকরা নিজেদের প্রকাশনী মনে করি এবং আপনিই হচ্ছেন আমাদের একমাত্র দাদা যার কাছে আমরা নিঃসঙ্কোচে প্রস্তাব করতে পারি, প্রস্তাবটা হলো—এ পর্যন্ত আলোচনা বিভাগে যত চিঠি ছাপা হয়েছে তা থেকে নির্বাচিত কিছু চিঠি নিয়ে একটি ভিন্নধর্মী বই বের করলে কেমন হয়?

* ভেবে দেখব।

মোঃ মোশাররফ হোসেন

অলংকারকাঠী, স্বরূপকাঠী, পিরোজপুর।

সদ্য প্রকাশিত হিফজুর রহমানের 'অতল প্রলোভন' খুব একটা ভাল লাগেনি। গা শিউরানো রোমাঞ্চোপন্যাস একে বলা যায় না। তবে মাসুদ রানার অন্যতম বন্ধু গগলকে এনে লেখক বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন। গগল এমন একটা চরিত্র যা পাঠক মাত্রকেই আকৃষ্ট করে। কিন্তু এ কাহিনীতে ওকে অনেকটা ম্লান মনে হয়েছে। লীনের ট্র্যাজেডী মনে রাখার মত। তার আত্মোপলব্ধি, 'অসৎ হওয়ার চেয়ে সৎ হওয়া অনেক কঠিন কাজ' পাঠক হৃদয়ে নাড়া দেয়। কিছুটা হলেও এ বইয়ে আলাদা বৈশিষ্ট্যের স্বাদ পাওয়া গেছে।

কৌতুক

রাত তখন ১০টা বাজে। এক মাতাল চিৎকার করছিল, 'আগুন, আগুন! আরে, শালারা, আগুন!'

অল্পক্ষণেই সেখানে অনেক লোকের ভিড় জমে গেল, কৈ আগুন? জানতে চাইল তারা।

মাতাল তখন দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বলল, 'আরে, শালারা, আমার বিড়ি! বিড়ি খাওয়ার আগুন চাইছি!'

সংগ্রাহক—
মোঃ শহীদুল ইসলাম (কলী)
পাড়ের হাট রোড (বড়পুল) পিরোজপুর।

তৌহিদুল ইসলাম
পোঃ খলিলগঞ্জ, জেলা: কুড়িগ্রাম।

সদ্য প্রকাশিত বই 'রিটার্ন অভ শী' পড়লাম। হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড যে ট্রেজার আইল্যান্ডের চেয়েও রোমাঞ্চকর বই লেখার ক্ষমতা রাখেন তা 'কীং সলোমন'স মাইনস' পড়েই বুঝেছি। যাহোক, এই লেখকের অন্যান্য বইগুলি আমাদের প্রিয় সেবা প্রকাশনী থেকে আশা করছি।

বই পেতে হলে

আমরা চাই, ক্রেতা-পাঠক তাঁদের নিকটস্থ বুকস্টল থেকেই সেবা প্রকাশনীর বই সংগ্রহ করুন। কোনো কারণে তাতে ব্যর্থ হলে আমাদের ডাকযোগে খুচরো বই সরবরাহ ব্যবস্থার সাহায্য নিতে পারেন।

আজই মানিঅর্ডার যোগে ৫০·০০ টাকা পাঠিয়ে সেবা প্রকাশনীর গ্রাহক হয়ে যান। নতুন বই প্রকাশের সাথে সাথে পৌঁছে যেতে থাকবে আপনার ঠিকানায়। ইচ্ছে করলে শুধু মাসুদ রানা, ক্লাসিক বা অনুবাদের গ্রাহক হতে পারেন। বিস্তারিত নিয়মাবলী ও বিনামূল্যে ক্যাটালগের জন্যে সেলস ম্যানেজারের কাছে লিখুন।

নিজের ঠিকানা ও চাহিদা পরিষ্কার অক্ষরে লিখবেন।

আগামী বই

মার্থা মেকেনা-র ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা
সত্য ঘটনা অবলম্বনে আশ্চর্য স্পাই কাহিনী

আমি গুপ্তচর

রূপান্তর: জাহিদ হাসান
মূল্য: পনের টাকা
প্রকাশের তারিখ: ১৪ জুন, ১৯৮৬
বিষয়: মাতৃভূমি বেলজিয়াম জার্মান সেনাদের কবলে চলে যাওয়ার পর দেশের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তিতে নামলো এক তরুণী। যেমন বিচিত্র, তেমনি রোমহর্ষক কাহিনী!